শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমৎ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

—ঃ*ঃ—

প্রথমপরিচ্ছেদ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রথমপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর বৃন্দাবন হইতে ক্ষেত্রাগমন বার্ত্তা পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ

অনুভাষ্য।

যৎকৃপা চৈতন্যচন্দ্রস্য অনুকম্পা পঙ্গুং পদবিক্ষেপণশক্তিহীনং শৈলং

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।

অমৃতপ্রবাহ

পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। শিবানন্দসেন একটী কুকুরকে পারের খরচ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। রাত্রে কুকুরকে ভাত না দেওয়ায় সে কুকুর প্রভুর নিকট চলিয়া গেল। শিবানন্দাদি পরদিন মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিয়া প্রভুর নিকটে দেখিলেন সেই কুক্কুর প্রসাদ-নারিকেলশস্য ভক্ষণ করিতেছে। পরে সেই কুক্কুর উদ্ধার হইয়া গেল। রূপগোস্বামী ভক্তগণের সহিত আসিতে না পারিয়া কিছু পরে আসিয়া হরিদাসের সহিত রহিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" শ্লোক পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। এক দিবস মহাপ্রভু রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের বাসায় আসিয়া শ্রীরূপের ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব দুইখানি নাটকের মুখবন্দাদি শ্লোক শ্রবণ করিলেন। রামানন্দরায় নাটকের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া নাটক দুইখানি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করিলেন। চাতুর্ম্মাস্যের পর গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। রূপগোস্বামী ক্ষেত্রে রহিলেন।

যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতি পাঠ করায় সেই কৃষ্ণচৈতন্য ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য

পরমোচ্চশিখরং লঙ্ঘয়তে উত্তীর্ণং কারয়তি। মূকং বাক্‌শক্তিবিহীনং শ্রুতিং বেদং আবর্ত্তয়েৎ পাঠং কারয়তি তং ঈশ্বরং মহাপ্রভুং কৃষ্ণচৈতন্যং অহং বন্দে ॥ ১॥

স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্বলম্বনম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ।

শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ৩ ॥

এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন ।

যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥ ৪ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।

মৎ সর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ

শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।

শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ

প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

সাধুগণ স্বীয় কৃপাযষ্টিদানে দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন্ ॥ ২ ॥

অনুভাষ্য ।

সন্তঃ সাধবঃ স্বকৃপাযষ্টিদানেন নিজদয়ারূপাবলম্বন-দণ্ডপ্রদানেন দুর্গমে দুস্তরে পথি সংসারে মুহুঃ পুনঃ পুনঃ স্খলৎপাদগতেঃ বিক্ষিপ্তচরণস্য পথভ্রষ্টস্য অন্ধস্য নয়নবিহীনস্য মে মম অবলম্বনং আশ্রয়পদং সন্তু ভবন্তু ॥ ২ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ১৫ শ্লোক ॥ ৫ ॥

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ১৬ শ্লোক ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥ ৭॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৮ ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।
অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ৯ ॥
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ।
পূর্ব্ব গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১০ ॥
আমি জরাগ্রস্ত নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥ ১১ ॥
পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থ সূত্র অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ১২ ॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচল আইলা।
স্বরূপ গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ ১৩ ॥
শুনি শচী আনন্দিত সব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৪ ॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত আদিলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৭ম শ্লোক ॥ ৭ ॥
পূর্ব্বগ্রন্থে অর্থাৎ মধ্যলীলা প্রথমপরিচ্ছেদে ॥ ১০ ॥

আচার্য্য শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি॥ ১৫ ॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটিসমাধান।
সবাকে পালন করে দেয় বাসাস্থান॥ ১৬ ॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥ ১৭ ॥
একদিন এক স্থানে নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥ ১৮ ॥
কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা॥ ১৯ ॥
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥ ২০ ॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলে॥ ২১ ॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ মনুষ্য পাঠাইলা॥ ২২ ॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর লোক সব আইলা।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা॥ ২৩।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাসরিলা, ভুলিয়া গেলা॥ ২০ ॥
কুক্কুর চাহিতে, কুক্কুর খুঁজিতে॥ ২২ ॥

প্রভাতে কুক্কুর চাহি কোথায় না পাইল।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল ॥ ২৪ ॥
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ ২৫ ॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা স্থানে।
প্রভু স্থানে আর দিন সবার গমনে ॥ ২৭ ॥
আসিয়া দেখিল সবে সেইত কুক্কুরে।
প্রভু পাশে বসিয়াছে কিছু অল্প দূরে ॥ ২৮ ॥
প্রসাদ নারিকেল শস্য দেন ফেলাইয়া।
রাম কৃষ্ণ হরি কহ বলেন হাঁসিয়া ॥ ২৯ ॥
শস্য খায় কুক্কুর কৃষ্ণ কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥ ৩০ ॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ৩১ ॥
আর দিন কেহ তাঁর দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥ ৩২ ॥
ঐছে দিব্য লীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন ॥ ৩৩ ॥

এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥ ৩৪॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী শ্লোক তথাই লিখিল॥ ৩৫॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥ ৩৬॥
এই মতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তি হৈলা॥ ৩৭॥
রূপ গোসাঞি প্রভু পাশ করিলা গমন।
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥ ৩৮॥
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণলীলা নাটক, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটক॥ ৩৪॥

নান্দী শ্লোক,—নাটকের আরম্ভে যে শ্লোক পঠিত হয় তাহাকে নান্দী শ্লোক বলে॥ ৩৫॥

কড়চা—খসড়া। পাণ্ডুলিপি॥ ৩৬॥

লাগি না পাইল,—শিবানন্দাদি ভক্তগণ প্রভুর নিকট যাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে নীলাচল যাইবেন বলিয়া আসিলেন। কিন্তু

অনুভাষ্য।

সাহিত্যদর্পণ ৬ পরিচ্ছেদ ২৮২ সংখ্যা। নান্দীস্বরূপ। আশীর্বচন-সংযুক্তা স্তুতর্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা॥ ৩৫॥

ভক্তগণ পাশ আইলা লাগি না পাইল ॥ ৩৯ ॥
উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুরনামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম ॥ ৪০ ॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপনারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি ॥ ৪১ ॥
আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥ ৪২ ॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ৪৩ ॥
ব্রজপুরলীলা এক করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিল রচনা ॥ ৪৪ ॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাস বাসা স্থলে ॥ ৪৫ ॥
হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহারা পূর্ব্বেই নীলাচল যাইতে ছিলেন ॥ ৩৯

অনুভাষ্য।

কটকজেলার অন্তর্গত জানকাদেইপুরের নিকটে সত্যভামাপুর গ্রাম ॥ ৪০ ॥

তুমি আসিবে মোরে প্রভু যে কহিলা ॥ ৪৬ ॥
উপল ভোগ দেখি হরিদাসেরে দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে ॥ ৪৭ ॥
রূপদণ্ডবৎ করে হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৮ ॥
হরিদাস রূপ লঞা প্রভু বসিলা এক স্থানে।
কুশল প্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে ॥ ৪৯ ॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৫০ ॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৫১ ॥
প্রয়াগে শুনিল তেঁহো গেল বৃন্দাবনে।
অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি কৈল নিবেদনে ॥ ৫২ ॥
রূপে তাহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ৫৩ ॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবা কৃপাত করিয়া ॥ ৫৪ ॥
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রূপে তাহা বাসা দিয়া,—হরিদাসের বাসায় অর্থাৎ সিদ্ধবকুলমঠে ॥৫৩॥

দুই নান্দী প্রস্তাবনা, দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥ ৭১ ॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল।
রথ অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিল ॥ ৭২ ॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থের শ্লোক করিল তথায় ॥ ৭৩ ॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন ॥ ৭৪ ॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়ে কীর্ত্তনে।
কেমনে শ্লোক পড়ে ইহা কেহ নাহি জানে ॥ ৭৫ ॥
সবে একা স্বরূপ শ্লোকের অর্থ জানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কেমনে, কি ভাবে শ্লোক পড়ে ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৮৭ শ্লোক। নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে। চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা ॥ নটী বিদূষক অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নট ইহারা সূত্রধারের সহিত যেখানে মনোজ্ঞ নিজ, কর্ত্তব্যব্যাপার বিষয়ক প্রকৃতবস্তু উত্থাপক বাক্যদ্বারা পরস্পর সম্যক্‌রূপে আলাপ করে, তাহাকে আমুখ বলিয়া জানিবে, উহাই প্রস্তাবনা ॥ ৭১ ॥

শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥ ৭৬ ॥
রূপ গোসাঞি প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায় ॥ ৭৭ ॥

(কাব্যপ্রকাশে ১ম উল্লাসে ৪র্থ অঙ্কধৃতঃ তথা পদ্যাবল্যাং)

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥ ৭৮ ॥

(শ্রীরূপগোস্বামী কৃত শ্লোকঃ)

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৯ ॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ গোসাঞি গেলা ॥ ৮০ ॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক দেখি প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৫৮ সংখ্যা ॥ ৭৮ ॥

চরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৭৬ সংখ্যা ॥ ৭৯ ॥

প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ ৯৭ ॥

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।

পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ ৯৮ ॥

(বিদগ্ধমাধবে ১ মাঙ্কে ১২শ শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যং)

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥৯৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না। দেখ, যখন তাহা তুণ্ডে নৃত্য করে, তখন বহুতুণ্ড পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্ব্বুদকর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে উদয় হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে ॥ ৯৯ ॥

অনুভাষ্য।

হে নান্দীমুখি তুণ্ডে মুখে তাণ্ডবিনী তাণ্ডবং নাট্যং তৎকুর্ব্বতী সতী তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে বদন-শ্রেণীনাং প্রাপ্তয়ে রতিং স্পৃহাং বিতনুতে প্রকাশয়তি কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী কর্ণপদব্যাং কড়ম্বিনী অঙ্কুরিতা সতী কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ অর্ব্বুদসংখ্যামিতকর্ণলাভায় স্পৃহাং কাঙ্ক্ষাং ঘটয়তে চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী চেতঃ এব প্রাঙ্গণং তস্মিন্ সহচরী সতী সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ইন্দ্রিয়সমূহানাং কৃতিং ব্যাপারং বিজয়তে তদাবিষ্টং কৃত্বা চেষ্টাশূন্যং করোতি। কৃষ্ণ ইতি বর্ণদ্বয়ী কিয়দ্ভিঃ কিয়ৎপরিমিতৈঃ অমৃতৈঃ জনিতা উৎপাদিতা তৎ নো জানে ॥ ৯৯ ॥

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি ॥ ১০০ ॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥ ১০১ ॥
তবে মহাপ্রভু দুহেঁ করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ১০২ ॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ ॥ ১০৩ ॥
সবা মেলি চলে আইল শ্রীরূপ মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিল কহিতে ॥ ১০৪ ॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥ ১০৫ ॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুহাঁরে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৬ ॥
ঈশ্বর স্বভাব ভক্তের না লয়ে অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ৭০ শ্লোকে)

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।

আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥ ১০৮ ।

ভক্ত সঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ বন্দন ॥ ১০৯ ॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দুহাঁকে মিলন।
পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥
রূপ হরিদাস দুহেঁ বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥ ১১১ ॥
পূর্ব্ব শ্লোক পড়, রূপ প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই ভগবান্ পুরুষোত্তম নির্ম্মল মতি, ইহাঁর শীলতাধর্ম্মের দ্বারা ভৃতে গুরু অপরাধ সকলও দৃষ্টি করেন না। অতি স্বল্পসেবাকে বহু জ্ঞ করেন। আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার করেন না ॥১০

অনুভাষ্য।

অয়ং পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণঃ (কমলেক্ষণঃ পাঠান্তরে) শীলেন সৎস্বভাবে সহ নির্ম্মলমতিঃ নির্ম্মলা নৈসর্গিকী রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতা মতির্যস্য সঃ ভৃত কিঙ্করস্য গুরূন্ অপি অপরাধান্ ন পশ্যতি মনাক্ অপি ঈষদপি কৃ সেবাং বহুধা বহুপ্রকারতয়া অভ্যুপৈতি অঙ্গীকরোতি পিশুনেষু খ দুর্জ্জনেষু অভ্যসূয়াং দোষদৃষ্টিং ন আবিষ্করোতি ন প্রকাশয়তি ॥ ১০৮

স্বরূপ গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৩ ॥

(শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোকঃ)

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলী পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১১৪ ॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥ ১১৫ ॥
আমাতে সঞ্চারি পূর্ব্ব কহিলা সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১১৬ ॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥ ১১৭ ॥
প্রভু কহে কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক ॥ ১১৮ ॥
বার বার প্রভু তাতে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সেই শ্লোক কহিতে লাগিল ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১১৪।

(বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ১২শ শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যম্)

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১২

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হইল আনন্দ বিস্ময় ॥ ১২১ ॥
সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥ ১২২ ॥
রায় কহে কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি।
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ॥ ১২৩ ॥
স্বরূপ কহে কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা পূরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১২৪ ॥
আরম্ভিয়া ছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিয়াছেন বিভাগ করিয়া ॥ ১২৫
বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব।

অনুভাষ্য।

অন্ত্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ্ ৯৯ সংখ্যা ॥ ১২০ ॥

বিদগ্ধমাধব ১৪৫৪ শকাব্দায় রচিত হয় এবং ললিত মাধব শকাব্দায় রচিত হয়। ১৪৩৭ শকাব্দায় শ্রীরায় রামানন্দের সহ

দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥ ১২৬ ॥
রায় কহে নান্দী শ্লোক পড় দেখি শুনি ।
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু আজ্ঞা মানি ॥ ১২৭ ॥

(বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ১ম শ্লোকে)

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্ ।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা শিখরিণী ॥ ১২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

এই হরিলীলাশিখরিণী, সন্তাপোৎপন্ন বিষয়সংসারমার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসৎ তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন্। সেই হরিলীলাশিখরিণী, চান্দ্রীসুধার মধুরিমা জনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদির প্রণয়কর্পূর দ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১২৮ ॥

অনুভাষ্য ।

গোস্বামীর এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলাপ হইতেছে । (আদি ত্রয়োদশ ৩৬ এবং ৩৭ সংখ্যা) ॥ ১২৬ ॥

চান্দ্রীণাং চন্দ্রসংবৃদ্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিমোন্মাদদমনী মধুরিমোন্মাদ হেতুনা য উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালিনীতি যোঽহঙ্কারস্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কর্পূরাস্তৈঃ সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং পক্ষে মনোহারিত্বং দধানা হরিলীলা-শিখরিণী হরিলীলারূপা রসালা তে তব সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপোদ্গমবিষম-

রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১২৯ ॥
প্রভু কহে কহ কেনে কি সঙ্কোচ লাজে।
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে ॥ ১৩০ ॥
তবে রূপ গোসাঞি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতি স্তুতি হৈল ॥ ১৩১ ॥

[বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ২য় শ্লোকে]

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অভিনেয় নায়কাদির নাম পাত্র। যথা, সাহিত্য দর্পণে, "দিব্য মর্ত্ত্যে স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ। সূচয়েৎ বস্তুবীজং বা মুখং পাত্রমথাপি

অনুভাষ্য।

সংসারসরণী প্রণীতাং সন্তাপানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং এবম্ভূতা যা সমন্তাৎ বিষমা দেবনরস্থাবরত্বপ্রাপকলক্ষণা সংসাররূপা সরণী পন্থা তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতাং তৃষ্ণাং হরতু ॥ ১২৮ ॥

চরিতামৃত আদি তৃতীয়ে চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী পাদাঃ। মহাপ্রভোঃ স্ফূর্ত্তিং বিনা হরিলীলারসাস্বাদনানুপপত্তেরিতি ভাবঃ বঃ যুষ্মাকং হৃদয়রূপগুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ পক্ষে সিংহঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভজনসম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতু-মবতীর্ণঃ। কথম্ভূতান্। অনর্পিতচরীং কেনাপি ন অর্পিতপূর্ব্বাং।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৩২ ॥

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করাইলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া ॥ ১৩৩ ॥
রায় কহে কোন মুখে পাত্র সন্নিধান।
রূপ কহে কালসাম্যে প্রবর্ত্তন নাম ॥ ১৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বা।" নাটক চন্দ্রিকায় মুখ শব্দের অর্থ যথা,—মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা। রামানন্দ রায়ের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে, এই নাটকে অভিনেয় পাত্রদিগের সন্নিধান কোন মুখে হইয়াছে। রূপের উত্তর, কালসাম্যে প্রবর্ত্তন নাম মুখে পাত্র সন্নিধান হইয়াছে ॥১২৯-১৩৪॥

অনুভাষ্য।

ননু কপিলদেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং পূর্ব্বং কিং নোপদিষ্টং তত্রাহ। সকলরসসদ্ভাবেপি উন্নতঃ উজ্জ্বলঃ রসো যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ং। তথা চোজ্জ্বলরসপ্রধানা ভক্তির্নোপদিষ্টেতি ভাবঃ। কথংভূতঃ। পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দরদ্যুতিসমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বতকন্দরায়াং উদিতঃ সিংহো যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি তথা যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরায়ামুদ্দিতঃ শচীনন্দনস্বরূপসিংহঃ হৃদ্রোগরূপহস্তিনো নাশয়তীতি ধ্বনিঃ ॥ ১৩২ ॥

অন্ত্যলীলা প্রথমপরিচ্ছেদ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। আমুখ বা প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার। উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা। প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চপ্রস্তাবনা ভিদাঃ। ১। উদ্ঘাত্যক ২। কথোদ্ঘাত

(তল্লক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াং ১২শ শ্লোকঃ)

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৩৫ ॥

(তস্যৈবোদাহরণম্মহ বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ১০ম শ্লোকঃ)

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপযুক্ত কালদ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া রঙ্গপ্রবেশকারী প্রবর্ত্তক ॥ ১৩৫ ॥

বসন্তকাল উদয় হইয়াছে। দেবী পৌর্ণমাসী নিন্দি এসময়ে প্রাপ্ত-নবানুরাগ সেই পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধনার্থে পরম

অনুভাষ্য।

৩। প্রয়োগাতিশয় ৪। প্রবর্ত্তক ৫। অবলগিত। এই পাঁচপ্রকারে নাটকের আমুখ বা প্রস্তাবনা হয়। শ্রীরামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন পাঁচ প্রকারের কোন প্রকারে নাটকের প্রস্তাবনা হইয়াছে। তদুত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন প্রবর্ত্তক-প্রকার গৃহীত হইয়াছে। সাহিত্য দর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৯২ শ্লোক। কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্ যত্র বর্ণয়েৎ। তদাশ্রয়শ্চ পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবর্ত্তকঃ। যে স্থলে সূত্রধার উপস্থিত কালকে আশ্রয় করিয়া বর্ণন করেন যদি সেই কালাশ্রয়ে পাত্র নটের প্রবেশ হয় তাহাকে প্রবর্ত্তক বলে ॥ ১৩৪ ॥

কালসাম্যেন আক্ষিপ্তঃ প্রেষিতঃ সন্ পাত্রস্য প্রবেশঃ স্যাৎ স এব প্রবর্ত্তকঃ স্যাৎ ॥ ১৩৫ ॥

অয়ং সঃ বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় সমুপাগতঃ। যস্মিন্ বসন্তসময়ে অসৌ গূঢ়গ্রহা চন্দ্রজ্যোৎস্নাতিশয়েন গূঢ়া আবৃতরশ্ময়ঃ গ্রহা যস্যাং সা পৌর্ণমাসী

গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ.
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৩৬ ॥

রায় কহে প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি।
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥ ১৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সুন্দরী শ্রীরাধিকার সহিত রঙ্গস্থলে মিলিতা হইলেন। এই শ্লোকের অর্থ দুই প্রকার অর্থাৎ চন্দ্রপক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণপক্ষার্থই মুখ্য ॥ ১৩৬ ॥

প্ররোচনা,—দেশ, কাল, নায়ক, সভ্যাদির প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণেচ্ছু করিবার প্রথাকে প্ররোচনা বলে ॥ ১৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

তিথিঃ নিশি পূর্ণং তমা রজন্যা ঈশ্বরং চন্দ্রং উপোঢ়ঃ প্রাপ্তো নব অনুগতো রাগো রক্তিমা যেন তং রুচিরয়া শোভনয়া রাধয়া বিশাখানক্ষত্রেণ সহ রঙ্গায় শোভনায় সঙ্গং অয়িতা প্রাপ্তা। পক্ষে ভগবতী পৌর্ণমাসী তং প্রসিদ্ধং পূর্ণং ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং রুচিরয়া শোভনয়া রাধয়া সহ সঙ্গময়িতা রঙ্গায় কৌতুকরহস্যমাবিষ্কর্ত্তুং গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা ॥ ১৩৬ ॥

প্ররোচনা। সাহিত্যদর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৮৬ সংখ্যা। তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনা মুখে। অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা ॥ প্রস্তুতাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত্যুন্মুখী-করণং প্ররোচনা। প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে উন্মুখী করণের নাম প্ররোচনা ॥ ১৩৭ ॥

(বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ৮শ্লোকে সূত্রধারং প্রতি পারিপার্শ্বিকবাক্যং)

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ সবল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অনর্গলবুদ্ধি উজ্জ্বলস্বভাব ভক্তবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন। গোপবধূপ্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এই প্রবন্ধ নানাগুণে পল্লবিত। বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলের নৃত্যবিধির চত্বরস্বরূপ এই রঙ্গভূমি। অতএব আমি মনে করিতেছি, আমাদের ন্যায় জনগণের সুকৃতিমণ্ডল পরিপাক হইয়া উন্মীলিত হইয়াছে ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

নিসর্গোজ্জ্বলঃ স্বরূপতঃ এব উজ্জ্বলঃ অনর্গলধিয়াং অপ্রতিহতবুদ্ধীনাং চতুরাণাং ভক্তানাং বর্গঃ সমূহঃ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তবান্। এতেন পাত্রবৈশিষ্ট্যমুক্তং। এবং বল্লববধূবন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অসৌ বিদগ্ধমাধবস্বরূপপ্রবন্ধঃ শীলৈঃ স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ পল্লবিতঃ বিস্তারিতঃ চ যত্র গ্রন্থে সর্ব্বমেব বর্ণনং স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারময়ং। এতেন বস্তুবৈশিষ্ট্যমুক্তং। বৃন্দাটবীগর্ভভূঃ বৃন্দাটব্যাঃ রাসপীঠস্বরূপা গর্ভভূমিঃ তাণ্ডববিধের্নৃত্যবিধেঃ চত্বরতাং অঙ্গনতাং নৃত্যস্থলতাং লেভে প্রাপ্তবতী। এতেন দেশবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ॥ ১৩৮ ॥

(তত্রৈব ষষ্ঠ শ্লোকে পারিপার্শ্বকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং)

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ১৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে পণ্ডিতসকল, স্বভাবতঃ লঘুরূপ যে আমি, আমা হইতে এই হরি-গুণময়ী রচনা অভিব্যক্ত হইয়াও আপনাদের সিদ্ধার্থ বিধান করুন। পুলিন্দ কর্ত্তৃক সমিধসংঘৃষ্ট অগ্নি কি সুবর্ণশ্রেণীর অন্তঃকলুষতা হরণ করিতে পারে না ? ॥ ১৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

ভো বুধাঃ সভ্যাঃ, প্রকৃতিলঘুরূপাৎ প্রকৃত্যা স্বভাবেন লঘুস্বরূপাৎ বরাকাৎ রূপগোস্বামিনঃ মত্তঃ সকাশাৎ অভিব্যক্তা প্রকাশিতা ইয়ং হরি-গুণবর্ণনময়ী কৃতিঃ বিদগ্ধমাধবনাটকরূপকা কবিতা অপি বঃ যুষ্মান্ সিদ্ধার্থান্ সিদ্ধমনোরথান্ অভিলষিতান্ বিধাত্রী বিধানং কুর্য্যাৎ। যতঃ পুলিন্দেন অস্পৃশ্যজাতিনা সমিধং কাষ্ঠং উন্মথ্য সঙ্ঘর্ষণেন জাতঃ অগ্নিঃ অপি হিরণ্যশ্রেণীনাং সুবর্ণসমূহানাং অন্তঃকলুষতাং কি ন অপহরতি। সরস্বতী তু গ্রন্থকর্ত্তুঃ তদ্দৈন্যমসহমানা তং রূপগোস্বামিনং স্তৌতি। প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তি নিরূপয়তি নিরগ্নাতি ইত্যর্থঃ। অতি-নীচজাতিনা পুলিন্দেনাপি সমিধং কাষ্ঠমুন্মথ্য জ্বলিতোঽগ্নিঃ সুবর্ণশ্রেণীনাং অন্তঃকলুষতাং কিং নাপহরতি। তথাচ যুষ্মাকমপ্যন্তর্বিরহদুঃখমেষা কৃতিরপহরত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি কারণ।
পূর্ব্বানুরাগ বিকারচেষ্টা কামলিখন ॥ ১৪০ ॥
ক্রমে শ্রীরূপগোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণের চমৎকার হৈল ॥ ১৪১ ॥

(রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৭ম শ্লোকে)

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বানুরাগ,— পূর্ব্বরাগ। বিকারচেষ্টা,— প্রণয়বিকার চেষ্টা। কাম— গোপীদিগের প্রেম এবং সেই প্রেমোৎপত্তির কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে রূপ সকলই বলিলেন ॥ ১৪০ ॥

পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা রাধিকা কহিতেছেন কোন এক পুরুষের কৃষ্ণনামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর কোন পুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়া আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় হইতেছে। আবার

অনুভাষ্য।

হে সখি একস্য কৃষ্ণ ইতি নামাক্ষরং শ্রুতম্ এব মতিং স্ত্রীজনোচিতাং পাতিব্রত্যবুদ্ধিং লুম্পতি বিলুপ্তাং করোতি অন্যস্য দ্বিতীয়স্য বংশীকলঃ মুরলীধ্বনিঃ শ্রবণমাত্রেণ সান্দ্রোন্মাদপরম্পরাং ঘনীভূতবিশৃঙ্খলতাং শারীর-চেষ্টাং উপনয়তি প্রাপয়তি এবং স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ প্রীতিপ্রদমেঘপ্রভান্বিতঃ তৃতীয়জনঃ বীক্ষণাৎ হেতোঃ মে মম মনসি হৃদয়ে পটে ক্ষেত্রে লগ্নঃ একী-

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্ম্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূৎ মন্যে মৃতি শ্রেয়সী ॥১৪২॥

(তত্রৈব ২অ ৬ শ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং)

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ১৪৩ ॥

(তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৩৩ শ্লোকে প্রাকৃতভাষায়াং কন্দর্পলেখা যথা)

ধরিঅ পরিচ্ছন্দগুণং সুন্দরমহমন্দিরে তুমং বসসি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি পটে দর্শন করিয়া আমার হৃদয়ে লাগিয়া রহিয়াছে। হা ধিক্ আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ হইল? আমার মরণই ভাল ॥ ১৪২ ॥

হে সখি শ্রীরাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। ইহার চিকিৎসার যত্ন করিলে কুৎসার পর্য্যবসান হইবে ॥ ১৪৩ ॥

অনুভাষ্য।

ভূতঃ ভবেৎ ধিক্ কষ্টং ভোঃ পুরুষত্রয়ে কৃষ্ণাভিধে মুরলীনিনাদকারিণি ইন্দ্রনীলঘনশ্যামরূপিণে নায়কত্রয়ে মম রতিঃ অভূৎ অতঃ হেতোঃ মৃতিঃ শ্রেয়সী কল্যাণকরী মন্যে ॥ ১৪২ ॥

হে সখি ইয়ং রাধাহৃদয়বেদনা সুদুঃসাধ্যা যত্র চিকিৎসা কৃতা অপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি বেদানায়াঃ অনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাৎ তথা চ পুরুষত্রয়ে একক্ষণ এব বাসনাবত্যা মম এক পুরুষানুয়নেঽপি বেদনা ন যাস্যতি ॥ ১৪৩ ।

তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং যহ যহ চইদা পলাএন্মি ॥১৪৪॥

(চেষ্টা যথা তত্রৈব ২য় অঙ্কে, ১৩ শ্লোকে মুখরাবাক্যং)

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে

গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রুং পরিক্রোশতি।

নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়া চমৎকারিতাম্

বালায়াং কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোহয়ং নবীনগ্রহঃ ॥১৪৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অপরিচ্ছিন্ন গুণ ধারণপূর্ব্বক হে সুন্দর তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ আমি যে দিকে চকিত হইয়া পলাই তুমি সেই দিকে পথ রোধ কর। শ্লোকের সংস্কৃত,—ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিত পলায়ে ॥ ১৪৪ ॥

সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা উৎকম্প আশ্রয় করেন, গুঞ্জা দর্শনপূর্ব্বক অশ্রুপতনের সহিত চিৎকার করেন, এই বালার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক কোন নবীনগ্রহ অপূর্ব্ব নটন ক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপন্ন করিতেছে তাহা আমি জানি না ॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

হে সুন্দর পরিচ্ছন্দগুণং প্রতিচ্ছন্দগুণং চিত্রপটরূপং ধরিঅ ধৃত্বা তুমং ত্বং মহ মম মন্দিরে বসসি তিষ্ঠসি যহ যহ যথা যথা চ ইদা চকিতা সতী পলাএম্মি পলায়ে তহ তহ তথা তথা বলিঅং বলুক্তিং বলিতং যথা স্যাৎ তথা রুন্ধসি রুণৎসি ॥ ১৪৪ ॥

হে ভগবতি পৌর্ণমাসি অসৌ রাধা অগ্রে সম্মুখে শিখণ্ডখণ্ডং ময়ূরপুচ্ছং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা অচিরাৎ আশু উৎকম্পং আলম্বতে তু গুঞ্জানাং বিলোকনাৎ

(ব্যবসায়ঃ যথা তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৪৭ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি রাধাবাক্যং

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্ ।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিত-দোর্ব্বল্লরিরিয়ম্
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ১৪৬ ॥

রায় কহে কহ দেখি ভাবের স্বভাব ।
রূপ কহে ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয় ভাব ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হে সখি তোমার দোষ কি ? যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলেন তুমি বৃথা রোদন করিও না; তুমি একটি কার্য্য করিতে পার বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধনপূর্ব্বক আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারূপ আমার তনুকে চিরকাল রাখিও ॥ ১৪৬ ॥

অনুভাষ্য ।

সংদর্শনাৎ সাস্রং মুহুঃ পরিক্রোশতি অহং নো জানে কঃ অয়ং নবীনগ্রহঃ বালায়াঃ রাধায়াঃ চিত্তভূমিং হৃদয়ক্ষেত্রং অপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং জনয়ন্ উৎপাদয়ন্ আবিশৎ প্রবিষ্টবান্ ॥ ১৪৫ ॥

হে বিশাখে, যদি কৃষ্ণঃ ময়ি অকারুণ্যঃ নিষ্ঠুরঃ অভূৎ তর্হি তব কথং ময়ি আগঃ অপরাধঃ ভবেৎ মুধা ব্যর্থং মা রোদীঃ মে মম পরং মরণাবসানে তমালস্য স্কন্ধে কলিতদোর্বল্লরিঃ কলিতা ভুজলতা যয়া ইয়ং তনুঃ যথা বৃন্দারণ্যে চিরং সদা অবিচলা সতী তিষ্ঠতি তথা ইমাং উত্তরকৃতিং অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম কুরু । প্রাণত্যাগানন্তরং তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতা ভুজরূপলতা যস্যা এবম্ভূতা মম তনুঃ যথা বৃন্দারণ্যে তিষ্ঠতি তথা করণীয়া ॥ ১৪৬ ॥

(তত্রৈব ২য়াঙ্কে ১৬ শ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং)

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

রায় কহে সহজ কহ প্রেমের লক্ষণ।
রূপগোসাঞি কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥ ১৪৯ ॥

(তত্রৈব ৫মাঙ্কে ৪র্থ শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যং)

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রায় প্রেমের সহজ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে রূপ উত্তর করিলেন, প্রেম ধর্ম্মই সাহজিক ॥ ১৪৯ ॥

স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপ ক্রীড়া করে। স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া ব্যথা বিশেষ ধারণ করে;

অনুভাষ্য।

চরিতামৃত মধ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৪৮ ॥

১৫০। যত্র প্রেম্নি স্তোত্রং প্রশংসাবাক্যং তটস্থতাং নিরপেক্ষতাং প্রকটয়ৎ সৎ চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে নিন্দা অপি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী সতী প্রমদং আনন্দং প্রযচ্ছতি কমপি গুণাদিকং উপাধিমালম্ব্য জায়তে চেৎ দোষদর্শনেন ক্ষীণো ভবতি গুণদর্শনেন সমৃদ্ধো ভবতি পরন্তু অত্র

দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ১৫০ ॥

[শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা, তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ৪০ শ্লোকে]

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিম্বা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বীময়োন্মূলিতা ॥১৫১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিন্দা শুনিলে পরিহাস শ্রী ধারণপূর্ব্বক আনন্দ প্রদান করে, প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে প্রেমের ক্ষয় হয় না. কোন গুণ দেখিলে বৃদ্ধি হয় না ॥ ১৫০ ॥

আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করতঃ চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদ পূর্ব্বক স্বীয় ব্যথিতান্তঃকরণে শান্তিরূপ ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক হয়ত বিমুখ হইয়া পড়িবেন; অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন। আচ্ছা! আমি কি মূঢ়তাপূর্ব্বক ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথ লতাকে একেবারে উন্মূলিত করিলাম? ॥ ১৫১ ॥

অনুভাষ্য।

কেনাপি দোষেণ ক্ষয়িতং গুণেন ন গুরুতাং আতন্বতী বিস্তারয়তি নিরুপাধিস্তু দোষগুণৌ নাপেক্ষতে কস্যচিৎ স্বারসিকস্য সাহজিকস্য প্রেম্নঃ ইয়ং প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি হৃদয়ে খেলতি ॥ ১৫০ ॥

ইন্দুবদনা চন্দ্রমুখী রাধিকা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা প্রেমাঙ্কুরং নবায়মানং প্রেমাণং ভিন্দতী সতী বিধুরে দুঃখিতে বেদনাযুক্তে স্বান্তে নিজহৃদয়ে

(তত্রৈব ২ য়াঙ্কে ৪১ শ্লোকে শ্রীরাধিকা-বাক্যং)

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥১৫২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাহার আলিঙ্গন সুখার্থিনী হইয়া গুরুলোকদিগের সম্বন্ধে গুরু লজ্জা শিথিল করিয়াছিলাম, হে সখি, তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে বহু ক্লেশিত করিয়াছি, সাধ্বী স্ত্রীগণের অধ্যাসিত যে ধর্ম্ম, তাহাকেও বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই; দেখ, আমার ধৈর্য্যকে ধিক্, যেহেতু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি॥ ১৫২ ॥

অনুভাষ্য।

শাস্তিধুরাং ধৈর্য্যাতিশয়াং বিধায় পরাঙ্ক্ষিষ্যতি কিম্বা পামরকামকার্ম্মুক-পরিত্রস্তা দুর্দ্দান্তকন্দর্পশরাভীতা সতী অসূন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি হা মৌগ্ধ্যাৎ ময়া মুধা জাতাঙ্কুরত্বাং কোমলা ফলিনী ফলোন্মুখা মনোরথলতা উন্মূলিতা ॥ ১৫১ ॥

যস্য কৃষ্ণস্য উৎসঙ্গসুখাশয়া উৎকটসঙ্গানন্দবাসনয়া গুরুভ্যঃ গুর্ব্বী গুরুতরা ত্রপা লজ্জা শিথিলতা কৃতা তথা প্রাণেভ্যঃ অপি সুহৃত্তমাঃ প্রিয়বরাঃ যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ কৃতা সাধ্বীভিঃ অধ্যাসিতঃ সেবিতঃ মহান্ ধর্ম্মঃ অপি ন গণিতঃ তৎ কৃষ্ণেন উপেক্ষিতা অনাদৃতা অপি যৎ অহং পাপীয়সী জীবামি তৎ মম ধৈর্য্যং ধিক্ ॥ ১৫২ ॥

[তত্রৈব ২ য়াঙ্কে ৪৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং]

গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমিব হি ন জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাম্
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীম্॥ ১৫৩॥

[তত্রৈব ২ য়াঙ্কে ২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসমক্ষং শ্রীললিতা-বাক্যং]

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি নিজের সহজ বাল্যভাবে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম কাহাকে ভদ্র বলে, কাহাকে অভদ্র বলে কিছুমাত্র জানিতাম না; এরূপ আমাদিগকে সহায়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার পক্ষে যুক্ত হইয়াছে? আর এখন তোমার উদাসীন পদবী বিস্তার করা কি ন্যায্য? ॥ ১৫৩॥

ক্লেশকলঙ্কিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ প্রণয় হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হে

অনুভাষ্য।

নিজসহজবাল্যস্য বলনাৎ বলবত্বাৎ গৃহান্তঃখেলন্ত্যঃ বয়ং কিমপি অভদ্রং দুঃখং ভদ্রং সুখং বা মনাক্ ঈষদপি ন জানীমহি অশরণাং আশ্রয়রহিতাং কামপি দশাং নেতুং বয়ং কথং যুক্তাঃ ভবামঃ। উদাসীনপদবী প্রথয়িতুং প্রকটয়িতুং বা কথং তে তব ন্যায্যা ন্যায়োচিতা। তস্মাদস্মাকং যথাথমেব তব ব্যবসায় ইতি ভাবঃ॥ ১৫৩॥

অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥১৫

[তত্রৈব ৩য়াঙ্কে ৭ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং]

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বুদ্ধিমতি রাধিকে, এই গভীর কপটপূর্ণ আভীরপল্লীলম্পটে তো এতাধিক প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল ? ॥ ১৫৪ ॥

হে কৃষ্ণার্ণব, ধর্ম্মপতিরূপ তরুর নৈকট্য পথ দূরে রাখিয়া, ধর্ম্মে ভঙ্গপূর্ব্বক গুরুজনরূপ পর্ব্বত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করতঃ নবরস

অনুভাষ্য।

অত্র বয়ং অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাশ্চিহ্নি সত্যাং মৃত্যোরনন্তরং অপ্যয়ং ক্লেশঃ স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ। যাম্যাং পু কিল নিশ্চিতং যামঃ তথাপি অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং বঞ্চ সমূহস্য প্রণয়নং করণশীলং হাসং (তথাপীত্যকারুণ্যং ব্যজ্যতে) উজ্ঝতি ন পরিহরতি হা মেধাবিনি বুদ্ধিমতি রাধিকে গভীরকপ সম্পুটিতে ব্যাপ্তে অস্মিন্ আভীরপল্লীনাং ব্রজনাগরীণাং বিটে কামু তব গরীয়ান্ প্রেমা কথং অভূৎ অন্যাসাং প্রেমা ভবতু কামান্ধীকৃতধি মেধাবিন্যাস্তব তু ন যুজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৫৪ ॥

হে কৃষ্ণার্ণব কৃষ্ণসিন্ধো ধবতরোঃ পতিরূপবৃক্ষস্য অন্তিকং সমী দূরে পথি হিত্বা ত্যক্ত্বা ধর্ম্মসেতোঃ কুলধর্ম্মরূপসেতোঃ ভঙ্গোদগ্রা ঘৃষ্টাঃ সা ভঙ্গসমর্থা গুরুশিখরিণং গুরুজনরূপং শৈলং রং

লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখী ভাবমস্যাস্তনোষি ॥ ১৫৫ ॥

রায় কহে বৃন্দাবনে মুরলী নিঃস্বন।
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছে বর্ণন ॥ ১৫৬ ॥
কহ তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ গোসাঞি কহে করি নমস্কার ॥ ১৫৭ ॥

ন্দাবনং যথা বিদগ্ধমাধবে ১মাঙ্কে ১৫ শ্লো শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কা নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগূর্মি দ্বারা র প্রতি বিমুখী ভাব কিরূপে বিস্তার করিতেছ ॥ ১৫৫ ॥

আম্রমুকুল সমূহের মধুদ্বারা মধুরিত, সুগন্ধি নিস্যন্দিত এবং তদ্দ্বারা হু বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দ পরিপূর্ণ, মলয়চন্দন পর্ব্বতের পবনের মন্দ মন্দ

অনুভাষ্য।

গন লজ্জয়ন্তী সতী নবরসা রাধিকাবাহিনী রাধিকা রূপা নদী ত্বাং
দ্রং লেভে প্রাপ্তবতী ত্বঞ্চ বাগ্বীচিভিঃ বাক্যতরঙ্গৈঃ কিমিব
স্যাঃ বিমুখী ভাবং তনোষি বিস্তারয়সি ॥ ১৫৫ ॥

কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দা-বিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ১৫৮ ॥

[তত্রৈব ২মাঙ্কে ১৬ শ্লোকে শ্রীদামানং প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং]

বৃন্দাবনং দিব্যলতা পরীতং লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজ
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥

(তত্রৈব ১ মাঙ্কে ২৯ শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লী পরিমলঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চালন দ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দকে করিতেছে ॥ ১৫৮ ॥

দেখ, এই বৃন্দাবন দিব্যলতায় বেষ্টিত। লতাগুলির অগ্র পুষ্প শোভা পাইতেছে। পুষ্পগুলি মধুকর দ্বারা স্ফীত হইয় মধুকর গুলি শ্রুতিহারী গীতপরায়ণ ॥ ১৫৯ ॥

অনুভাষ্য।

বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং আরব্ধভৃঙ্গকুলং চন্দনগিরেঃ মলয়পর্ব্বতস্য মন্দোন্নি অনিলৈঃ মৃদুসঞ্চালিতৈঃ সমীরণৈঃ কৃতান্দোলং ইদং বৃন্দাবিপিন অতুলং আনন্দং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি ॥ ১৫৮ ॥

হে শ্রীদামন্, দিব্যলতাপরীতং দিব্যবিটপীবেষ্টিতং বৃন্দাবনং স্ফুরিতাগ্রভাজঃ পুষ্পৈঃ স্ফুরিতাগ্রং ভজন্তি যাস্তাঃ লতাঃ চ স্ফী

ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালী রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ১৬০ ॥

(মুরলী যথা তত্রৈব ২য়াঙ্কে ১ম শ্লোকে)

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সংকীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎ পরিসরৌ ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ১৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হে সখে, এই বৃন্দাবন আমাদের ইন্দ্রিয়বৃন্দকে আনন্দিত করিতেছে ; কোনস্থলে ইহা ভৃঙ্গীগীত পরিপূর্ণ, কোনস্থলে মলয়ানিলদ্বারা শীতলিত, কোনস্থলে বল্লীগণ নৃত্য করিতেছে, কোনস্থলে মল্লিকা ফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, কোনস্থলে বা দাড়িম্বফল সমূহ রসভরে রসনিঃসরণ করিতেছে ॥ ১৬০ ॥

তিন অঙ্গুলী পরিমিত ইন্দ্রনীলমণিখচিত উভয়পার্শ্বে অরুণমণি দ্বারা সেই পরিমাণে স্থল শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকোজ্জ্বলিত বিমল-স্বর্ণময়ী, এই কল্যাণী কৃষ্ণের কেলিমুরলী বিহার করিতেছেন ॥ ১৬১ ॥

অনুভাষ্য ।

হে মধুমঙ্গল, ইদং বৃন্দাবনং, হৃষীকাণাং চক্ষুকর্ণনাসাত্বগ্‌জিহ্বাদীনাং বৃন্দং সমূহঃ প্রমদয়তি আহ্লাদয়তি কর্ণপ্রমদায় ক্বচিৎ ভৃঙ্গীগীতং ত্বগিন্দ্রিয়সুখায় ক্বচিদনিলভঙ্গী শিশিরতা নেত্রানন্দায় ক্বচিৎ বল্লীলাস্যং লতানৃত্যং নাসা-প্রমদায় ক্বচিৎ অমলমল্লী পরিমলঃ জিহ্বা-সুখায় ক্বচিৎ

তত্রৈব ৫মাঙ্কে ১৯ শ্লোকে বিশাখা সমক্ষং শ্রীরাধিকাবাক্যং)

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে মুরলি, সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তম হস্তস্থিত, জাতিতে সরলা হইয়াও তুমি কেন গোপাঙ্গনাগণ বিমোহনকারিণী বিশেষ গুরুতর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ। ১৬২ ॥

অনুভাষ্য।

উভয়তঃ বংশ্যাঃ শিরসি পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিতং ব্যাপ্য অসিত-রত্নৈঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা ব্যাপ্তা খচিতা তৎপরিসরৌ মুখপুচ্ছোভয়-প্রদেশে অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য দ্বৌ পরিসরৌ অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ খচিতৌ তৌ বহন্তী তয়োঃ পরিসরয়োঃ মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী হীরৈঃ উজ্জ্বলং দীপ্তং যৎ বিমলং বিশুদ্ধং জাম্বূনদং সুবর্ণং তন্ময়ী ইয়ং কল্যাণী কল্যাণময়ী কেলিমুরলী ক্রীড়াবংশী হরেঃ কৃষ্ণস্য করে পাণৌ বিহরতি ॥ ১৬১ ॥

হে মুরলিকে সদ্বংশতঃ উত্তমবংশদণ্ডতঃ সৎকুলাৎ বা তব জনিঃ জন্ম অভূৎ পুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণস্য পাণৌ হস্তে তব স্থিতিঃ বাসঃ, জাত্যা সরলা অবক্রা ঋজ্বী অসি বত কস্মাৎ গুরোঃ প্রসাদাৎ ত্বয়া বিষমা অসরলা গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহনমন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা প্রাপ্তা গোপীজনচিত্তহরণক্ষম-

(তত্রৈব ৪ র্থাঙ্কে ৮ শ্লোকে পদ্মাং প্রতি চন্দ্রাবলীবাক্যং)

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥ ১৬৩॥

[তত্রৈব ১ মাঙ্কে ১৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মধুমঙ্গলবাক্যং]

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মারয়ন্ বেধসম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখি মুরলি, তুমি ছিদ্র সমূহে পূর্ণ, লঘু, অতি কঠিন ও নীরস, জটীল হইয়াও কোন্ পুণ্যোদয়ে কৃষ্ণ-করালিঙ্গন ও কৃষ্ণ-বদনচুম্বনানন্দ-ঘনত্ব ভজনা করিতেছ?॥ ১৬৩॥

মেঘের গতিরোধপূর্ব্বক, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চমৎকার করতঃ সনন্দাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক, বলিরাজকে

অনুভাষ্য।

হে সখি মুরলি ত্বং বিশালচ্ছিদ্রজালেন দোষসমূহেন পূর্ণা ব্যাপ্তা লঘুঃ গৌরবহীনা অতিকঠিনা নিষ্ঠুরস্বভাবা গ্রন্থিলা নীবিগ্রন্থিমোচিকা নীরসা শুষ্কা চ অসি তদপি কেন পুণ্যোদয়েন প্রাক্তনসুকৃতিনা হরিকর-পরিরম্ভং আলিঙ্গনং চুম্বনানন্দসান্দ্রং চুম্বনোত্থসুখঘনং শশ্বৎ নিরন্তরং ভজসি প্রাপ্নোসি॥ ১৬৩॥

বংশীধ্বনিঃ কৃষ্ণমুরলীনিনাদঃ অম্বুভৃতঃ মেঘগণান্ রুন্ধন তুম্বুরুং গন্ধর্ব্ব-

ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৪ ॥

তত্রৈব ১মাঙ্কে ১৩ শ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং]

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিস্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণি-মনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥ ১৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঔৎসুক্য সমূহের দ্বারা চটুল করতঃ, পৃথ্বীধারী সর্পরাজকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক, অণ্ডকটাহভিত্তি ভেদপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল ॥ ১৬৪ ॥

এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অতি সুন্দরপদ্মের প্রভা হরণ করিয়াছেন, ইঁহার নবকুঙ্কুমদ্যুতি বিড়ম্বক পীতাম্বর শোভা পাইতেছে, বন্যবেশে দিব্য বেশাদির আদর দূর করিয়াছেন। এবম্ভূত ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষা মনোহর দ্যুতিসম্পন্ন উজ্জ্বল শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

বেধসং ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়ন্ ঔৎসুক্যাবলিভিঃ আনন্দপুঞ্জৈঃ বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রং বাসুকিং আঘূর্ণয়ন্ অণ্ডকটাহভিত্তিং ব্রহ্মাণ্ডাবরণং অভিতঃ ভিন্দন্ বভ্রাম ॥ ১৬৪ ॥

অয়ং হরিঃ নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ নয়নশোভয়া দণ্ডিতা দমিতা প্রবরস্য পুণ্ডরীকস্য প্রফুল্লকমলানাং প্রভা শোভা যেন সঃ নব-

ললিতমাধবে ৪ র্থাঙ্কে ১৫ শ্লোকে ললিতা শ্রীরাধামাহ]

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রৎভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥ ১৬৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাম জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ পদ যাঁহার ন্যস্ত যাঁহার অঙ্গটী কিঞ্চিৎত্রি-ভঙ্গময়, যাঁহার বিস্তীর্ণ কন্ধর স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্র দৃষ্টি বাঁকা, চঞ্চল অঙ্গুলীর সহিত ঈষদুন্মীলিত, অধরে বংশী এবং মুখচন্দ্রে ভ্রূভ্রমর পরিদৃশ্য, হে বরাঙ্গি, হে সখি, তুমি তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে স্বীকার কর ॥ ১৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

বিড়ম্বয়িতুং শীলং যস্য তথা ভূতে পীতবর্ণে অম্বরে যস্য সঃ অরণ্যজ-পরিক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরঃ অরণ্যজাভিঃ বন্যাভিঃ পরিক্রিয়াভিঃ অলঙ্কারৈঃ দমিতঃ বিজিতঃ দিব্যবেশানামাদরঃ যেন সঃ হরিণ্মণিমনোহর-দ্যুতিভিঃ মরকতমণিবৎ মনোহরা যা দ্যুতয়ঃ তাভিঃ উজ্জ্বলাঙ্গঃ উজ্জ্বলং অঙ্গং যস্য সঃ প্রভাতি শোভতে ॥ ১৬৫ ॥

হে সখি হে বরাঙ্গি পুরঃ অগ্রে জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং বামজঙ্ঘাধ-স্তটে নিম্নদেশে সঙ্গি মিলিতং দক্ষিণপদং দক্ষিণচরণপ্রান্তং যস্য তং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং কিঞ্চিৎ ঈষৎ বিভুগ্নং ত্রিকং মধ্যভাগো যস্য তং

[তত্রৈব ১ মাঙ্কে ৪৪ শ্লোকে শ্রীরাধা ললিতামাহ]

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি॥ ১৬৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কুলশ্রেষ্ঠদিগের তনুধর্ম্মরূপ পাষাণবন্দকে ভেদ করতঃ, হে সুমুখি, কোন্ বিশ্বকর্ম্মা তীক্ষ্ণদীর্ঘ অপাঙ্গটঙ্কচ্ছটরূপে অস্ত্রদ্বারা অয়স্কান্তমণি ও মরকতমণি দ্বারা গোষ্ঠ প্রকোষ্ঠকে আমাদের সম্মুখে যুগপৎ রচনা করিতেছেন॥ ১৬৭॥

অনুভাষ্য।

নেত্রাঞ্চলং নেত্রভাগো যস্য তং কুট্মলিতে সঙ্কুচিতে অধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং লোলাভিঃ পরিচালিতাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ সঙ্গতাং মিলিতাং বংশীং দধানং বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং বিভ্রতী ভ্রূভ্রমরৌ যস্য তং পরমানন্দং শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকুরু॥ ১৬৬॥

হে সুমুখি পুরঃ অগ্রে অয়ং অপূর্ব্বঃ অদৃষ্টাশ্রুতঃ বিশ্বকর্ম্মা কঃ যঃ যুগপৎ নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ নিশিতঃ শাণিতঃ দীর্ঘাপাঙ্গ এব টঙ্কঃ শিলাবিদারণাস্ত্রবিশেষঃ তস্য চ্ছটাভিঃ সূক্ষ্মাগ্রভাগৈঃ কুলবরতনু-ধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি কুলবরতনূনাং কুলবধূনাং ধর্ম্মা এব গ্রাববৃন্দানি পাষাণ-সমূহান্ ভিন্দন্ মরকতমণিলক্ষৈঃ মরকতমণীনাং হরিন্মণীনাং লক্ষসংখ্যাভিঃ

[তত্রৈব ১মাঙ্কে ৪১ শ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতা-বাক্যং]

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণ-কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৮ ॥

[বিদগ্ধমাধবে ১ মাঙ্কে ২০ শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যং]

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লংঘয়তি চ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহা ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশী দেহদ্যুতিবিশিষ্ট ব্রজরাজকুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্য যুবা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছেন। হে সখি, ধৈর্য্যশীল কুলাঙ্গনা সমূহের নীবিবন্ধের ছেদকারী কৌতুকবিশিষ্ট ইহাঁর বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হউক ॥ ১৬৮ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখি যস্য স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গলচ্ছিদাকরণ-কৌতুকী স্থিরকুলাঙ্গনানাং সাধ্বীস্ত্রীণাং নিকরস্য নীবিবন্ধঃ এব অর্গলঃ কপাটবিস্কম্ভকঃ তস্য ছিদাকরণে বন্ধনচ্ছেদনে কৌতুকং যস্যাঃ সা বংশীধ্বনিঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে সঃ মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতিঃ মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীনাং মদং গর্ব্বং বিড়ম্বয়িতুং শীলং অস্যাস্তথাভূতা দেহস্য দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য সঃ কঃ অপি নব্যঃ যুবা ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ নন্দকুলশশধরঃ স্ফুরতি ॥ ১৬৮ ॥

দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ১৬৯॥

[তত্রৈব ৫ মাঙ্কে ১৪ শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননং ॥১৭০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার নয়নশোভা নবীননীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বূনদকে কষ্টদশায় নীত করে, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস লাভ করিতেছে ॥ ১৬৯॥

চন্দ্রশোভা সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও রাত্রিতে মুদিত হয়, হে সখে, আমার প্রিয় রাধিকার বদন সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল, সুতরাং কাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে? ॥ ১৭০ ॥

অনুভাষ্য।

অস্যাঃ অক্ষ্ণোঃ নয়নয়োঃ লক্ষ্মীঃ শোভা নব্যং নবপ্রস্ফুটিতং কুবলয়ং উৎপলং বলাৎ কবলয়তি গ্রসতে মুখোল্লাসঃ মুখশোভা ফুল্লং বিকসিতং কমলবনং উল্লঙ্ঘয়তি দূরীকরোতি আঙ্গিকরুচিঃ দেহকান্তিঃ অষ্টাপদং সুবর্ণং অপি কষ্টাং ক্লেশসমন্বিতাং দশাং নয়তি অতএব রাধায়াঃ রূপং কিল কিমপি বিচিত্রং বিলসতি ॥ ১৬৯॥

বিধুঃ চন্দ্রঃ দিবা দিবসে শতপত্রং পদ্মং শর্ব্বরীমুখে বিরূপতাং কান্তি-রাহিত্যং এতি প্রাপ্নোতি বত ইতি সদা শ্রিয়া শোভয়া উজ্জ্বলং মৎ-প্রিয়াননং শ্রীরাধিকামুখং কেন উপমানেন তুলনাং অর্হতি ॥ ১৭০ ॥

[তত্রৈব ২ য়াঙ্কে ৪৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষঃ॥ ১৭১ ॥

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার॥ ১৭২ ॥
রূপ কহে কাহাঁ তুমি সূর্য্যোপম ভাস।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার হাস্য হইতে গণ্ডস্থল প্রমদরসতরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চল ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিভঙ্গীধারণপূর্ব্বক, কামধনুর ন্যায় ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্রপক্ষ্মবিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছিল॥ ১৭১ ॥

অনুভাষ্য।

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ প্রমদরসতরঙ্গেণ আনন্দরসপ্রবাহেণ স্মেরগণ্ডস্থলং স্মেরং মন্দহাসান্বিতং গণ্ডস্থলং যস্যাঃ তস্যাঃ স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ কামদেবকার্ম্মুকসদৃশা যা ভ্রূলতা তস্যাঃ লাস্যং নর্ত্তনং ভজতীতি পক্ষ্মলক্ষ্ম্যাঃ পক্ষ্মলে প্রশস্তপক্ষ্মান্বিতে অক্ষিণী যস্যাস্তস্যাঃ রাধায়াঃ মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং মদেন যঃ কলঃ তেন চলা চপলা যা ভৃঙ্গী তস্যাঃ ভ্রান্তি ভঙ্গীং দধানঃ রাধায়াঃ কটাক্ষঃ ইদং মম হৃদয়ং অদাঙ্ক্ষীৎ দষ্টবান্॥ ১৭১ ॥

মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত প্রকাশ ॥ ১৭৩ ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখব্যাদান।
এতবলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ॥ ১৭৪ ॥

[ললিতমাধবে ১ মাঙ্কে ১ম শ্লোকে]

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোর নন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥ ১৭৫ ॥

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সুররিপুপত্নীদিগের স্তনচক্রবাক্ ও মুখকমল সমূহ খেদিত করিয়া যে অখণ্ডচন্দ্র অখিল সুহৃদ্রূপ চকোরদিগের চিরদিন আনন্দবিধান করেন; সেই মুকুন্দের যশশ্চন্দ্র তোমাদিগের আনন্দবিধান করুন্ ॥ ১৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

সুররিপুসুদৃশাং অসুরাঙ্গনানাং উরোজকোকান্ উরোজা এব কোকা চক্রবাকাঃ তান্ স্তনরূপচক্রবাকান্ মুখকমলানি মুখান্যেব কমলানি চ খেদয়ন্ অখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী অখিলাঃ সুহৃদঃ এব চকোরাঃ তান্ নন্দয়িতুং শীলং যস্য সঃ অখণ্ডঃ পরিপূর্ণঃ মুকুন্দযশঃশশী মুকুন্দস্য যশঃ এব শশী চন্দ্রো বঃ যুষ্মভ্যং মুদং চিরং দিশতু ॥ ১৭৫ ॥

তত্রৈব ১মাঙ্কে ২য় শ্লোকে সূত্রধারঃ স্বেষ্টদেবং প্রণমতি—

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥ ১৭৭॥

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস॥ ১৭৮॥
কাহাঁ তোমার কৃষ্ণরস বাক্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি ক্ষারবিন্দু॥ ১৭৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি ক্ষিতিতলে উদয় হইয়া নিজ প্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, দ্বিজকুলের অধিরাজ স্থিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই তমসমূহদূরকারী আমার শচীনন্দনাখ্য চন্দ্র জগন্মানস বশ করিতেছেন, তিনি তোমাদের মঙ্গলবিধান করুন্॥ ১৭৭॥

অনুভাষ্য

যঃ ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং উদয়ং প্রাকট্যং আপ্নুবন্ সন্ নিজপ্রণয়িতা-সুধাং স্বপ্রেমামৃতং অলং অতিশয়েন কিরতি বিস্তারয়তি উরীকৃতদ্বিজ-কুলাধিরাজস্থিতিঃ উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলস্য অধিরাজস্থিতিঃ সাম্রাজ্যমর্য্যাদা যেন সঃ লুঞ্চিততমস্ততিঃ লুঞ্চিতা তাড়িতা তমস্ততিঃ অজ্ঞানকৈতবপুঞ্জো যেন সঃ বশীকৃতজগন্মনাঃ বশীকৃতানি জগতাং মনাংসি যেন সঃ শচীসুতাখ্যঃ শচীনন্দননামা শশী চন্দ্রঃ মম কিমপি শর্ম্ম সুখং বিন্যস্যতু মনসি বিদধাতু॥ ১৭৭॥

রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥ ১৮০ ॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥ ১৮১ ॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্ট দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥ ১৮২ ॥
রায় কহে কোন অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ।
তবে রূপ গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥ ১৮৩ ॥

[ললিতমাধবে ১ মাঙ্ক ১১ শ্লোকে নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যং]

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কলানিধি কৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজকে রঙ্গস্থলে নাশ করায় সেই গুণবতি সময়ে তারার পাণিগ্রহণ কার্য্য তাঁহার বিধেয় ॥১৮৪॥

অনুভাষ্য।

রঙ্গস্থলে অভিনয়-ক্ষেত্রে নটতা অভিনয়ং কুর্ব্বতা তেন কলানিধিনা তন্নাম্না নটেন কিরাতরাজং কিরাতদেশাধিপং নিহত্য গুণবতি অনুকূল-নক্ষত্রাধিষ্ঠিতে সময়ে তারাকরগ্রহণং তন্নাম্ন্যাঃ কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণং বিধেয়ম্। পক্ষান্তরে রঙ্গস্থলে রঙ্গক্ষেত্রে তেন চতুঃষষ্টিকলানিধিনা শ্রীকৃষ্ণেন কিরাতরাজং কংসং নিহত্য হত্বা গুণবতি পূর্ণমনোরথনাম্নি সময়ে তারাকরগ্রহণং শ্রীরাধিকায়াঃ পাণিগ্রহণং বিধেয়ং করিষ্যতে ॥১৮৪॥

উদ্ঘাত্যক নাম এই মুখ বিধি অঙ্গ ॥ ১৮৫ ক ॥

[তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৩২ শ্লোকঃ]

পদানিত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।

যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে॥ ১৮৬ ॥

তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥ ১৮৫খ ॥

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অস্ফুটার্থ পদ সকলের অর্থ বুঝিবার জন্য মনুষ্যগণ অন্য পদের যে যোজনা করেন, তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলে ॥ ১৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

মুখবিধি—প্রস্তাবনা। পাঠান্তরে মুখবীথী। সাহিত্য দর্পণে লিখিত আছে বীথীতে একটী মাত্র অঙ্ক আছে। এই অঙ্কে কোন একটী নায়ক কল্পনাপূর্ব্বক আকাশবাণীদ্বারা বিচিত্র উক্তিপ্রত্যুক্তি আশ্রয় করিয়া প্রচুর শৃঙ্গাররসের এবং অন্যান্য রস সমূহের সূচনা করে এবং মুখবন্ধ ও সন্ধিতে নানাপ্রকার অর্থ প্রকৃতি সমূহে পূর্ণ। বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে। আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ। সূচয়েদ্ ভূরিশৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি। মুখনির্ব্বহণে সন্ধৌ অর্থপ্রকৃতয়োঽখিলাঃ ॥ ১৮৫ ক ॥

নরাঃ আলঙ্কারিকাঃ তু তদর্থগতয়ে তার্থাববোধহেতোঃ অগতার্থানি অগতঃ অপ্রসিদ্ধতয়া অপ্রতীতঃ অর্থঃ যেভ্যঃ তানি অপ্রাপ্তার্থানি পদানি অন্যৈঃ পদৈঃ যোজয়ন্তি সঃ উদ্ঘাত্যকঃ উচ্যতে ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ ॥ ১৮৭ ॥

(ললিতমাধবে ১মাঙ্কে ১৮ শ্লোকে পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গীবাক্যং)

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ১৮৮ ॥

(তত্রৈব ১মাঙ্কে ১৭ শ্লোকে গার্গীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং)

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥১৮৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লজ্জা দূর করিয়া গৃহ হইতে রাধাকে বনে আকর্ষণ করেন যে নিপুণা তাৎপর্য্যশালিনী শ্রেষ্ঠ বংশজ কাকলীরূপ দূতী, তিনি জয় যুক্ত হউন্ ॥ ১৮৮ ॥

গোক্ষুর রজমিশ্রতম সম্মুখে হরিকে সূচনাপূর্ব্বক গোপীদিগের সহিত মিলিত করায় সুতরাং গোপবধূদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতিরও অগোচর হইয়াছে ॥ ১৮৯ ॥

অনুভাষ্য।

যা নিপুণা দক্ষা বরবংশজকাকলী মুখ্যবংশীনিনাদঃ দূতী হ্রিয়ং লজ্জাং অবগৃহ্য বিহত্য গৃহেভ্যঃ বনায় বনং গন্তুং রাধাং কর্ষতি নিসৃষ্টার্থা বিজ্ঞস্তকর্ম্মভারা সা ধ্বনিঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ১৮৮ ॥

রজোভরঃ গোক্ষুরোত্থধূলিপুঞ্জঃ হরিং উদ্দিশতে তমঃ অন্ধকারঃ পুরতঃ অমুং কৃষ্ণং সঙ্গময়তি ব্রজবামদৃশাং ব্রজাঙ্গনানাং সর্ব্বদৃশঃ সর্ব্বজ্ঞায়াঃ শ্রুতেঃ অপি চ পদ্ধতিঃ প্রকটা ন গোচরঃ স্যাৎ ॥ ১৮৯ ॥

(তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৯ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখীমাহ)

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ১৯০ ॥

(তত্রৈব ২য়াঙ্কে ৮ম শ্লোকে শ্রীরাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবচনং)

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা
বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সহচরি, নবঘনদ্যুতি মদমত্তহস্তীর ন্যায় লীলাকারী আশঙ্কা-শূন্য এই যুবা কে? ও ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আহা! ইনি চঞ্চলগতি দ্বারা এবং চৌরের ন্যায় দৃষ্টি দ্বারা আমার চিত্তের ধৃতিধন চিত্তকোষ হইতে লুটিয়া লইতেছেন ॥ ১৯০ ॥

অনুভাষ্য।

হে সহচরি, যঃ যুবা ইহ বৃন্দাবিপিনে চটুলৈঃ চপলৈঃ উপসর্পদ্ভিঃ সর্ব্বদিক্‌ভ্রমদ্ভিঃ দৃগঞ্চলতস্করৈঃ নয়নকটাক্ষচৌরৈঃ অহহ মম চেতঃকোষাৎ হৃদ্‌ভাণ্ডারতঃ ধৃতিধনং ধৈর্য্যরূপধনং বিলুণ্ঠয়তি সঃ মাদ্যন্ মতঙ্গজবিভ্রমঃ মত্তগজবিলাসঃ নিরাতঙ্কঃ নিঃশঙ্কঃ মুদিরদ্যুতিঃ মুদিরস্য মেঘস্য দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য সঃ নবমেঘরুচিঃ অয়ং যুবা কঃ কুতঃ ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ সমায়াতঃ ॥ ১৯০ ॥

উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥ ১৯১ ॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে ॥ ১৯২ ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৯৩ ॥
প্রেম পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥ ১৯৪ ॥

(প্রাচীনকৃতঃ শ্লোকঃ)

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে রাধিকা আমার মনকরীন্দ্রের বিহারগঙ্গাস্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভা এবং আমার বক্ষরূপ আকাশের আভরণস্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, সেই রাধিকাকে উন্নত মনোরথের সহিত অদ্য আমি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৯১ ॥

অনুভাষ্য।

যা রাধা মম মনঃ করীন্দ্রস্য হৃদয়মাতঙ্গস্য বিহারস্বরদীর্ঘিকা স্বর্গঙ্গা যা বিলোচনচকোরয়োঃ বিলোচনে নয়নে এব চকোরৌ তয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা শরদি অমন্দঃ পূর্ণঃ যশ্চন্দ্রস্তস্য প্রভা যা উরোঽম্বরতটস্য আভরণচারুতারাবলী আভরণেষু অলঙ্কারেষু চারুতারাবলী নক্ষত্রমণ্ডলী, চ ময়া উন্নতমনোরথৈঃ সাম্প্রতং ইয়ং সা রাধিকা অলম্ভি প্রাপ্তবতী ॥ ১৯১ ॥

পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ১৯৫ ॥

তোমা শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী ।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥ ১৯৬ ॥
প্রভু কহে আমা সনে হইল মিলন ।
ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৯৭ ॥
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার ।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ ১৯৮ ॥
সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর ।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর ॥ ১৯৯ ॥
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন ।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥ ২০০ ॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তার রীতি ।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যে তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ২০১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

অপরের হৃদয় লগ্ন হইয়া যদি তাহার মাথা চঞ্চল না করিতে পারে তবে কবির কাব্যে এবং ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য ।

তস্য কবেঃ কাব্যেন রসাত্মকবাক্যেন কিং ধনুষ্মতঃ কাণ্ডেন বাণেন কিং প্রয়োজনং যৎ কাব্যং কাণ্ডঞ্চ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং সৎ তস্য শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি ॥ ১৯৫ ॥

এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥ ২০২ ॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পা'র নাচাইতে ॥ ২০৩ ॥
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে ॥ ২০৪ ॥
ভক্ত কৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজ রস।
যারে করাও সেই করিবে জগত তোমার বশ ॥২০
তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাহারে করাইল সবার চরণ বন্দন ॥ ২০৬ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন ॥ ২০৭ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিলেন, তুমি সমস্ত বিষয় পরিত্যা করিয়া যেরূপভাবে ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা করিতেছ, সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণেতর বিষয় সমূহ ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ তাদৃশ তৃণাদপি সুনীচ ভাব বিশি হইয়া, তোমার ন্যায় কৃষ্ণেতর ভোগ বিবর্জ্জিত হইয়া, কৃষ্ণেতর বিষ বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া, কৃষ্ণ সেবারূপ বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরা বিদ্যা পারঙ্গত। দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের আদর্শবিগ্রহ সনাতন তোমা সদৃশ ॥ ২০১ ॥

প্রভু কৃপা রূপে আর রূপের সদ্গুণ।
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥ ২০৮॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস ঠাকুর রূপে, আলিঙ্গন কৈলা ॥ ২০৯॥
হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলে ইহা কে জানে মহিমা ॥ ২১০ ॥
শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।
যেহ মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী ॥ ২১১ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তিলহর্য্যাং ২য় শ্লোকে]

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২১২ ॥

এই মত দুই জন কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে ॥ ২১৩ ॥
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞি বিদায় দিল গৌড়েতে গমন ॥ ২১৪ ॥
শ্রীরূপ প্রভু পদে নীলাদ্রি রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভু সঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ ২১৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ ১৩৪ সংখ্যা ॥ ২১২ ॥

দোলযাত্রা রহি প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেকপ্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ২১৬ ॥
বৃন্দাবনে যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইঁহা পাঠাইও সনাতনে ॥ ২১৭ ॥
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত তীর্থ সব তার করিহ প্রচারণ ॥ ২১৮ ॥
কৃষ্ণ-সেবারসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাহা যাব একবার ॥ ২১৯ ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
রূপ গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ২২০ ॥
প্রভুর ভক্তগণ পাশে বিদায় করিলা।
পুনরপি গৌড় পথে বৃন্দাবন আইলা ॥ ২২১ ॥
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥ ২২২ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৩ ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরূপসঙ্গোৎসবো নাম প্রথমপরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে যে স্থলে হইয়াছিল তাহার বিবরণে নকুলব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা ও অন্যান্য ভক্তদিগের কথা লিখিয়াছেন। ভগবানাচার্য্যের নিষ্ঠা এবং স্বরূপ দামোদর, ভগবানের ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য্যের মুখে মায়াবাদভাষ্য শুনিতে নিষেধ করেন। তদনন্তর ছোট হরিদাসের ভগবানাচার্য্যের আজ্ঞামতে মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করায় তাঁহাকে বৈরাগীর প্রকৃতি সম্ভাষণ দোষে প্রভু দ্বারবর্জ্জন করিলেন। বৈষ্ণব দিগের অনুরোধেও তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। হরিদাস একবৎসর

অনুভাষ্য।

শ্রীগুরোঃ মন্ত্রদীক্ষাগুরোঃ ভজনশিক্ষাগুরোর্ব্বা শ্রীযুতপদকমলং শ্রীমচ্চরণসরোজং, শ্রীগুরূন্ পরমপরাৎপরপ্রভৃতিগুরুগণান্ শ্রীমদানন্দতীর্থ-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রমুখগুরুবর্গান্ বৈষ্ণবান্ চতুর্য্যুগোদ্ভূতান্ ভাগবতান্ চ সাগ্রজাতং অগ্রজেন শ্রীমতা গোস্বামিনা সনাতনেন সহ বর্ত্তমানং সহগণরঘুনাথান্বিতং স্বভক্তৈঃ সহ রূপানুগেন রঘুনাথেন দাস-গোস্বামিনা চ সহ সহিতং সজীবং নিজানুকম্পিতেন রূপানুগেন জীবগোস্বামিনা

সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
সর্ব্ব লোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার।
নিস্তারের হেতু তার ত্রিবিধ প্রকার ॥ ৩ ॥
সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্য ভক্তজীবে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরে প্রয়াগ ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া অপ্রাকৃত দেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে স্বরূপাদি সকলে অবগত হইলেন।

আমি শ্রীগুরুর পদকমল বন্দনা করি। গুরুসকল, বৈষ্ণব সকল, রূপগোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও জীব, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরিজনসহিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতা-বিশাখ্যাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

সহ-বিদ্যমানং তং শ্রীরূপং সাদ্বৈতং অদ্বৈতপ্রভুসহিতং সাবধূতং নিত্যানন্দ-প্রভুসমন্বিতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং মহাপ্রভুং সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতান্ গণেন সখিমঞ্জরীভিঃ সহ বর্ত্তমানাভ্যাং ললিতা-বিশাখাভ্যাং অন্বিতান্ যুক্তান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ চ অহং বন্দে ॥ ১ ॥

আবেশ করয়ে কাহাঁ হয়ে আবির্ভাবে ॥ ৪ ॥
সাক্ষাৎ দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারী দেহে আবির্ভাব হৈলা ॥ ৫ ॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ আগে কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব ॥ ৬ ॥
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগত তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল ॥ ৭ ॥
গৌড় দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ৮ ॥
আর নানা দেশের লোক দেখি জগন্নাথ।
চৈতন্য চরণ দেখি হইল কৃতার্থ ॥ ৯ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জীবকে সাক্ষাদ্দর্শন দিয়া, কোন যোগ্যভক্তজীবে আবিষ্ট হইয়া এবং কোন ভক্তজীবে আবির্ভাব হইয়া ॥ ৩।৪ ॥

অনুভাষ্য।

সপ্তদ্বীপ। সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায় গোলপ্রশংসা। ভূমেরর্দ্ধং ক্ষারসিন্ধোরুদকৃস্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ। অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপ-ষট্কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ। শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ ১। জম্বুদ্বীপ ২। শাকদ্বীপ ৩।

দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মনুষ্য বেশে আসি ॥ ১০ ॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১১ ॥
এই মত দর্শনে ত্রিজগত নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১২ ॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্যভক্ত জীবদেহে করেন আবেশে ॥ ১৩ ॥
সেই জীবে নিজ ভক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে ॥ ১৪ ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশের দিক্ দরশন ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য।

শাল্মলদ্বীপ ৪। কৌশলদ্বীপ ৫। ক্রৌঞ্চদ্বীপ ৬। গোমেদদ্বীপ ৭। পুষ্করদ্বীপ।

নববখণ্ড। গোলাধ্যায়। ঐন্দ্রং কশেরুসুকলং কিলতাম্রপর্ণমন্যদ্ গভস্তিমদতশ্চ কুমারিকাখ্যং। নাগঞ্চ সৌম্যমিহ বারুণমন্ত্যখণ্ডং গান্ধর্ব্ব সংজ্ঞমিতি ভারতবর্ষমধ্যে। ১। ঐন্দ্র ২। কশেরু ৩। তাম্রপর্ণ ৪। গভস্তিমৎ ৫। কুমারিকা ৬। নাগ ৭। সৌম্য ৮। বারুণ ৯। গান্ধর্ব্ব ॥ ১০ ॥

আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিহঁ বড় অধিকারী ॥ ১৬ ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল ॥ ১৭ ॥
গ্রহগ্রস্ত প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাঁসে কান্দে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া ॥ ১৮ ॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সাত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য সঘন হুঙ্কার ॥ ১৯ ॥
তৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥ ২০ ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
তাহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ২১ ॥
চৈতন্য আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ ২২ ॥
পরীক্ষা করিতে তার যবে ইচ্ছা হৈল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আম্বুয়া মুলুক,—সে সময় মুলুকবিভাগ করিয়া এক একস্থানে যবন রাজদিগের তহশিল কাছারি ছিল। অম্বিকা নামক স্থানে একটী মুলুক ছিল। সেই অধিকারে যে স্থানটী এখন প্যারিগঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সেই স্থলে নকুলব্রহ্মচারী থাকিতেন ॥ ১৬ ॥

বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥ ২৩ ॥
আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি
আমার ইস্ট মন্ত্র জানি কহেন আপনি ॥ ২৪ ॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্য আবেশে।
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥ ২৫ ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাহারে ॥ ২৭ ॥
চারি দিকে ধায় লোকে শিবানন্দ বলি।
শিবানন্দ কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥ ২৮ ॥
শুনি শিবানন্দ সেন শীঘ্র আইল।
নমস্কার করি তার নিকটে বসিল ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মচারী বোলে তুমি করিলে সংশয়।
এক মন হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥
গৌরগোপালমন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গৌরগোপালমন্ত্র, গৌরবাদীগণ গৌরাঙ্গনামে চতুরক্ষরী গৌরমন্ত্রকে

তবে শিবানন্দ মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি কৈল ॥ ৩২ ॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
তবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব ॥ ৩৩ ॥
শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে ॥ ৩৪ ॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৫ ॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৬ ॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তিহঁ বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
এক বৎসর তিহঁ প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥ ৩৮ ॥
মহাপ্রভু দেখি তারে বড় কৃপা কৈলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

উদ্দেশ করেন। কেবল-কৃষ্ণবাদীগণ রাধাকৃষ্ণ চতুরক্ষর মন্ত্র এই গৌরগোপালমন্ত্র শব্দে উদ্দেশ করেন ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য।

একেশ্বর—একক ভৃত্য রহিত ॥ ৩৮ ॥

মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩৯ ॥
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিল ইহাঁকে আসিতে ॥ ৪০ ॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে ॥ ৪১ ॥
শিবানন্দে কহিয় আমি এই পৌষ মাসে।
আচম্বিতে অবশ্য আমি যাইব তার পাশে ॥ ৪২ ॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা তিঁহ ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিয় এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥ ৪৩ ॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল ॥ ৪৪ ॥
চলিতে ছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হঞা।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ ৪৫ ॥
পৌষ মাসে আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥ ৪৬ ॥
এই মত মাস গেল গোসাঁই না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দুহেঁ তারে মিলি তবে স্থানে বসাইলা ॥ ৪৮ ॥
দুহেঁ দুঃখী ভাবে দেখি কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দুহাঁকারে কেন দেখি নিরানন্দ ॥ ৪৯ ॥
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা ॥৫০॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥ ৫১ ॥
তাহার প্রভাব প্রেম জানে দুইজনে।
আনিব প্রভুরে এবে নিশ্চয় কৈলু মনে ॥ ৫২ ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তার কৈল গৌরধাম ॥ ৫৩ ॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পাণিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৪ ॥
কালি মধ্যাহ্নে তিহঁ আসিবেন তোমার ঘরে।
পাক সামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে ॥ ৫৫ ॥
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৬ ॥
যে চাহিয়ে তাঁহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর ॥ ৫৭ ॥

পাক সামগ্রী আন আমি যাহা চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই ॥ ৫৮ ॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা সূপ ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর উপহার ॥ ৫৯ ॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল ॥ ৬০ ॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাড়িল।
তিন জনে সমর্পিয়ে বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ ৬১ ॥
দেখি শীঘ্র আসি বসিলা চৈতন্য গোঁসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি ॥ ৬২ ॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
হাহা কিবা কর বলি করয়ে ফুৎকার ॥ ৬৩ ॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপভোগ ॥ ৬৪ ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে জিয়ে কৈছে দাস ॥ ৬৫ ॥
ভোজন দেখিয়া তার হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহ লক্ষে বাহিরে কিছু কহে দুঃখাভাস ॥ ৬৬ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই ॥ ৬৭ ॥

ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৮ ॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পারিপাটী ॥ ৬৯ ॥
শিবানন্দ কহে কেন করহ ফুৎকার।
ব্রহ্মচারী কহে তবে প্রভুর ব্যবহার ॥ ৭০ ॥
তিন জনার ভোগ তিহঁ একলা খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল ॥ ৭১ ॥
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয় ॥ ৭২ ॥
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আন নৃসিংহের পুনঃ পাক করি ॥ ৭৩ ॥
তবে শিবানন্দ ভোগ সামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহেরে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৪ ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥ ৭৫ ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাতাস চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিল ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

বাতাস চালাইলা—প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ॥ ৭৭ ॥
শুনি সভাগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥ ৭৮ ॥
এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন ॥ ৭৯ ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে।
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥ ৮০ ॥
প্রেমবশ গৌর প্রভু যাহাঁ প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হই তিহঁ দেন দরশন ॥ ৮১ ॥
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।
যাঁর প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥ ৮২ ॥
এইত কহিল গৌরের আবির্ভাব।
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব ॥ ৮৩ ॥
পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিহঁ সুপণ্ডিত আর্য্য ॥ ৮৪ ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার।
স্বরূপ গোসাঞি সহ সখ্য ব্যবহার ॥ ৮৫ ॥

অনুভাষ্য

ভগবান্ আচার্য্য—আদি দশম ১৩৬ সংখ্যা ॥ ৮৪ ॥

একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিহঁ করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৬ ॥
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন ॥ ৮৭ ॥
তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্যপ্রধান ॥ ৮৮ ॥
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তার ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলাচার্য্য ঠাঞি ॥ ৮৯ ॥
আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥ ৯০ ॥
আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯১ ॥
স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।

অনুভাষ্য।

ঘরে ভাত করি—গৃহে অন্নাদি রন্ধন করিয়া।

শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদীয় দ্রব্য আনাইয়া তদ্দ্বারা ভিক্ষুক বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সন্তর্পণের পরিবর্ত্তে আম দ্রব্যাদি পাক করাকে ঘরভাত বলে। উৎকল দেশে আমনিয়া এবং প্রসাদী শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। শ্রীজগন্নাথ দেবের পক্ক প্রসাদ এবং আম দ্রব্য রন্ধন করিলে তাহা আমনিয়া অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের উচ্ছিষ্ট নহে বুঝিতে হইবে ॥ ৮৭ ॥

বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে॥ ৯২ ॥
সবে মেলি আইস শুনি ভাষ্য ইঁহার স্থানে।
প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বোলয়ে বচনে॥ ৯৩॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥ ৯৪॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরক ভাষ্য শুনে।
সেব্যসেবকভাব ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥৯৫॥
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥ ৯৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শারীরক ভাষ্য,—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য কৃত বেদান্ত সূত্রভাষ্য॥ ৯৫॥

কৃষ্ণ যাঁহার প্রাণধন এমন যে মহাভাগবত তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শারীরকভাষ্য শ্রবণ করেন, তাঁহার চিত্ত অবনত হইয়া ভক্তিচ্যুত হয়॥৯৬॥

অনুভাষ্য।

কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য শারীরক ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ, পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যে দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কভাষ্যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিষ্ণুস্বামীকৃতভাষ্যে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বেদান্ত তাৎপর্য্য বলিয়া কথিত হওয়ায় সেব্যসেবক ভাব বিদ্যমান থাকায় ঐ গুলি ভক্তগণের পাঠ্য এবং তত্তন্নিহিত তত্ত্ব সমাদৃত। আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কেবল কেবলাদ্বৈত বাদ নির্ব্বিশেষ মত স্থাপনের প্রয়াস করায় তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধবাদ॥৯৫॥

আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥ ৯৭ ॥
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
চিদ্‌ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা, এই মাত্র শুনে ॥ ৯৮ ॥
জীবজ্ঞান কল্পিত, ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ ॥ ৯৯ ॥
লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হৈল।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইল ॥ ১০০ ॥
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি, করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০১ ॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি আপনে আনিয়া ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ এবং শাঙ্করভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ নিরাকার। এই জগৎ মায়ামাত্র মিথ্যা। জীব বস্তুত নাই কেবল অজ্ঞান কল্পিত এবং ঈশ্বরের মায়া-মুগ্ধতারূপ অজ্ঞান। এই সকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয় ॥ ৯৮। ৯৯ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫৮ সংখ্যা এবং সপ্তম পরিচ্ছেদ ১১৩ সংখ্যা এবং ১২১-১২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৮।৯৯ ॥

মোর নামে শিখিমাহিতির ভগিনী স্থানে গিয়া।
শুক্লচাউল একমান আনহ মাগিয়া ॥ ১০৩ ॥
মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥ ১০৪ ॥
প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥ ১০৫ ॥
স্বরূপগোসাঞি আর রায় রামানন্দ।
শিখিমাহিতি তিন তার ভগিনী অর্দ্ধজন ॥ ১০৬ ॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি' আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥ ১০৭ ॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভু প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেম্বু সলবণ ॥ ১০৮ ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥ ১০৯ ॥
উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শাল্যন্ন,—শুক্ল শরুচাল ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য।

দেউল প্রসাদ—দেবালয়ের প্রসাদ অর্থাৎ, শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে আনীত মহাপ্রসাদ ॥ ১০৮ ॥

আচার্য্য কহে মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা ॥১১০॥
প্রভু কহে কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥ ১১১ ॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১২ ॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা ॥ ১১৩ ॥
দ্বার মানা হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে।
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে ॥ ১১৪ ॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ ॥ ১১৫ ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা, করে উপবাস ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইবেন। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোক-

অনুভাষ্য।

সরলতা বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ। কপটতা ভক্তির বিরোধী উপশাখা বিশেষ। কৃষ্ণাসক্তিক্রমে কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরক্ত হইয়া ভক্ত, বিষয়-

দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ ১১৭ ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৮ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ১৯ অ, ১৫ শ শ্লোকে শুকদেববাক্যং]

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। পাপবাসনায় না হইলেও অথবা কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ করিয়াও সেই কার্য্যটা বৈরাগীর কর্ত্তব্য হয় না। অতএব বৈরাগী হইয়া যে প্রকৃতিসম্ভাষণ করে তাহাকে ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া তাহার মুখ আমি দেখিতে পারি না ॥ ১১৭॥

দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন,—কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও মুনির মন হরণ করিতে পারে, অতএব নারীর সম্বন্ধ বৈরাগী অবশ্য ত্যাগ করিবেন ॥১১৮॥

অনুভাষ্য।

সমূহ ত্যাগ করেন কিন্তু লোকদৃষ্টিতে সেইরূপ আসক্ত প্রতিপন্ন হইয়া হৃদয়তা প্রকাশ পাইলে তাঁহার ব্যবহার লোকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না ॥ ১১৭ ॥

ইন্দ্রিয়ের স্বভাব বিষয় গ্রহণ। কেহ ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ বোধ করিলেও বাহির্ম্মুখতা ক্রমে তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয় দুর্দ্দমনীয়। বিষয় উপস্থিত হইলে প্রাকৃত বুদ্ধি সম্পন্ন মানব মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দারুময়ী নারী দর্শনে ক্ষুব্ধ হন ॥ ১১৮ ॥

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১১৯ ॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মাতার সহিত, ভগিনীর সহিতও দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখন বসিবে না, কেননা বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বানপুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে ॥ ১১৯ ॥

যে পুরুষের সাধনভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে বিরক্তি জন্মে তাহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা হইবার পূর্ব্বে যাহারা ভেকগ্রহণ করে তাহাদের বৈরাগ্যের নাম মর্কটবৈরাগ্য। অনধিকারী জীবসকল কোন না কোন কারণে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া, তদনন্তর ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া, প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

মাত্রা জনন্যা স্বস্রা ভগিন্যা দুহিত্রা কন্যয়া সহ অবিবিক্তাসনঃ অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণমাসনং যস্য সঃ তথাভূতো ন ভবেৎ যতঃ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ ইন্দ্রিয়সমূহঃ বলবান্ প্রচুরবলবিশিষ্টঃ বিদ্বাংসং বন্ধমোক্ষবিৎপুরুষং অপি কর্ষতি বন্ধায় নিযোজয়তি ॥ ১১৯ ॥

বাহ্য বৈরাগ্য দেখাইয়া যাহারা লোকের নিকট সম্মান সংগ্রহ করে এবং হৃদয়ে বিষয় ভোগবাসনা নির্ম্মুক্ত হইতে না পারিয়া স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক আপনাকে পুরুষ জানিয়া অষ্টপ্রকার স্ত্রীসংসর্গ বাসনা করে তাদৃশ সহজিয়া জীব কখনই মহৎ শব্দ বাচ্য নয়। বিবিৎসা

এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞি আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥ ১২১
আর দিনে সবে মেলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥ ১২২॥
অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ॥ ১২৩॥
প্রভু কহে মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥ ১২৪॥
নিজ কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা॥ ১২৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অল্প অপরাধ,—ছোট হরিদাসের মাধবীর নিকট অন্ন ভিক্ষা করায় অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মহাপ্রভুর সেবাসুখ বাসনা ছিল। তথাপি সেই কার্য্যে একটী অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটী অপরাধ তাহা বৈরাগীর পক্ষে মহদপরাধ বটে কিন্তু প্রভুসেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে সামান্য বলিলেও বলা যায়॥ ১২৩॥

অনুভাষ্য।

সন্ন্যাসীগণের মধ্যে প্রকৃতি সম্ভাষণ নিজের বিশেষ অমঙ্গলের হেতু কিন্তু শ্রীরামানন্দপ্রমুখ পরমহংস বিদ্বৎসন্ন্যাসীগণকে নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ প্রকৃতিসম্ভাষী মনে করিলে তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী॥ ১২০॥

এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া ।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে গেলত উঠিয়া ॥ ১২৬ ॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা ।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥ ১২৭ ॥
আর দিন সবে পরমানন্দ পুরী স্থানে ।
প্রভুকে প্রসন্ন কর কৈল নিবেদনে ॥ ১২৮ ॥
তবে পুরী গোসাঞি একা প্রভু স্থানে আইলা ।
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥ ১২৯ ॥
পুছিল কি আজ্ঞা কেনে হৈল আগমন ।
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন ॥ ১৩০ ॥
শুনিয়া কহেন প্রভু শুনহ গোসাঞি ।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥ ১৩১ ॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ ।
একলে রহিব তাহাঁ গোবিন্দ মাত্র সাথ ॥ ১৩২ ॥
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা ।
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ॥ ১৩৩ ॥
আস্তে ব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভু স্থানে গেলা ।
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥ ১৩৪ ॥
তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ॥ ১৩৫ ॥

লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥ ১৩৬॥
এত বলি পুরী গোসাঞি গেলা নিজ স্থানে।
হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে॥ ১৩৭॥
স্বরূপগোসাঞি কহে শুন হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস॥ ১৩৮॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর॥ ১৩৯॥
তুমি হঠ কৈলে তার হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কৈলে আপনে ক্রোধ যাবে॥ ১৪০॥
এত বলি তারে স্নান ভোজন করাইয়া।
আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া॥ ১৪১॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ দর্শনে।
দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে॥ ১৪২॥
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।

অনুভাষ্য।

যদিও কপটতন্ত্রাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পাপের অন্যতম মাত্র তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত পরমোচ্চ-আসন বুঝাইবার জন্য এবং বর্ত্তমান কালের প্রাকৃত সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্মযাজী নারকীগণের ব্যবহার নিতান্ত অধর্ম্ম ভিত্তিতে গঠিত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র তাহা

নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে॥ ১৪৩॥
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥ ১৪৪॥
এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভু মনে প্রসাদ নহিল॥ ১৪৫॥
রাত্রি শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া॥ ১৪৬॥
প্রভুপাদপ্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥ ১৪৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ত্রাস উপজিল সবভক্তগণে,—ভেকধারী ভক্তগণে এরূপ ভয় উপস্থিত হইল যে আর তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কন না॥ ১৪৪॥

অনুভাষ্য।

বুঝাইবার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। মাধবী দেবী উচ্চাধিকারিণী; মহাভাগবতের নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা, হরিদাসের ন্যায় প্রভু-পার্ষদের অবৈধ কার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐ প্রকার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া অনেকে শাঠ্য বিস্তার পূর্ব্বক কলিজনোচিত অবৈষ্ণব মত প্রচার করিবে, তাহার নিবারণ-কল্পে ভগবানের এই হরিদাস সম্বন্ধীয় দণ্ডলীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলিজীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই এরূপ সঙ্গত্যাগরূপ সুকঠোর-দণ্ড বিধান করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন॥ ১৪৩॥

সেইক্ষণে প্রভু স্থানে দিব্য দেহে আইলা।
প্রভু কৃপা লঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা ॥ ১৪৮ ॥
গন্ধর্ব্ব দেহ গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায় অন্য নাহি জানে ॥ ১৪৯ ॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাঁহা তারে আনহ এখানে ॥ ১৫০ ॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্র্যে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে ॥ ১৫১ ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥ ১৫২ ॥
একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ ॥ ১৫৩ ॥
সমুদ্র স্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন, ডাকি কণ্ঠস্বরে ॥ ১৫৪ ॥
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মেলি কৈল অনুমানে ॥ ১৫৫ ॥
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল ॥ ১৫৬ ॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান ॥ ১৫৭ ॥

আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভু কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥ ১৫৮॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
প্রভু ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয়॥ ১৫৯॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তিঁহ সবারে কহিলা॥ ১৬০॥
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি শ্রীবাসাদি মনে বিস্ময় হইলা॥ ১৬১॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥ ১৬২॥
হরিদাস কাঁহা যদি শ্রীবাস পুছিল।
স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্ প্রভু উত্তর দিল॥ ১৬৩॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সংকল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল॥ ১৬৪॥
শুনি প্রভু হাঁসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥ ১৬৫॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্—পুরুষ স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করেন॥ ১৬৩॥
ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন তাহা হইলে

স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশ আইলা ॥১৬৬॥
এই মত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন ॥ ১৬৭ ॥
আপন কারুণ্যে লোক-বৈরাগ্য শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ ॥ ১৬৮ ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণী ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরম কারুণিক হইয়া নিজ পার্ষদ ভক্ত হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন তাহা হইলে দুর্ব্বল কলিজীব সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্মকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া নরকে পড়িত তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। শ্রীগৌরহরি, বৈষ্ণব আচার্য্যের আসন ও ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত এই উপলক্ষে তাহা সর্ব্ব সাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। ভগবদ্ভক্তের কিরূপ শুদ্ধ সরল ও নিষ্পাপজীবন হইয়া গৌর-কৈঙ্কর্য্যকরা কর্ত্তব্য সেরূপ কৃষ্ণেতরবিষয়ত্যাগরূপ বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেন।

৪। নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র কত উচ্চ ও লোভনীয় এবং সদ্ভক্তগণকে কি পরিমাণ গাঢ় অনুরাগভরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং

এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥ ১৬৯ ॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥ ১৭০
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ তর্কে হবে বিপরীত॥ ১৭১ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষা নাম দ্বিতীয়পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণেতর বিষয়ানুরাগের ছায়াতে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা প্রদর্শন করিলেন।

৫। হরিদাসের প্রতি তাঁহার গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণ ছিল তাহা দেখাইবার জন্য তাহার সামান্য ত্রুটিও তিনি সহ্য করিতে প্রস্তুত নন। ভক্তগণ প্রভুর নিজ গাঢ়ানুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে সকল প্রকার ঐহিক সুখ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন। নতুবা গৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার অপরাধাদি মার্জ্জিত হইয়া গৌর সেবাধিকার লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে ইহ জগতে গ্রহণ না করিয়া পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণ কীর্ত্তন শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া নিজ ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন॥ ১৬৮।১৬৯॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথাসার।

পুরুষোত্তমে কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণযুবতীর একটী অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত কহিলেন, এই বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রে সন্দেহ করিবে। এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপে স্বীয় জননীর তত্ত্বাবধারণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দামোদরকে কহিলেন যে আমি মাতার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি একথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও। দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপ গেলেন। তদনন্তর ব্রহ্মহরিদাসকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কলি-

অনুভাষ্য।

অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ কুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার॥ ৩॥
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভু সনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার॥ ৪॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কালে যবন সকল কিরূপে উদ্ধার হইবে? হরিদাস তাহাতে সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই নামাভাসে উদ্ধার হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এইস্থলে কবিরাজ গোস্বামী বেনাপোলের বনে পাষণ্ড-ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র খানের প্রেরিত বেশ্যা, হরিদাসের কৃপায় উদ্ধার হইয়াছিল তাহার বিবরণ বলিলেন। রামচন্দ্রখানের বৈষ্ণবাপরাধে, পরে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিশাপে যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া বলরাম আচার্য্যের গৃহে হরিদাস রহিলেন। হিরণ্যগোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় নামতত্ত্ব লইয়া হরিদাস ঠাকুর ও গোপালচক্রবর্ত্তী আরিন্দার সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং হরিদাসের প্রতি অপরাধ করায় গোপালচক্রবর্ত্তীর কুষ্ঠরোগরূপ দণ্ডের বর্ণন আছে। হরিদাস চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। তথায় মায়াদেবীর ছলনা ও হরিদাসের কৃপায় মায়াদেবী কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন।

দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥ ৫ ॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণ কুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ ৬ ॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীত ॥ ৭ ॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে ॥ ৮ ॥
আর দিন সে বালক প্রভু স্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা ॥ ৯ ॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামোদর কহিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি ॥ ১১ ॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দামোদর—পণ্ডিত দামোদর ॥ ৫ ॥

দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কহিতেছেন, আপনি, অন্যকে উপদেশ করিতে পণ্ডিত, সকলে আপনাকে "গোসাঞি" "গোসাঞি" বলে এবে জানা যাইবে আপনি কিরূপে গোসাঞি থাকেন ॥ ১১ ॥

শুন প্রভু কহে কাহাঁ কহ দামোদর।
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ১৩ ॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতে মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥ ১৪ ॥
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর ॥ ১৫ ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী ॥ ১৬ ॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর ॥ ১৭ ॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাঁসি বিচারিল ॥ ১৮ ॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ ॥ ১৯ ॥
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদর নিভৃতে বোলাইলা ॥ ২০ ॥
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

রাণ্ডী, বিধবা ॥ ১৫ ॥

তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলে সাবধান ॥ ২২ ॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥ ২৩ ॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ ২৪ ॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তর আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে ॥ ২৫ ॥
মধ্যে মধ্যে আসিবে কভু আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিবে গমনে ॥ ২৬ ॥
মাতাকে কহিয় মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে ॥ ২৭ ॥
নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে ॥ ২৮ ॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁর স্মরণ করাইহ ॥ ২৯ ॥
"বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ধর্ম্মরক্ষকগণ নিরপেক্ষ হইবেন, অর্থাৎ কোন প্রকারের লোকাপেক্ষার দ্বারা ধর্ম্মকে কুণ্ঠিত হইতে দিবেন না ॥ ২৩ ॥

মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥ ৩০ ॥
ভোজন করিয়ে আমি তুমি তাহা জান।
বাহ্য করিতে তাহা স্ফুর্ত্তি করি মান ॥ ৩১ ॥
এই মাঘ সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পীঠা পায়স রান্ধিলা ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমা স্ফুর্ত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ৩৩ ॥
আস্তে ব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল ॥ ৩৪ ॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখি যেন নিমাঞি খাইল ভাত ॥ ৩৫ ॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল ॥ ৩৬ ॥
পাকপাত্রে দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুনঃ ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি ॥ ৩৭ ॥
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যখন তোমার জগতে বাহ্যদৃষ্টি হয় তখন তোমার মনে এই স্ফুর্ত্তিমাত্র হয় যে নিমাঞিত আমার স্মরণপথে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সত্যই তোমার নিকট গিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করি ॥ ৩১ ॥

তব শুদ্ধ প্রেমে মোর করে আকর্ষণ ॥ ৩৮ ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লেয়াও আমা তোমার প্রেমবলে ॥ ৩৯ ॥
এই মত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ ॥ ৪০ ॥
এতেক কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ কৈল ॥ ৪১ ॥
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ ৪২ ॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিল ॥ ৪৩ ॥
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥ ৪৪ ॥
প্রভুগণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
বাক্য দণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥ ৪৫ ॥
এই যে কহি দামোদরের বাক্য দণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড ॥ ৪৬ ॥
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটী সমুদ্র হৈতে।

অনুভাষ্য।

ভাগে—পলায়ন করে॥ ৪৬ ॥

কি লাগি কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ৪৭ ॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৮ ॥
এক দিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাহা লঞা গোষ্ঠী করি তাহারে পুছিলা ॥ ৪৯ ॥
হরিদাস কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণহিংসা করে মহা দুরাচার ॥ ৫০ ॥
ইহার সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার।
তাহার প্রভু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥ ৫১ ॥
হরিদাস কহে প্রভু চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিহ ॥ ৫২ ॥
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।
হা রাম হা রাম বলি কহে নামাভাসে ॥ ৫৩ ॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম ॥ ৫৪ ॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৫৫ ॥

[নৃসিংহ পুরাণে]

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।

উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৫৬॥

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি নারায়ণ।
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥ ৫৭ ॥
রাম দুই অক্ষর ইহাঁ নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী হা শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥ ৫৮ ॥
নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥ ৫৯ ॥

[হরিভক্তি বিলাস ১১শ বি, ২৮৯ অ ধৃতঃ পদ্মপুরাণে]

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক হারাম, হারাম, এই শব্দ বলিয়াও মরণ সময়ে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। 'হারাম' শব্দে হা রাম, এই সাঙ্কেতিক রাম শব্দ থাকায় সেই ম্লেচ্ছ নাম সঙ্কেতে উদ্ধার হইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া রাম নাম লইলে যে কি হয় তাহা বলা যায় না ॥ ৫৬ ॥

অনুভাষ্য।

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ (দংষ্ট্রী বরাহঃ তস্য দংষ্ট্রা দশনেন আহতঃ যঃ সঃ) ম্লেচ্ছঃ যবনঃ হা রাম ইতি যাবনিকভাষায়াং অস্পৃশ্যজ্ঞাপকঃ শব্দবিশেষঃ পুনঃ পুনঃ উক্ত্বা অপি মুক্তিং বন্ধনাৎ নামাভাসবলেন মোচনং আপ্নোতি শ্রদ্ধয়া গৃণন্ নাম্নঃ বলেন কিং পুনঃ বক্তব্যম্ ॥ ৫৬ ॥

তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৬০ ॥
নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয় ॥ ৬১ ক ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একটী হরিনাম যাঁহার মুখে উদয় হয়, স্মরণপথগত হয় বা শ্রোত্রমূল প্রাপ্ত হয়; শুদ্ধ বর্ণে উক্ত হউক বা ব্যবধান যুক্ত অশুদ্ধ বর্ণে হউক এবং ব্যবহিত রহিত হউক বা খণ্ডোচ্চারিত হউক নাম-গৃহীতাকে অবশ্য উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামেরও এইরূপ মাহাত্ম্য। কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ এইসকল পাষাণস্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না, অর্থাৎ নামাপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন না করিলে হয় না। (লোভ পাষণ্ড মধ্যে পাঠও আছে)॥ ৬০ ॥

অনুভাষ্য।

হে বিপ্র একং নাম যস্য সুকৃতিনঃ বাচি জিহ্বায়াং বর্ত্ততে স্মরণপথগতং স্মৃতিমার্গপ্রাপ্তং শ্রোত্রমূলং গতং কর্ণপথলব্ধং শুদ্ধবর্ণং অশুদ্ধবর্ণং বা ব্যবহিতরহিতং ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ অক্ষরান্তরেণ ভাবান্তরেণ বান্তরিতং রহিতং কেনচিদংশেন হীনং বা ভবেৎ তন্নাম সত্যং তারয়তি এব তৎ নাম চেৎ যদি দেহঃ শরীরং দ্রবিণং ধনং চ জনতা অভিজনস্পৃহা চ লোভঃ চ পাষণ্ডঃ ভগবদিতরদেবোপাসনধর্ম্মপরঃ চ তাসু মধ্যে নিক্ষিপ্তং দেহসুখাদীতরফলে বিন্যস্তং তত্তদ্ভাবব্যবহিতং স্যাত্তদা অত্র শীঘ্রং ফলজনকং ন ভবতি বিলম্বেন ভবতি ॥ ৬০ ॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ৫২ শ্লোকঃ]

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৬২ ॥

নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ ৬১ খ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে গুণনিধি! তুমি পরম পাবন উত্তমশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর। কেননা তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদয় হইলে মহাপাতক অন্ধকার রাশিকে বিনষ্ট করে ॥ ৬২ ॥

অনুভাষ্য।

হে গুণনিধে যন্নামভানোঃ যদ্ যস্য ভগবতো নামৈব ভানুঃ ভাস্করঃ তস্য নামরূপিণঃ সূর্য্যস্য আভাসঃ ঈষৎপ্রকাশঃ অন্তঃকরণকুহরে প্রোদ্যন্ উদয়ন্নেব মহাপাতকধ্বান্তরাশিং মহাপাতকান্যেব ধ্বান্তরাশিঃ অন্ধকারতুতিঃ হন্ত ক্ষপয়তি দূরীকরোতি তং পাবনানাং পাবনং পবিত্রীকুর্ব্বতাং তীর্থানাং পাবনং পবিত্রীকরণং উত্তমশ্লোকমৌলিং উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ তথাভূতঃ শ্লোকঃ কীর্ত্তিঃ যেষাং তেষাং মৌলিং শিরোভূষণং তং শ্রীকৃষ্ণং শ্রদ্ধারজ্যন্মতিঃ শ্রদ্ধয়া সুদৃঢ়বিশ্বাসেন রজ্যন্তী উল্লসন্তী রাগময়ী মতির্বুদ্ধির্যস্য তথাভূতঃ সন্ অতিতরাং শীঘ্রং নির্ব্ব্যাজং নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা ভজ ॥ ৬২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অ, ৪২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং]

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৬৩ ॥

নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী ॥ ৬৪ ॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে ॥ ৬৫ ॥
পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥ ৬৬ ॥
হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ ৬৭ ॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়া মুমূর্ষু অজামিল বৈকুণ্ঠধাম গমন করিয়াছিল, শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে কি হয় বলা যায় না ? ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

অজামিলঃ ম্রিয়মাণঃ মৃত্যুমুখাসীনঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোঽপি পুত্রোপচারিতং নারায়ণেতি পুত্রনামত্বয়া কথিতং হরের্নাম গৃণন্ ধাম বৈকুণ্ঠপদং অগাৎ জগাম শ্রদ্ধয়া তন্নাম গৃণন্ কিং বক্তব্যম্ ॥ ৬৩ ॥

স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ ॥ ৬৮ ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয় ॥ ৬৯ ॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন ॥ ৭০ ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ ৭১ ॥
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥ ৭২ ॥
বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন ॥ ৭৩ ॥
জগত নিস্তারিতে তোমার অবতার।
ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার ॥ ৭৪ ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার ॥ ৭৫ ॥
প্রভু কহে সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এইত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে ॥ ৭৬ ॥
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব জীব জাতি ॥ ৭৭ ॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।

সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবে॥ ৭৮ ॥
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম॥ ৭৯ ॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্য জীব অযোধ্যা ভরিয়া॥ ৮০ ॥
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট॥ ৮১ ॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার॥ ৮২ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্ক ২৯ অ ১৫ শ্লোকঃ]

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে প্রভো, তুমি অবতীর্ণ হইয়া যত জীবের সহিত সম্বন্ধ করিলে সকলেই উদ্ধার হইবে। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড যদি উদ্ধার হইয়া গেল তদ্রূপ অনন্ত সূক্ষ্মজীবকে পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করিবে এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় পরিপূরিত হইবে॥ ৭৮॥

জন্মরহিত ভগবান্ যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণে এইরূপ বিস্ময় করার আবশ্যক নাই, যে কৃষ্ণ হইতে এই স্থাবরাস্থাবর জগত সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়। ৮৩॥

[বিষ্ণুপুরাণে ৪র্থাংশে ১৫ অ, ১০ম গদ্যং]

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং
প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ভক্তিমতামিতি ॥ ৮৪ ॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার ॥ ৮৫ ॥
যে কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এইত নিশ্চয় ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধের সহিত দৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা সংস্মৃত হইলেও অখিল সুরাসুরাদির পক্ষে দুর্লভ ফল দিয়া থাকেন। সম্যক্ ভক্তিমান দিগের সম্বন্ধে কথা কি? ॥ ৮৪ ॥

অনুভাষ্য।

ভবতা পরীক্ষিদভিধেন অজে স্বয়মাবির্ভাবপরে যোগেশ্বরেশ্বরে পরমে পরমাত্মনি ভগবতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতে কৃষ্ণে এবং মোক্ষদানশক্তৌ বিস্ময়ঃ ন চ এব কার্য্যঃ যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরজঙ্গমাদিকমপি প্রাণিমাত্রং বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

দ্বেষানুবন্ধেন শত্রুভাবেনাপি অয়ং ভগবান্ হি দৃষ্টঃ অবলোকিতঃ কীর্ত্তিতঃ বাচা উচ্চারিতঃ মনসা সংস্মৃতশ্চ অখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং অখিলানাং সর্ব্বেষাং সুরাসুরাদীনাং দুর্লভং ফলং নির্ব্বাণ-মোক্ষাদিকং প্রযচ্ছতি উত সম্যগ্ভক্তিমতাং অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানাদ্যভক্তিমার্গত্রয়ত্যাগপরাণাং শুদ্ধভক্তানাং কিং বক্তব্যম্ ॥ ৮৪ ॥

তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু ।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥ ৮৭ ॥
এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হৈল ।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥ ৮৮ ॥
মনের সন্তোষে তারে কৈল আলিঙ্গন ।
বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন ॥ ৮৯ ॥
ঈশ্বর স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে ।
ভক্ত ঠাঞি লুকাইতে নারে হয়েত বিদিতে ॥ ৯০ ॥

(আলমন্দারসংজ্ঞে শ্রীসম্প্রদায়কৃতযামুনাচার্য্য-স্তোত্রে ১৮ শ্লোকঃ)

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সংভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৯১ ॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাঞা ।
হরিদাসের গুণ কহে শত মুখ হঞা ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হরিদাসের তাত্ত্বিকবাক্য সকল শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন । কিন্তু বাহ্য প্রকাশে স্বীয় স্তুতিবাক্য বর্দ্ধন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

অনুভাষ্য ।

আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮৮ সংখ্যা ॥ ৯১ ॥

ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥ ৯৩ ॥
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার ॥ ৯৪ ॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥
সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপন পবিত্র ॥ ৯৬ ॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ৯৭ ॥
হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের বন মধ্যে কতদিন রহিলা ॥ ৯৮ ॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্যভাগবত, আদি, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ॥ ৯৫ ॥

বেণাপোল,—যশোর জেলার গ্রাম ॥ ৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যবঙ্গ রেলপথে বনগ্রামের পর বেনাপোল ষ্টেশন তন্নিকটবর্ত্তী স্থান বেনাপোল ॥ ৯৮ ॥

ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ ১০০ ॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ড প্রধান ॥ ১০১ ॥
হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ ১০২ ॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায় ॥ ১০৩ ॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্য নাশ ॥ ১০৪ ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিন দিনে হরিব তার মতি ॥ ১০৫ ॥
খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে ॥১০৬॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার ॥ ১০৭ ॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া ॥ ১০৮ ॥
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া ॥ ১০৯ ॥

অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে ॥ ১১০ ॥
ঠাকুর তুমি পরমসুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন ॥ ১১১ ॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥ ১১২ ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম কীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার ॥ ১১৩ ॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন ॥ ১১৪ ॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥ ১১৫ ॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা ॥ ১১৬ ॥
আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥ ১১৭ ॥
আর দিন রাত্রি হৈল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল ॥ ১১৮ ॥
কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমায় অঙ্গীকার ॥ ১১৯ ॥

তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন ॥ ১২০ ॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ ১২১ ॥
রাত্রি শেষ হৈল বেশ্যা উষিমিষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে ॥ ১২২ ॥
কোটিনাম গ্রহণ যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে ॥ ১২৩ ।
আজি সমাপ্ত হবেক হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল ॥ ১২৪ ॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।

অনুভাষ্য।

উষিমিষি উষিপিশি উঠা বসা করিয়া উতলা হওয়া ॥ ১২২ ॥

প্রত্যহ তিন লক্ষ তেত্রিশ সহস্র তিন শত তেত্রিশের ঊর্দ্ধ সংখ্যা করিয়া গণনা পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলে একমাসে কোটী নাম হয়। এই নাম গ্রহণ যজ্ঞে নামীরূপ ভগবানের উপাসনা হয়। হরিদাস ঠাকুর শৌক্র বা সাবিত্র্য যজ্ঞাধিকারী বলিয়া সাধারণ লৌকিক বিশ্বাসে পরিচিত না হইলেও নাম যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় দৈক্ষ ব্রাহ্মণ হইয়া নাম যজ্ঞ সাধন করেন। ত্রিজ হরিদাস যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইয়া যে নাম যজ্ঞ আরম্ভ করেন সেই মাস সম্বন্ধীয় যজ্ঞ সমাপ্তপ্রায় হইয়াছিল কিন্তু সমাপ্ত না হইলে যজ্ঞভঙ্গ হইবে জানাইলেন ॥ ১২৩ ॥

স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥ ১২৫ ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞি আইল ॥১২৬॥
তুলসীকে, ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি ॥ ১২৭ ॥
নাম পূর্ণ হবে আজি বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ ১২৮ ॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল ॥ ১২৯ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে ॥ ১৩০ ॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছো অপার।
কৃপা করি কর মো অধমের নিস্তার ॥ ১৩১ ॥
ঠাকুর কহে খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি ॥ ১৩২ ॥
সেই দিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া ॥ ১৩৩ ॥
বেশ্যা কহে কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভব-ক্লেশ ॥ ১৩৪ ॥
ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।

এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ ১৩৫ ॥
নিরন্তর নাম কর তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৩৬ ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি ॥ ১৩৭ ॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহ বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ ১৩৮ ॥
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।

অনুভাষ্য।

গৃহবিত্ত। পাঠান্তরে গৃহবৃত্তি সঙ্গত নহে; বেশ্যাবৃত্তি অবশ্যই ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয় নাই। বেশ্যাবৃত্তি-সঞ্চিত বিত্তই ব্রাহ্মণকে অর্পিত হয়। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণব গুরু, শিষ্যের গৃহ বিত্তাদি প্রাকৃত মলসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। যাঁহারা দক্ষিণা গ্রহণ করেন তাঁহারা দক্ষিণা পথদ্বারা যমভবনে নীত হন। বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ যমভবনযাত্রী নহেন তিনি উত্তরামার্গের পথিক তজ্জন্য ব্রাহ্মণাদিকে প্রাকৃত বৈভব সমূহাদি দিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবিমুখ বৈভব সমূহ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য বা মুখাপেক্ষা স্বীকার করেন না। পরন্তু তাদৃশ বৈভবের হরিবৈমুখ্য ধর্ম্ম দেখিয়া উহা অবশ্য ত্যাগ করেন। শিষ্যকে প্রাকৃত অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাঁহার প্রাকৃত ত্যক্ত মল স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণবগুরুর কর্ত্তব্য; ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা ॥ ১৩৮ ॥

রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ ১৩৯ ॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ ১৪০ ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দরশনেতে যান্তি ॥ ১৪১ ॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোক চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার ॥ ১৪২ ॥
রামচন্দ্রখান অপরাধ বীজ কৈল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥ ১৪৩ ॥
মহদপরাধে হৈল ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ ॥ ১৪৪ ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান ॥ ১৪৫ ॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।
বহু দিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥ ১৪৬ ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।

অনুভাষ্য।

বিষ্ণুপদে অপরাধ প্রভাবে ব্রাহ্মণকুলে জাত হইলেও বিশ্রবাতনয় রাবণের অসুর নাম হইয়াছিল। ভক্তচরণে অপরাধী হইয়া রামচন্দ্র'ও অসুরসম বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন হইলেন॥ ১৪৫ ॥

প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ১৪৭ ॥
প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ ১৪৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে ॥ ১৪৯ ॥
অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ ১৫০
সেবক বলে গোসাঞি মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসাস্থান ॥ ১৫১ ॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার মনুষ্য অপার ॥ ১৫২ ॥
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাঁসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥ ১৫৩ ॥
সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়।

অনুভাষ্য।

দুর্গামণ্ডপ। অবৈষ্ণব সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটীতে যে স্থলে দুর্গাপূজা হয় সেই মণ্ডপকে চণ্ডীমণ্ডপ বা দুর্গামণ্ডপ কহে। শারদীয় বা বাসন্তী পূজাকালে দিবসচতুষ্টয় ব্যতীত অন্য সময়ে সেই মণ্ডপ অতিথি ও সাধারণের ব্যবহারে থাকে ॥ ১৪৯ ॥

ম্লেচ্ছ গো বধ করে তার যোগ্য হয় ॥ ১৫৪ ॥
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥ ১৫৫ ॥
ইঁহা রামচন্দ্রখান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা তার মাটী খোদাইল ॥১৫৬॥
গোময় জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন ॥ ১৫৭ ॥
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রোধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥ ১৫৮ ॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল ॥ ১৫৯ ॥
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া ॥ ১৬০ ॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিল গমন ॥ ১৬১ ॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥ ১৬২ ॥
মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥ ১৬৩ ॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।

আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥ ১৬৪ ॥
হিরণ্যগোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তার পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥ ১৬৫ ॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে ॥ ১৬৬ ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ॥ ১৬৭ ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরের যাই করেন দর্শন ॥ ১৬৮ ॥
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥ ১৬৯ ॥
তাঁহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ ॥ ১৭০ ॥
এক দিন বলরাম মিনতি করিয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চান্দপুরে—সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীতে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের বাটীর পূর্ব্বদিকে চাঁদপুরগ্রাম। তদীয় পুরোহিত বলরাম ও যদুনন্দন আচার্য্যের ঘর ॥ ১৬৪ ॥

মুলুক—সপ্তগ্রামমুলুক ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

চান্দপুর। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর নিকট এই গ্রাম। কাহারও মতে পূরে এই গ্রামের নাম কৃষ্ণপুর ॥ ১৬৪ ॥

মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া ॥ ১৭১ ॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান ॥ ১৭২ ॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন ॥ ১৭৩ ॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চ মুখে।
শুনিয়াত দুই ভাই পাইল বড় সুখে ॥ ১৭৪ ॥
তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥ ১৭৫ ॥
কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ ১৭৬ ॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ ১৭৭ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২য় অ, ৩৯ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং)

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ ॥
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ১৭৮ ॥

অনুভাষ্য

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৪ সংখ্যা ॥ ১৭৮ ॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি, পাপনাশ
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ১৭৯ ॥

[পদ্যাবল্যাং ধৃতঃ শ্রীধরস্বামিকৃত-শ্লোকঃ]

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১৮০ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে তুমি কহ অর্থ বিবরণ ॥ ১৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন, সূর্য্য যেরূপ উদয় হইয়া তিমির সমুদ্র নাশ করেন তদ্রূপ হরিনাম একবার উদয় হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন ॥ ১৮০ ॥

অনুভাষ্য।

নাম হইতে গৌণভাবে সংসার বন্ধন হইতে মোচন ও সংস্কারাসক্তি-রূপ পাপ ধ্বংশ হয়। নাম সম্বলিত মন্ত্র দীক্ষার সংজ্ঞায় দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ লিখিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ সূর্য্যোদয়ের মুখ্য ফল সমূহ ব্যতীত অবান্তর ফলে অন্ধকাররাহিত্য লক্ষিত হয় ॥ ১৭৯ ॥

তরণিঃ সূর্য্যঃ তিমিরজলধিং গাঢ়ান্ধকাররাশিমিব সকললোকস্য অখিলং অংহঃ সংসার-হেতুকং পাপং সংহরৎ জগন্মঙ্গলং হরের্নাম জগতাং মঙ্গলং প্রেমপর্য্যন্তমঙ্গলপ্রদং নামপ্রভোঃ সকৃৎ বারমেকং উদয়াদেব কীর্ত্তন-শ্রবণাদিগোচরাদেব সংহরৎ। স হরিনামপ্রভুঃ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ১৮০ ॥

হরিদাস কহে যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৮২ ॥
চৌর প্রেত রাক্ষসাদির হয় ভয়নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম আদি পরকাশ ॥ ১৮৩ ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৮৪ ॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে ॥ ১৮৫ক ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ২য় অ ৪২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ১৮৬ ॥
যেই মুক্তি না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥ ১৮৫খ ॥

(তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে ১৯ অ, ১২ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং)

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৮৭ ॥
গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক জন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শুদ্ধ ভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও সে লয় না ॥ ১৮৫ খ ॥

অনুভাষ্য।

অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৬৩ সংখ্যা ॥ ১৮৬ ॥

আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০৭ সংখ্যা ॥ ১৮৭ ॥

মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৮ ॥
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে ॥ ১৮৯ ॥
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন-যৌবন।
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন ॥ ১৯০ ॥
ক্রোধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ ॥ ১৯১ ॥
কোটী জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয় ॥ ১৯২ ॥
হরিদাস কহে কেন করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয় ॥ ১৯৩ ॥
ভক্তি সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয় ॥ ১৯৪ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তিলহর্য্যাং ধৃতঃ শ্লোকঃ)

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ১৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আরিন্দা,—তহশীল সহকারী পদাতিক ॥ ১৮৮ ॥

অনুভাষ্য

আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ ৯৮ সংখ্যা ॥ ১৯৫ ॥

বিপ্র কহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয় ॥ ১৯৬ ॥
হরিদাস কহে যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয় ॥ ১৯৭ ॥
শুনি সভাসদ্ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ ১৯৮ ॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘটপটীয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান ॥ ১৯৯ ॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান।
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ ॥ ২০০ ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥ ২০১ ॥
সভা সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাঁসি কহে মধুর বচনে ॥ ২০২ ॥
তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥ ২০৩ ॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঘট পটিয়া,—ঘট পট লইয়া নৈয়ায়িকের বৃথা তর্ক ॥ ১৯৯ ॥

কোথা হৈতে জানিবে সেই এই সব তত্ত্ব ॥ ২০৪ ॥
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন্, কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার ॥ ২০৫ ॥
তবে সে হিরণ্যদাস নিজ ঘরে আইল।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈল ॥ ২০৬ ॥
তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তাঁর গলিয়া পড়িল ॥ ২০৭ ॥
চম্পক কলি সম হস্ত পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি ॥ ২০৮ ॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাস প্রশংসি তাঁরে করেন নমস্কার ॥ ২০৯ ॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল ॥ ২১০ ॥
ভক্ত স্বভাব, অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্ত নিন্দা সহিতে না পারে ॥ ২১১ ॥
বিপ্র দুঃখ শুনি হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা।
বলাই পুরোহিত কহি শান্তিপুর আইলা ॥ ২১২ ॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥ ২১৩ ॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।

ভাগবত গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল ॥ ২১৪ ॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
দুই জনা মেলি কৃষ্ণ-কথা আস্বাদন ॥ ২১৫ ॥
হরিদাস কহে গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন ॥ ২১৬ ॥
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ।
আমারে আদর কর না বাসহ লাজ ॥ ২১৭ ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥ ২১৮ ॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ ২১৯ ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন ॥ ২২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রাদ্ধপাত্র;—বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধদিবসে ভগবন্নিবেদনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। অদ্বৈতপ্রভুর সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধ দিবস উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধপাত্র হরিদাসকে খাওয়াইলেন ॥ ২২০ ॥

অনুভাষ্য।

ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যা ধৃত গারুড় বচন। ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজীসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ব-

জগত নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগত কেমনে হইবে মোচন ॥ ২২১ ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥ ২২২ ॥
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবে এই তার মন ॥ ২২৩ ॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচার কৈল জগত উদ্ধার ॥ ২২৪ ॥
আর অলৌকিক এক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥ ২২৫ ॥
তর্ক না করিহ, তর্ক অগোচর তার রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ২২৬ ॥
এক দিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম সংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া ॥ ২২৭ ॥

অনুভাষ্য।

বেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে। ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ। ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥ ২২০ ॥

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝল মল॥ ২২৮ ॥
দ্বারে তুলসী লেপা পিণ্ডির উপর।
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥২২৯॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।
তার অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥ ২৩০ ॥
তার অঙ্গ গন্ধে দশ দিক আমোদিত।
ভূষণ ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥ ২৩১ ॥
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফা দ্বার॥ ২৩২ ॥
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিল চরণ।
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন॥ ২৩৩ ॥
জগতের বন্ধু তুমি রূপ গুণবান্।
তব সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥ ২৩৪ ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।
দীনে দয়া করে, এই সাধু স্বভাব হয়॥ ২৩৫ ॥
এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্য নাশ॥ ২৩৬ ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়।
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়॥ ২৩৭ ॥

সংখ্যা-নাম সংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতি দিনে ॥ ২৩৮ ॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ ২৩৯ ॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তব প্রীতি আচরণ ॥২৪০॥
এত বলি করেন তিহঁ নাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ ॥ ২৪১ ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল ॥ ২৪২ ॥
এইমত তিন দিন করে আগমন।
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥ ২৪৩ ॥
কৃষ্ণে নামাবিষ্ট মন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব প্রকাশ ॥ ২৪৪ ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥ ২৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

হরিদাসের মন হরিনাম গ্রহণকালে সর্ব্বদা কৃষ্ণনামাবিষ্ট থাকায় মায়াদেবীর পুরুষাকর্ষিণী স্ত্রীভাবমালা বিজন অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইল ॥ ২৪৪ ॥

তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রি দিনে নহে তোমার নাম সমাপন ॥ ২৪৬ ॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব ॥ ২৪৭ ॥
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার।
অমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার ॥ ২৪৮ ॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল ॥ ২৪৯ ॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণ নাম শ্রবণে ॥ ২৫০ ॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণ নাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে ॥ ২৫১ ॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥ ২৫২ ॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।

অনুভাষ্য।

মায়াদেবী ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় দেবনর-পশু-তির্য্যগাদি সকল শ্রেণীর প্রাণীকেই নিজের ভোক্তা বলিয়া বিশ্বাস করাইয়া আপনাকে ভোগ্যা স্থলীয় উপলব্ধি করাইয়া মোহিত করেন কিন্তু হরিদাসের হৃদগত ভাব কোন প্রকারেই মায়ার বশীভূত হইল না। হরিদাসের ধারণা নিত্য কৃষ্ণভোগ্য শুদ্ধভক্ত কখনই মায়াভোক্তা নহেন ॥ ২৪৯ ॥

কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৫৩ ॥
পূর্ব্বে আমি রাম নাম পাঞাছি শিব হৈতে ।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥ ২৫৪ ॥
মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম হয় রাম নাম ।
কৃষ্ণ নাম পারক হয়ে করে প্রেমদান ॥ ২৫৫ ॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা ।
আমাকে ভাসাও তৈছে এই প্রেমবন্যা ॥ ২৫৬ ॥
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥ ২৫৭ ॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত ।
এ সব কথাতে কারে না জন্মে প্রতীত ॥ ২৫৮ ॥
প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার ।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥ ২৫৯ ॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ প্রেম লুব্ধ হঞা ।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ ২৬০ ॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে ।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্য প্রকাশে ॥ ২৬১ ॥

অনুভাষ্য ।

৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার সৌরবর্ষে এক মহাযুগ । তাদৃশ সহস্র মহাযুগে এক কল্প । ইহার কোটিগুণ পরিমিত কাল ॥২৫৩॥

লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেম লুব্ধ হঞা।
নাম প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া॥ ২৬২ ॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে প্রেম নাম আস্বাদন॥ ২৬৩ ॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময়।
সাধু কৃপা, নাম বিনা প্রেম না জন্মায়॥ ২৬৪ ॥
চৈতন্য গোসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥ ২৬৫ ॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥ ২৬৬ ॥
স্বরূপ গোসাঞির কড়চায় লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥ ২৬৭ ॥
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা॥ ২৬৮ ॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার কণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥ ২৬৯ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস ঠাকুর মহিমা-কথনং নাম তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদের কথাসার।

শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একলা ঝারিখণ্ড বনপথে পুরুষোত্তম আসিলেন। পথে জলের দোষে ও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। কণ্ডুরসার যাতনায় তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথের রথচক্রে দুষ্ট শরীর পরিত্যাগ করিব। পুরুষোত্তম আসিয়া হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বড় হর্ষান্বিত হইলে পরে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা বলিলেন। সনাতন গোস্বামী অনুপমের রামচরণ নিষ্ঠার কথা বলিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন যে দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম। দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। তুমি এই তমোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার শরীর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, এ শরীর তোমার পরিত্যাগের অধিকার নাই। তোমার এই শরীরের দ্বারা আমি অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিব। মহাপ্রভু উঠিয়া গেলে হরিদাস ও সনাতনের অনেক কথোপকথন হইল। এক দিবস প্রভু সনাতনকে যমেশ্বর টোটায় ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি সমুদ্র পথে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে সনাতন কহিলেন যে সিংহদ্বার পথে জগন্নাথ সেবকেরা গমনাগমন করেন বলিয়া আমি বালুকাপথে আসিয়াছি

দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার পায় যে ফোস্কা হইয়াছে তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ঐবিধ মর্য্যাদাস্থাপক সনাতনবাক্য শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। কণ্ডুরসা প্রভুর গায় লাগিবে বলিয়া সনাতন দূরে থাকেন তথাপি প্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, ইহাতে সনাতন অসুখী হইয়া জগদানন্দপণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় জগদানন্দ তাঁহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবন যাইতে উপদেশ দিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন এবং সনাতনের তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। আরও কহিলেন তুমি শুদ্ধভক্ত তোমার দেহের ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমি সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করাই উচিত নয়, অবশেষেও কহিলেন যে, তোমরা আমার লাল্য এবং আমি লালক, অতএব তোমাদের ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই। এই সকল প্রসঙ্গের পর মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সনাতনের অঙ্গ হইতে কণ্ডুরসা প্রভৃতি সমস্ত দূরীভূত হইল। সে বৎসর ক্ষেত্রে রাখিয়া সনাতনকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সনাতনও সেই আজ্ঞানুসারে বনপথ অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। রূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় হইয়া গৌড়দেশে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে সকল অর্থ বাঁটিয়া দিয়া, বৃন্দাবন গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও জীবের কৃত গ্রন্থ সমূহের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরচন্দ্র বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে দেহপাত হইতে স্নেহক্রমে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ২॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা॥ ৩॥
ঝারিখণ্ড বন পথে আইলা একলা চলিয়া।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া॥ ৪॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে॥ ৫॥
নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার।
নীচ জাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥ ৬॥
জগন্নাথ গেলে তার দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥ ৭॥
মন্দির নিকট শুনি তাঁর বাসা স্থিতি।
মন্দির নিকট যাইতে মোর নাহি শক্তি॥ ৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

খাজুয়া—খোস পাঁচড়া॥ ৫॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগৌরঃ মহাপ্রভুঃ বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং কাশীমিলনানন্তরং ক্ষেত্রমাগতং শ্রীসনাতনং সনাতন-গোস্বামিনং স্নেহাৎ দেহপাতাৎ শরীরনাশাৎ অবন্ রক্ষন্ পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে॥ ১॥

জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে।
তার স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে ॥ ৯ ॥
তারে যদি এই দেহ ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখ শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে ॥ ১০ ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ চাকায় এই ছাড়িব শরীর ॥ ১১ ॥
মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব এই পরম পুরুষার্থ ॥ ১২ ॥
এইত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস স্থানে উত্তরিলা ॥ ১৩ ॥
হরিদাসের কৈল তিহঁ চরণ বন্দন।
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৪ ॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে প্রভু আসিবে এখন ॥ ১৫ ॥
হেনকালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৬ ॥
প্রভু দেখি দুহেঁ পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসেরে উঠাইয়া ॥ ১৭ ॥
হরিদাস কহে, সনাতন করে নমস্কার।
সনাতন দেখি প্রভু হৈল চমৎকার ॥ ১৮ ॥

সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
এক নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায় ॥ ২০ ॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ২১ ॥
সব ভক্তগণ প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে ॥ ২২ ॥
প্রভু লঞা বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ।
পিণ্ডার তলে বসিলা হরিদাস সনাতন ॥ ২৩ ॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তিহঁ কহে পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥ ২৪ ॥
মথুরার বৈষ্ণব সবের কুশল পুছিল।
সবার কুশল সনাতন জানাইল ॥ ২৫ ॥
প্রভু কহে ইহাঁ রূপ ছিল দশ মাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশ ॥ ২৬ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥ ২৭ ॥
সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম ॥ ২৮ ॥

হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার ॥ ২৯ ॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥ ৩০ ॥
রাত্রি দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে করে গান ॥ ৩১ ॥
আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দোঁহা সঙ্গে তিঁহ রহে নিরন্তর ॥ ৩২ ॥
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে ॥ ৩৩ ॥
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিলাস প্রচুর ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণ ভজন কর তুমি আমা দুহাঁর সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ৩৫ ॥
এই মত বারবার কহি দুইজন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন ॥ ৩৬ ॥
তোমা দুহাঁর আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিব।
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ কৃষ্ণ-ভজন করিব ॥ ৩৭ ॥
এত কহি রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ॥ ৩৮ ॥

সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥ ৩৯ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা ॥ ৪০
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুইজন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥ ৪১ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায় ॥ ৪২ ॥
তবে আমি দুহেঁ তারে আলিঙ্গন কৈল।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিল ॥ ৪৩ ॥
যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ ॥ ৪৪ ॥
গোসাঞি কহেন এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলু তার এই রীত ॥ ৪৫ ॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন ॥ ৪৬ ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে ॥ ৪৭ ॥
ভাল হৈল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস সনে ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণ ভক্তি রসে দুহেঁ পরম প্রধান।
কৃষ্ণ রস আস্বাদন কর, লও কৃষ্ণ নাম ॥ ৪৯ ॥
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৫০ ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে ॥ ৫১ ॥
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুঁই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণ কথা কহে কতক্ষণে ॥ ৫২ ॥
দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥ ৫৩ ॥
একদিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥
সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ ৫৫ ॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে ॥ ৫৬
দেহত্যাগাদি এই সব তমো ধর্ম্ম।
তমো রজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চক্র, নীলচক্র ॥ ৫১ ॥

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥ ৫৮॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অ, ২০ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ৫৯॥

দেহত্যাগাদি তমো ধর্ম্ম পাতক কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥ ৬০॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেহ না পায় মরিতে॥ ৬১॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥ ৬২॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৫২ অ, ১৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য লিখনে রুক্মিণীবাক্যং)

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজঃ স্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন প্রেমীভক্ত দেহত্যাগ করিলে তাহার বিচ্ছেদে ভক্ত নিজ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; সেই প্রেমে তিনি কৃষ্ণকে পান, দেহত্যাগ করিতে পারেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না॥ ৬১॥

অনুভাষ্য।

আদি সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ৭৬ সংখ্যা॥ ৫৯॥

যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

(তত্রৈব ২৯ অ, ৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং)

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আত্মতমো বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার পাদপদ্মরজে স্নানবাঞ্ছা করেন, হে অম্বুজাক্ষ, সেই তোমার প্রসাদ যদি আমি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তিব্রতে কৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করতঃ শত জন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব ॥ ৬৩ ॥

হে প্রিয়, তোমার হাস্যাবলোক দর্শন ও কলগীত শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃত পূর দ্বারা তুমি সিঞ্চন

অনুভাষ্য।

হে অম্বুজাক্ষ কমলনয়ন আত্মনঃ তমঃ অজ্ঞানং অপহত্যৈ বিনাশায় উমাপতিঃ ইব মহান্তঃ ব্রহ্মাদয়ঃ যস্য ভবতঃ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং অঙ্ঘ্রিপঙ্কজস্য পাদপদ্মস্য রজোভিঃ স্নপনং ক্ষালনোদকং বাঞ্ছন্তি যর্হি ভবৎপ্রসাদং ভবতঃ ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াং শতজন্মভিঃ ব্রতকৃশান্ উপবাসা-দিভিঃ কৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ জহ্যাং ত্যজেয়ং শতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি ॥ ৬৩ ॥

হে অঙ্গ কৃষ্ণ ত্বদধরামৃতপূরকেণ তবৌষ্ঠসম্বন্ধিনা সুধাপ্রবাহেণ নঃ অস্মাকং হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং হাসসহিতেনাবলোকঃ কলগীতং মধুরবংশীধ্বনিঃ তাভ্যাং জাতঃ যঃ হৃদি শেতে বসতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ স

নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৬৪ ॥

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥ ৬৫ ॥
নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ ৬৬ ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ ৬৭ ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পূর্ব্বক শীতল কর। তাহা না করিলে আমরা তোমার বিরহজ অগ্নি-দগ্ধদেহ হইয়া ধ্যানের দ্বারা হে সখে, তোমার চরণের পদবী লাভ করিব ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

এব অগ্নিদাহকস্তং সিঞ্চ নির্ব্বাপয় নো চেৎ হে সখে বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ বিরহজেন অগ্নিনা উপযুক্তদেহাঃ দগ্ধশরীরাঃ সন্তঃ ধ্যানেন তে তব পদয়োঃ পদবীং অন্তিকং যাম প্রাপ্স্যাম ॥ ৬৪ ॥

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥ ৬৬ ॥

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥ ৬৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্ক, ৯ম অ, ৯ম শ্লোকে নরসিংহং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৬৯ ॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ৭০ ॥
তার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ ৫৯ সংখ্যা ॥ ৬৯ ॥

নববিধভক্তি। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ নববিধ ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণকে প্রদান করিতে মহাশক্তি ধারণ করেন। সাধন ভক্তি অভিধেয় রূপে প্রকট হইয়া পরে প্রেমভক্তির স্বরূপ লাভ করেন। প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীজীবপাদঃ। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়া দীন-জনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিতি শ্রুতিঃ। অতএব কলৌ স্বতদীনেষু লোকেষু আবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদনা সা কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগেনৈব।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥ ৭১ ॥
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ বিচার ॥ ৭২ ॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে ॥ ৭৩ ॥
সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥ ৭৪ ॥
নীচ অধম পামর মুঞি পামর স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীরূপঃ। নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।

শ্রীসনাতন দেবঃ। জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নং। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণীনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে। এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং। যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ এতাবানেব লোকেঽস্মিন পুংসঃ ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥

শ্রীগৌরহরিঃ। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৭১ ॥

নাভায়—যোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৭২ ॥

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ ৭৬ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥ ৭৭ ॥
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৮ ॥
ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণ-প্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার ॥ ৭৯ ॥
কৃষ্ণ-ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ ৮০ ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহাঁ এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বারা শ্রীমহাপ্রভু প্রথমতঃ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত রচনা করাইয়া ভক্ত নিরূপণ, ভক্তি নিরূপণ ও কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীহরিভক্তি বিলাস সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও বৈষ্ণবের আচার নির্দ্ধারণ করাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্রদ্বারা মানসব্রজ ভজন প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন। চতুর্থতঃ কুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ সমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার আদর্শ ভক্তজীবনের দ্বারা বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তের অনুকরণীয় বিরক্ত

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহাঁ ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে॥ ৮২ ।
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমনে সহিব॥ ৮৩ ॥
তবে সনাতন কহে তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥ ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥ ৮৫ ॥
যৈছে যারে নাচাও তৈছে সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় সেই নাহি জানে॥ ৮৬
হরিদাসে কহে প্রভু শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহ করিতে চাহেন বিনাশ॥ ৮৭ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইঁহাও যেন না করে অন্যায়॥ ৮৮ ॥
হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।

অনুভাষ্য।

জীবন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমথুরা বৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত প্রিয় ভূমি সেই ভূমিতে অবস্থান করাইয়া শ্রীসনাতন পাদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন॥ ৮১ ॥

তাঁহা, মাথুরমণ্ডলে॥ ৮২ ॥

তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ ৮৯ ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥ ৯০ ॥
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এত সৌভাগ্য ইহা না হয় কাহার ॥ ৯১ ॥
তবে মহাপ্রভু করি দুহাঁরে আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন ॥ ৯২ ॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ ৯৩ ॥
তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজ ধন।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥ ৯৪ ॥
নিজ দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে।
সে কার্য্য করাইবে তোমা সেহ মথুরাতে ॥ ৯৫ ॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয় ॥ ৯৬ ॥
ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥ ৯৭ ॥
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত ভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥ ৯৮ ॥
সনাতন কহে তোমা সম কেবা আছে আন।

মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্ ॥ ৯৯ ॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচার।
সে নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার ॥ ১০০ ॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥ ১০১ ॥
আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার ॥ ১০২ ॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য্য ॥ ১০৩ ॥
এই মত দুইজন নাম কথা রঙ্গে।
কৃষ্ণ কথা আস্বাদয়ে দুহি এক সঙ্গে ॥ ১০৪ ॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড় ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল সব রথযাত্রা দরশন ॥ ১০৫ ॥
রথ অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥ ১০৬ ॥

অনুভাষ্য।

প্রভুর নিজকার্য্য নামপ্রচার তাহা হরিদাস দ্বারা সম্পন্ন করেন ॥১০০॥

হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বমান্য জগদ্গুরু যেহেতু তিনি দৈক্ষ ব্রাহ্মণ হইয়া নাম গ্রহণের আচার্য্য এবং উচ্চকীর্ত্তন করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে নামযজ্ঞে দীক্ষিত করাইয়া প্রচারক॥ ১০৩ ॥

বর্ষা চারি মাস রহিল সব নিজ ভক্তগণ।
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন ॥ ১০৭ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর ॥ ১০৮ ॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর ॥ ১০৯ ॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন ॥ ১১০ ॥
যথা যোগ্য সবার কৈল চরণ বন্দন।
তারে করাইল সবার কৃপার ভাজন ॥ ১১১ ॥
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।
যথা যোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব ভাজন ॥ ১১২ ॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ১১৩ ॥
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৪ ॥
পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা ॥ ১১৫ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা।
ভক্ত অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥ ১১৬ ॥

মধ্যাহ্ন ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল।
প্রভু বোলাইল তার আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৭ ॥
মধ্যাহ্নে সমুদ্র বালু হঞাছে অগ্নি সম।
সেই পথে সনাতন করিলা গমন ॥ ১১৮ ॥
প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত বালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে ॥ ১১৯ ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল তবু গেলা প্রভু স্থানে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে ॥ ১২০ ॥
ভিক্ষা অবশেষ পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইলা ॥ ১২১ ॥
প্রভু কহে কোন পথে আইলা সনাতন।
তিহঁ কহে সমুদ্র পথে করিল গমন ॥ ১২২ ॥
প্রভু কহে তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা।
সিংহদ্বারের পথ শীতল কেনে না আইলা ॥ ১২৩ ॥
তপ্ত বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।

অনুভাষ্য।

যমেশ্বর টোটা। টোটা শব্দে উৎকল ভাষায় বাগান বুঝায়। যমেশ্বর শিবের বাগান পাড়ায় ॥ ১১৬ ॥

সিংহদ্বার। জগন্নাথমন্দিরের মূল পূর্ব্বদিকের দ্বারকে সিংহদ্বার কহে ॥ ১২৩ ॥

চলিতে না পার কেমনে হইল সহন ॥ ১২৪ ॥
সনাতন কহে দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল ॥ ১২৫ ॥
সিংহদ্বার যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার ॥ ১২৬ ॥
সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হৈবে মোর ॥ ১২৭ ॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১২৮ ॥
যদ্যপিও তুমি হও জগত পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ ॥ ১২৯ ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ ১৩০ ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ ॥ ১৩১ ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন ॥ ১৩২ ॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ১৩৩ ॥
বার বার নিষেধেন তবু করে আলিঙ্গন।

অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন ॥ ১৩৪ ॥
এই মতে সেবক প্রভু দুঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥ ১৩৫ ॥
দুই জন বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈল।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল ॥ ১৩৬ ॥
ইহাঁ আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে তাহা প্রভু না দিল করিতে ॥ ১৩৭ ॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৮ ॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার ॥ ১৩৯ ॥
হিত নিমিত্ত আইলাম আমি হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ১৪০ ॥
পণ্ডিত কহে তোমার বাস যোগ্য বৃন্দাবন।
রথ যাত্রা দেখি তাহাঁ করহ গমন ॥ ১৪১ ॥
প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে ॥ ১৪২ ॥
যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করিহ গমন ॥ ১৪৩ ॥
সনাতন কহে ভাল কৈলে উপদেশ।

তাঁহা যাব সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ ॥ ১৪৪ ॥
এত বলি দুহেঁ নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥ ১৪৫ ॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥ ১৪৬ ॥
দূরে হৈতে প্রণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৭ ॥
অপরাধ ভয়ে তিহঁ মিলিতে না আইল।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইল ॥ ১৪৮ ॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৪৯ ॥
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥ ১৫০ ॥
হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহে অপরাধ করোঁ নিতি নিত ॥ ১৫১ ॥
সহজে নীচ জাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥ ১৫২ ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্ত রসা চলে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নির্ব্বিণ্ণ,—নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিরাগযুক্ত ॥ ১৫০ ॥

তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে ॥ ১৫৩ ॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥ ১৫৪ ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাঙ বৃন্দাবন ॥ ১৫৫ ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিহঁ উপদেশ দিল ॥ ১৫৬ ॥
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥ ১৫৭ ॥
কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবাকেহ উপদেশ করিতে লাগিল ॥ ১৫৮ ॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য ॥ ১৫৯ ॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালকা করে ঐছে কার্য্য ॥ ১৬০ ॥
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ ১৬১ ॥
আপনার সৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্ ॥ ১৬২ ॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধারস।

মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব-নিশিন্দা রস ॥১৬৩॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১৬৪ ॥
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে।
তারে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥ ১৬৫ ॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥ ১৬৬ ॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার বটু নবীন ॥ ১৬৭ ॥
আমাকে বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার ভক্তি ॥ ১৬৮ ॥
তোমারে উপদেশ করে না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করয়ে ভর্ৎসন ॥ ১৬৯ ॥
বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।

অনুভাষ্য।

নিম্ব এবং নিশিন্দা রস তিক্ত বলিয়া আস্বাদন কালে প্রীতিপ্রদ নহে। গৌরবপূর্ণ বন্দনাদি সম্মান তাদৃশ অপ্রীতিপ্রদ ॥ ১৬৩ ॥

যাহার যে মর্য্যাদা সেই মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ প্রদান কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই অধিকন্তু জগদানন্দ সদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না ॥ ১৬৬ ॥

তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ ॥ ১৭০ ॥
যদ্যপি কারও মমতা বহু জনে হয়।
প্রীতি স্বভাবে কাঁহো কোন ভাবোদয় ॥ ১৭১ ॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত সমান ॥ ১৭২ ॥
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয় ॥ ১৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত নিজ প্রাকৃত সুখপ্রাপ্তিরূপ ভোগ বাসনায় দেহের অস্তিত্ব বা কোন ক্রিয়াই স্বীকার করেন না। কৃষ্ণ সুখাভিলাষী হইয়া একমাত্র সেবার উদ্দেশেই অপ্রাকৃত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্ম্মফল ভোগাধার প্রাকৃত দেহকে কর্ম্মীগণ ফলভোগোদ্দেশে নিযুক্ত করেন ভক্তগণের তাদৃশ চেষ্টা নাই। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদাই হরিসেবার উদ্দেশে নিজদেহের অস্তিত্ব স্বীকার ও সকল দৈহিক কার্য্য দ্বারা কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রকৃতির অভিনিবেশ ক্রমে প্রাকৃত ফলভোগ কামনায় কর্ম্মীর দেহের প্রাকৃতানুভূতি আবার কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠাক্রমে দেহাস্তিত্ব বা দৈহিক ক্রিয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে ভক্তের দেহ অবশ্যই অপ্রাকৃত। ভক্তগণ, কর্ম্মীর ন্যায় শুদ্ধভক্তের দেহকে প্রাকৃত মনে করিয়া নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর অন্য কর্ম্মীর প্রাকৃত দেহের ন্যায়, উপলব্ধি করেন না পরন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপ জানিয়া কৃষ্ণ সেবার উপযোগী জ্ঞান করেন।

প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু নাহি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে॥ ১৭৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ২৮ অ, ৪র্থ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তুমি বৈষ্ণব তোমার দেহ অপ্রাকৃত তাহাতে ভদ্রাভদ্র বুদ্ধি করা উচিত নয়, তাহাতে আবার আমি সন্ন্যাসী আমার পক্ষে, তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত তথাপি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না, কেননা অপ্রাকৃত স্বরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান থাকা উচিত নয়॥ ১৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

উত্তমাধিকারী ভক্ত আপনার নিজ অনুভূতিকে কৃষ্ণপ্রেমহীন জানিয়া দরিদ্র ও প্রাকৃত মনে করেন। সহজিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের মধ্যে মূর্খতাবশতঃ তাহারা আপনার প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃত বৈষ্ণব দেহ মনে করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত আচার হইতে সুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণ কল্পতরুতে লিখিয়াছেন আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী। নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার॥ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন অন্ত্য লীলা ২০ পরিচ্ছেদ ২৮ সংখ্যা। প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ॥ ১৭৫ ॥

বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ১৭৫ ॥

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম ॥ ১৭৬ ॥

(শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৫ অ, ১৮ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বৈতবস্তুর বাক্যোদিত এবং মনঃকর্ত্তৃক ধ্যাত সমস্তই অনৃত। অতএব তাহাতেই ভদ্র কি অভদ্র এরূপ ভেদ আছে। বিস্ময় অদ্বৈত বস্তুর সে রকম কিছুই নাই ॥ ১৭৫ ॥

বিদ্যাবিনয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে, গরুতে এবং হস্তিতে, কুকুরে এবং চণ্ডালে যাঁহারা সমদর্শী তাঁহারাই পণ্ডিত ॥ ১৭৭ ॥

অনুভাষ্য।

বাচা যৎ উদিতং কথিতং যচ্চ মনসা ধ্যাতং তৎ সর্ব্বং এব চ অনৃতং নশ্বরং ন সর্ব্বকালসত্যং অবস্তুনঃ অদ্বয়জ্ঞানেতরবস্তুনঃ পৃথক্ সত্তাভাবেন বস্তুত্বেন স্বীকর্ত্তুমশক্যস্য দ্বৈতস্য প্রপঞ্চস্য মধ্যে কিয়ৎভদ্রং কিং পরিমাণং ভদ্রং কিয়দভদ্রং বা নির্ণেতুং অশক্যম্ ॥ ১৭৫ ॥

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবিনশ্বর সত্য নিত্য বিরাজমান। দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে কৃষ্ণেতর মায়ার হস্তে পতিত জীবের নিজের শ্রেয় বা অমঙ্গল নির্ণয় করা সকলই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম। কৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া ভাল মন্দের বিচার নানাপ্রকারে ভ্রম উৎপন্ন করে ॥ ১৭৬ ॥

(তত্রৈব ৬ষ্ঠ অ, ৮ম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং)

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ১৭৮॥

আমিত সন্ন্যাসী আমার সম দৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম॥ ১৭৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত কূটস্থ আত্মা সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়, তাহাকেই যোগী বলা যায়। লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি॥ ১৭৮॥

অনুভাষ্য।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নে সংযুক্তে সর্ব্বব্রহ্মণ্যবিরাজিতে ন তু মূর্খে দুর্বিনীতে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চণ্ডালে সর্ব্বাধমে গবি পবিত্রে ধেনৌ শুনি অপবিত্রপশুবিশেষে কুক্কুরে হস্তিনি শুদ্ধাশুদ্ধবিচাররহিতে পশুবিশেষে গজে পণ্ডিতাঃ বন্ধমোক্ষবিদঃ সমদর্শিনঃ তুল্যমতয়ঃ॥ ১৭৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানং অপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ কূটস্থঃ একেনৈব স্বভাবেন সর্ব্বকালং ব্যাপ্য স্থিতঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ সমানি মৃৎপিণ্ডপাষাণখণ্ডসুবর্ণানি যস্য সঃ যোগী যুক্তঃ, যোগাভ্যাসযোগ্যঃ উচ্যতে॥ ১৭৮॥

সন্ন্যাসী, পণ্ডিত বা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সর্ব্ববস্তুতে তুল্যদৃষ্টিবিশিষ্ট যেহেতু ইঁহাদের প্রাকৃত অভিনিবেশ নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য চন্দনের সৌগন্ধ গ্রহণ করিবার আসক্তি বা পঙ্কের দুর্গন্ধ ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য ত্যাজ্যেচ্ছা

এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায় ॥ ১৮০ ॥
হরিদাস কহে প্রভু যে কহিল তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি ॥ ১৮১ ॥
আমা সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥ ১৮২ ॥
প্রভু হাসি কহে শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় আমার যৈছে মন ॥ ১৮৩ ॥
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্য নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥ ১৮৪ ॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান ॥ ১৮৫ ॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে আর মহাসুখ পায় ॥ ১৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

নাই। উভয় ভাবের দাস্য করিতে অগ্রসর না হইয়া তদুভয়ে উদাসীন হইয়া সমভাব-বিশিষ্ট ॥ ১৭৯ ॥

যিনি লালক, তাঁহার নিজ লাল্যের কোন দোষ থাকিলেও বুঝিতে পারেন না ॥ ১৮৪ ॥

আমি অন্যের মান্যের পাত্র একথা আমার মনে থাকে না অধিকন্তু আমি অন্যের সমান পাত্রই মনে হয় ॥ ১৮৫ ॥

লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়॥ ১৮৭॥
হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়॥ ১৮৮॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে অঙ্গ কীড়াময়।
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥ ১৮৯॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ॥ ১৯০॥
প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥ ১৯১॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ ১৯২॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।

অনুভাষ্য।

লাল্যামেধ্য, লাল্যের অমেধ্য অপবিত্র বস্তু॥ ১৮৭॥

কীড়াময়, কীটপূর্ণ॥ ১৮৯॥

শ্রীগৌরপদাশ্রিতজনকে শ্রীগৌরসুন্দর ইহাই বুঝাইলেন যে কর্ম্মী জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীগণের ভোগময়জড়ানন্দবিশিষ্ট প্রাকৃতদেহের ন্যায় বৈষ্ণবের দেহ কখনই ভোগপর প্রাকৃত নহে। ভক্তের দেহ চিন্ময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী প্রকৃত্যাতীত-ভাবময়; তাহাতে সচ্চিদানন্দ বিরাজিত॥ ১৯১॥

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৯৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্ক, ২৯ অ, ৩২শ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

র্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
দামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ১৯৪ ॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা ।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিল পাঠাইয়া ॥ ১৯৫ ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে ।
কৃষ্ণ ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥ ১৯৬ ॥
পারিষদ দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ ।

অনুভাষ্য ।

ভক্ত দীক্ষাকালে প্রাকৃত নিজানুভূতি সমূহ প্রদান করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট হন। দিব্য অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপ দ্বারা কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয় চ্যুত হইলে প্রপন্নভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাথ করেন। জড়ভোগরাজ্যের ভোক্তা বলিয়া জীবের অভিমান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্য কৃষ্ণদাস্য স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় নিত্য সেবকবিগ্রহে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃত দেহদ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। বুদ্ধিদোষে কর্ম্মীগণ, ভক্তের তৎকালোচিত অপ্রাকৃত দেহদ্বারা অপ্রাকৃত ভাবসেবাকেও ভোগপর প্রাকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞান করে সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয় ॥ ১৯৩ ॥

মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ ১০১ সংখ্যা ॥ ১৯৪ ॥

প্রথম দিবসে পাইল চতুঃসোম গন্ধ ॥ ১৯৭ ॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।
তার স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম ॥ ১৯৮ ॥
প্রভু কহে সনাতন না মানিহ দুঃখ।
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ ১৯৯ ॥
এ বৎসর তুমি ইহা রহ আমা সনে।
বৎসর রহি তোমাকে আমি পাঠাইব বৃন্দাবনে ॥২০০॥
এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ২০১ ॥
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার ॥ ২০২ ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী লক্ষে ইঁহার কণ্ডু উপজিলা ॥ ২০৩ ॥
কণ্ডু করি পরীক্ষা করাইলে সনাতনে।
এই লীলা ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥ ২০৪ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণসেবাময় দেহ পারিষদদেহ। লৌকিক প্রাকৃতভোগপর-মতিজাড্য ঘ্রাণে দুর্গন্ধ বোধ হইলেও কৃষ্ণসেবাপরত্বা ক্রমে পারিষদদেহে শ্রীগৌরহরি প্রথম দিনেই চতুঃসোম অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কস্তুরী এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইলেন ॥ ১৯৭ ॥

পানী লক্ষ্যে, ঝারিখণ্ডের পানীয় জল উপলক্ষ করিয়া ॥ ২০৩ ॥

দুহাঁ আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয় ।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥ ২০৫ ॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু স্থানে ।
কৃষ্ণ চৈতন্য গুণ কথা হরিদাস সনে ॥ ২০৬ ॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা ।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা ॥ ২০৭ ॥
যেকালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে ।
দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে ॥ ২০৮ ॥
যেই বন পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন ।
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন ॥ ২০৯ ॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল যাঁহা যেই লীলা ।
বলভদ্র ভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা ॥ ২১০ ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া ।
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া ॥ ২১১ ॥
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে ।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ ২১২ ॥
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা ।
পাছে আসি রূপগোসাঞি তাহারে মিলিলা ॥২১৩॥
এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল ।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল ॥ ২১৪ ॥

গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল॥ ২১৫ ॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥ ২১৬ ॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্ব্বাহিল॥ ২১৭ ॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥ ২১৮ ॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥ ২১৯ ॥
সিদ্ধান্ত সার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণ লীলারস প্রেম যাহা হৈতে জানি॥ ২২০ ॥

অনুভাষ্য।

স্থিতি অর্থ, ভূসম্পত্তি ও অর্থ অথবা সঞ্চিত ধন। কুটুম্ব বিশেষের নিকট অস্থাবর গচ্ছিত দ্রব্য ও স্থাবর সম্পত্তি যথাযোগ্য পাত্রে বিভক্ত করিয়া দিলেন॥ ২১৪ ॥

মনঃকথা, যাহা যাহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল॥ ২১৬ ॥

নানা শাস্ত্র, ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই সকল শাস্ত্রের মাথুর মণ্ডল সম্বন্ধীয় প্রমাণাবলী উদ্ধৃত আছে। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদনমোহনের সেবা প্রকাশ করেন॥ ২১৮ ॥

হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২১ ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন ॥ ২২২ ॥
রূপ গোসাঞি কৈল রসামৃতসিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥ ২২৩ ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৪ ॥
বিদগ্ধমাধব ললিতমাধব নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলা রস তাঁহা পাইবে সকল ॥ ২২৫ ॥

অনুভাষ্য।

ভাগবতামৃত। বৃহদ্ভাগবতামৃত ॥ ২১৯ ॥

দশম টিপ্পনী। বৃহত্তোষণী টীকা ॥ ২২০ ॥

হরিভক্তিবিলাস। শ্রীসনাতন সংগৃহীত দিগ্‌দর্শিনী টীকা সহ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ পরে শ্রীগোপাল ভট্ট সঙ্কলন করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে কর্ম্মী স্মার্ত্তগণ হরিভক্তি বিলাসের মত গ্রহণ না করিয়া তত্তৎ শাস্ত্র হইতেই কিরূপে অন্যমত স্থাপন করিলেন। হরিভক্তি বিলাসের মত শাস্ত্র সম্মত ও সুবিশুদ্ধ হইলেও কর্ম্মীগণ নিজ নিজ প্রাকৃত মতনিষ্ঠ হইয়া শাস্ত্রীয় বিশেষ মত ত্যাগ পূর্ব্বক সাধারণ নিজ মতের পোষক প্রমাণাবলীমাত্র স্বীকার করেন ॥ ২২১ ॥

রসামৃতসিন্ধুসার, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ২২৩ ॥

দান-কেলিকৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥ ২২৬ ॥
তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তার পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥ ২২৭ ॥
সর্ব্বত্যাগি তিহঁ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিহঁ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥ ২২৮ ॥
ভাগবত-সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত সিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার ॥ ২২৯ ॥
গোপাল চম্পূ আর নানা গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম-লীলা-রস-সার দেখাইল ॥ ২৩০ ॥
ষট্ সন্দর্ভে কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ তুঁহে বিস্তার করিল ॥ ২৩১ ॥
জীব গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।

অনুভাষ্য।

লক্ষগ্রন্থ, শ্রীরূপ রচিত গ্রন্থ সমূহে এক লক্ষ শ্লোক আছে। পদ্যের সংখ্যা ব্যতীত গদ্যগুলি গণনা করিবারও প্রণালী আছে। লিপিকারকগণ স্ব স্ব পারিশ্রমিক নির্ণয়কালে গদ্য ও পদ্যের শ্লোক গ্রন্থ সংখ্যা গণনা করেন। কেহ ভ্রমে পতিত হইয়া এরূপ মনে না করেন যে এক লক্ষ সংখ্যক পুস্তক শ্রীরূপ প্রভু রচনা করেন ॥ ২২৬ ॥

ভাগবত সন্দর্ভ। ষট্ সন্দর্ভ। মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদ ৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২২৯ ॥

নিত্যানন্দ প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২৩২ ॥
প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ।
রূপ-সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন ॥ ২৩৩ ॥
আজ্ঞা দিল শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥ ২৩৪ ॥
তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা ফল পাইল।
শাস্ত্র করি কতকাল ভক্তি প্রচারিল ॥ ২৩৫ ॥
এই তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস।
ইঁহা সবার চরণ বন্দো যার মুঞি দাস ॥ ২৩৬ ॥
এইত কহিল পুনঃ সনাতন সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২৩৭ ॥
চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতনসঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

এই তিন গুরু ১। শ্রীরূপ ২। শ্রীসনাতন ৩। শ্রীজীব গোস্বামী ॥ ২৩৬ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথাসার।

শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। রামানন্দের দেবদাসীগণের সহিত ব্যবহার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের তত্ত্ব পরে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মিশ্র রামানন্দের নিকট পুনরায় গিয়া তাঁহার নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশী একবিপ্র মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া আনিলে স্বরূপগোস্বামী তাহা শ্রবণ করতঃ তাহাতে মায়াবাদ দোষ দেখাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার কৃত কবিতার দ্বিতীয়ার্থ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন সেই কবি চরিতার্থ হইয়া সর্ব্বত্যাগ করিয়া নীলাচলে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে রহিলেন।

বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত, দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া, আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম॥ ১॥

অনুভাষ্য।

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ বৈগুণ্যং বিপাকরূপং তদ্রূপেণ কীটেন কলিনঃ দষ্টঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ পৈশুন্যং খলত্বং তদ্রূপেণ ব্রণেন ক্ষতেন পীড়িতঃ

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন ॥ ৩ ॥
একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে ॥ ৪ ॥
শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোনভাগ্যে পাঞাছো তোমার দুর্লভ চরণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয় ॥ ৬ ॥
প্রভু কহেন কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি ॥ ৭ ॥
ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভু কহেন,—মহাপ্রভু বলিলেন ॥ ৭ ॥

অনুভাষ্য।

দৈন্যার্ণবে দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্নঃ অহং চৈতন্যবৈদ্যং মহাপ্রভুরূপচিকিৎসকং আশ্রয়ে আশ্রিতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ, ৮ম শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং]

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥ ১০ ॥

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তারে বসাইল আসনে ॥ ১১ ॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবক পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥ ১২ ॥
দুই দেব কন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্য গীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরুষের উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণকথায় রতি উৎপন্ন না করে তাহা হইলে সেইধর্ম্মও শ্রমমাত্র ॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য।

পুংসাং যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ সুন্দররূপেণ সম্পাদিতঃ ধর্ম্মঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ বিশ্বক্‌-সেনকথাসু বিশ্বক্‌সেনস্য হরেঃ কথাসু নামরূপগুণলীলাকীর্ত্তনাদিষু রতিং রুচিং ন উৎপাদয়েৎ ন জনয়েৎ তর্হি তদ্বর্ণাশ্রমধর্ম্মঃ কেবলং হি শ্রম এব তস্য ধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপি সাফল্যং নাস্তি নিশ্চিতং ব্যর্থো ভবতি। নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ১০ ॥

তাহা দুহাঁ লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের শিক্ষায় নর্ত্তনে ॥ ১৪ ॥
তুমি ইহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন ॥ ১৫ ॥
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহা রহিল বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা ॥ ১৬ ॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্রসংমার্জ্জন ॥ ১৭ ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ॥ ১৮ ॥
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য।

নিজনাটক, শ্রীরামানন্দরায় রচিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জগন্নাথ বল্লভ নাটক ॥ ১৪ ॥

অভ্যঙ্গ মর্দ্দন, তৈল মৃক্ষণ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন, সকল অঙ্গোচিত অলঙ্কারাদি ভূষিত করণ।

নির্ব্বিকার, স্ত্রী দর্শনাদিতে প্রাকৃত পুরুষাভিমানীগণের ন্যায় রামানন্দ ভোগপর হইয়া কায়িক বিকার বা মানস বিকারের বশীভূত হন নাই ॥ ১৮ ॥

সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ ॥ ২০ ॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা ॥ ২১ ॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিক্ষাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥ ২২ ॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ বলিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করাইবার জন্য দুই দেবকন্যা অর্থাৎ নবীনা দেবদাসী (যাহাদের এখন মাহারী বলে) আনাইয়া তাহাদিগকে সেই নাটকের অভিনয় যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন।

সেই দুই কন্যা, প্রধানা গোপীদিগের লীলাভিনয় করিবেন বলিয়া তাহাদের শরীরে প্রধানা গোপীবুদ্ধিরূপ সেব্য বুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীভাব গ্রহণ পূর্ব্বক অভিনয়ের গীতসেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করতঃ তাঁহার দেহসংস্কার ও মণ্ডনাদি করিতেছিলেন ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

নাটক লিখিত গীতের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি নটীর দ্বারা ব্রজরসরসিকের নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাইতে শিখাইলেন ॥ ২২ ॥

মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ২৩ ॥
ভাবপ্রকটনলাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দুহেঁ প্রকট দেখায় ॥ ২৪ ॥
তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ ঘর পাঠাইল ॥ ২৫ ॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন ॥ ২৬ ॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥ ২৭ ॥
মিশ্রকে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া ॥ ২৮ ॥
বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল ॥ ২৯ ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।

অনুভাষ্য।

ভাবপ্রকটনলাস্য, ভাবপ্রকাশিকারী স্ত্রীনৃত্য ॥ ২৪ ॥

প্রত্যহই দেবদাসীগণকে ঐ প্রকার অভিনয় সাধন করিতে শিক্ষা দেন। প্রাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ী মানবগণ, প্রভু রামানন্দের অলৌকিক কৃষ্ণ-সেবাপর অপ্রাকৃত মনের রাজ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬ ॥

আজ্ঞা কর কাঁহা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥ ৩০ ॥
মিশ্র কহে তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে ॥ ৩১ ॥
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘর গেলা ॥ ৩২ ॥
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা শুনিলে রায় স্থানে ॥ ৩৩ ॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥
আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥ ৩৫ ॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ॥ ৩৬ ॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার নহে যাহা আশ্চর্য্য কথন ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

অতিকাল, বাক্যালাপ করিবার কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া অর্থাৎ অসময়ে বাক্যালাপ আরম্ভ হইলে উভয়েরই পক্ষে অসুবিধা হইবে। ৩২ ॥

প্রকৃতি, পুরুষভোগ-যোগ্য স্ত্রীলোক ॥ ৩৫ ॥

একে দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী ।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥ ৩৮ ॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ ।
গুহ্য অঙ্গের যত তার দর্শন স্পর্শন ॥ ৩৯ ॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ।
নানা ভাবোদ্গম তার করায় শিক্ষণ ॥ ৪০ ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ-পাষাণ-সম ।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৪১ ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার ॥ ৪২ ॥
তাহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র ।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪৩ ॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি এক অনুমান ।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য ।

সব সেবা, সকল প্রকার সেবা পরবর্ত্তী পয়ারে বিবৃত হইয়াছে। ৩৮।।

নানা ভাবোদ্গম, কৃষ্ণলীলার অভিনয়োপযোগী ৩৩ প্রকার ভাবের প্রকাশ ॥ ৪০ ॥

বর্দ্ধনধর্ম্মরহিত অচেতন কাষ্ঠ এবং দ্রবধর্ম্মরহিত কঠিন প্রস্তরের ন্যায় রামানন্দের শরীর এবং মনের বিকার ঘটে নাই ॥ ৪১ ॥

ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৪৫ ॥
হৃদ্রোগ কাম তাঁর তৎকাল হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহাধীর হয় ॥ ৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তিন গুণ,—সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণের ক্ষোভেতে যে স্ত্রীপুরুষ-ব্যবহার ইচ্ছা, তাহা তাঁহার হয় না ॥ ৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদিমধুর লীলা নিজ অপ্রাকৃত হৃদয়দ্বারা বিশ্বাস করিয়া বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন তাঁহার মনসিজ প্রাকৃত কাম হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হয়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা ও শ্রোতা অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণ ভাব বিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চলমতি হন এবং কৃষ্ণ সেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ হন। সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ এরূপ মনে না করেন যে প্রাকৃত কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে সাধন ভক্তি ছাড়িয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণরাসাদি পারকীয় বিহার-কথা নিজ ভোগময় প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট রাজ্যে বাস করিয়া কৃষ্ণলীলাকে নিজ সদৃশ প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জানিয়া তাহা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে তাহাদের জড় কাম বিনষ্ট হইবে। ইহার জন্যই মহাপ্রভু বিশ্বাস শব্দ দ্বারা সহজিয়াগণের প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসনের কথা বুঝাইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ ৪৭॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৩ অ, ৪১ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ৪৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের ক্রীড়া বর্ণনা যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শুনেন বা বর্ণন করেন সেই ধীরপুরুষ ভগবানে পরাভক্তি যথেষ্ট লাভ করতঃ হৃদ্‌রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্র দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে কৃষ্ণলীলা সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি চিৎপ্রেমের উদয় পরিমাণে দূর হইতে থাকে। সম্পূর্ণ চিন্ময়লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না॥ ৪৮॥

অনুভাষ্য।

ব্রজবধূভিঃ সহ ইদং অন্যৎ চ বিষ্ণোঃ নন্দনন্দনস্য বিক্রীড়িতং বিশিষ্টাং ক্রীড়াং শ্রদ্ধান্বিতঃ শ্রদ্ধয়া অপ্রাকৃতসুদৃঢ়বিশ্বাসেন যুক্তঃ সন্ যঃ পুমান্ অনুশৃণুয়াৎ অনু নিরন্তরং গুরুমুখাৎ প্রাকৃতব্যবধানরাহিত্যেন শৃণুয়াৎ অথ অনন্তরং বর্ণয়েৎ রূপানুগক্রমপথা নামরূপগুণলীলাদিকং সংকীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ স তস্মিন্ ভগবতি কৃষ্ণে পরাং ভক্তিং উৎকৃষ্টাং প্রেম-

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি ॥ ৪৯ ॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্য সিদ্ধ সেই, প্রায় সিদ্ধ তার কায় ॥ ৫০ ॥
রাগানুগমার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ ৫১ ॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা ॥ ৫২ ॥
মোর নাম লইহ তিঁহ পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিবার তরে ॥ ৫৩ ॥
শীঘ্র যাহ যাবৎ তিঁহ আছেন সভাতে।
এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য।

ভক্তিং প্রতিলভ্য প্রাপ্য অচিরেণ ইহৈব ধীরঃ অচঞ্চলঃ রূপানুগঃ সন্ হৃদ্রোগং মনোভবকামাধিং আশু শীঘ্রং অপহিনোতি খণ্ডয়তি ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি বিলাস যিনি শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরূপকথিত অপ্রাকৃতভাবে সর্ব্বক্ষণ আবিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণ-সেবা করেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ফল বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ তাঁহার প্রায় সিদ্ধ শরীর লোক-লোচনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণসেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠানে অপ্রাকৃত চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহার শরীর প্রায় সিদ্ধ অপ্রাকৃত ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥

রায়-পাশ গেলা রায় প্রণতি করিলা।
আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হৈলা ॥ ৫৫ ॥
মিশ্র কহে মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥ ৫৬ ॥
শুনি রামানন্দ মনে হইলা সন্তোষে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে ॥ ৫৭ ॥
প্রভু আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ॥ ৫৮ ॥
এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।
কি কথা শুনিতে চাহ মিশ্রেরে পুছিলা ॥ ৫৯ ॥
তিহঁ কহে যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে ॥ ৬০ ॥
আনের কি কথা তুমি প্রভু উপদেষ্টা।
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা ॥ ৬১ ॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি ॥ ৬২ ॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃতসিন্ধু উথলিলা ॥ ৬৩ ॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত ॥ ৬৪ ॥

বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দুহেঁ প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি কাহাঁ জানে দিন শেষে ॥ ৬৫ ॥
সেবক কহিল দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথার করিল বিশ্রাম ॥ ৬৬ ॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
কৃতার্থ হইলাম বলি নাচিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলা প্রভুর চরণ ॥ ৬৮ ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ ॥ ৬৯ ॥
মিশ্র কহে প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ ৭০ ॥
রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি-রসময় ॥ ৭১ ॥
আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণ কথা বক্তা করি না জানিহ মোরে ॥ ৭২ ॥
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র ॥ ৭৩ ॥
মোর মুখে কথা ইহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার ॥ ৭৪ ॥

যে সব শুনিল কৃষ্ণ রসের সাগর।
ব্রহ্মাদি দেবের এ সব না হয় গোচর ॥ ৭৫ ॥
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি ॥ ৭৬ ॥
প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি ॥ ৭৭ ॥
মহানুভবের এই মত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥ ৭৮ ॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণ লেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ ॥ ৭৯ ॥
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

রামানন্দ লোকচক্ষে গৃহস্থ; ইন্দ্রিয়সংযত ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন। গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া গৃহব্রত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন কিন্তু গৃহস্থিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব গৃহস্থের ন্যায় অদান্তগো হইয়া ষড়্‌বর্গের বশীভূত হন না। স্ত্রীপুত্রাদির কথা লইয়া রামানন্দ প্রাকৃত লোকের বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়ী কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার বিষয় হওয়ায় তিনি কৃষ্ণবিষয়ী, নির্ব্বিশেষ বাদী তার্কিক মাত্র নহেন। তিনি বিষয়-ত্যক্ত নির্গুণ সন্ন্যাসীগণকে জড়বিষয়ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবিষয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত করান ॥ ৮০ ॥

এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥ ৮১ ॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে ॥ ৮২ ॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥ ৮৩ ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সন্ন্যাসীগণ মনে করেন যে তাঁহারা সংসারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বেদান্ত তত্ত্ব অনুশীলন করতঃ জগতের গুরু হইয়াছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মনে করেন যে স্মৃতি অনুসারে সর্ব্ববর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ; অতএব ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত পরমার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দিবার আর কাহারও অধিকার নাই, এই দুই গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ

অনুভাষ্য।

ভঙ্গী, চিত্র, কৌশল, উদাহরণ ॥ ৮২ ॥

গূঢ়, অন্তর্নিহিত, অপ্রকাশিত।

ঐশ্বর্য্য স্বভাব, ঐশীশক্তি, ঐশ্বরিক বল ॥ ৮৩ ॥

পণ্ডিত, বেদাধিকার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ।

সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণের আশ্রম চতুষ্টয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম।

লৌকিক ধারণামতে শৌক্রব্রাহ্মণগণেরই সাবিত্র্যধিকার। সাবিত্র্য জন্মে বেদাধিকার। সাবিত্র্য বিপ্রজন্ম লাভ করিয়া আশ্রমত্রয় অতিক্রম

ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আপনা হইতে উচ্চতম শূদ্রের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক সময়ে অনুন্নত মতি হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে যিনি প্রাকৃত অপ্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-

অনুভাষ্য।

কল্পতঃ সন্ন্যাসীর উন্নত পদবী। ত্রিবর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ। আশ্রমত্রয়াবস্থিত ব্রাহ্মণের গুরু সন্ন্যাসী। তাঁহাদের পদোচিত প্রাকৃত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনায় সর্ব্ব নিম্ন শূদ্র বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব্ব নিম্নাশ্রমী গৃহস্থ বলিয়া পরিচিত রামানন্দ রায় দ্বারা প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক শৌক্র ব্রাহ্মণকে উপদেশ-প্রদান এবং গৃহীত সন্ন্যাস মহাপ্রভু স্বয়ং রামানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরহরি আশ্রম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত লোকে প্রকট করিবার বাসনায় এবং প্রাকৃত পণ্ডিতাভিমানী ও ত্যাগাভিমানীগণের ভ্রমপূর্ণ ধারণার প্রতিকূলে স্বীয় নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সাধারণ মূঢ় লোক শাস্ত্র তাৎপর্য্য অবগত নহে পরন্তু গৌর-সুন্দরের আশ্রিত সেবকগণের বিশুদ্ধ সদাচার ও যোগ্যতা দর্শন করিয়া বর্ণাশ্রমসম্বন্ধে শাস্ত্রের সত্য বুঝিতে পারিলেন। হরিপরায়ণ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবগণ যে কোন কুলে উদিত হইয়া যে কোন আশ্রমে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাচার্য্য হইতে পারেন একথা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। শাস্ত্রের গূঢ় উদ্দেশ্য ভগবান্ গৌরহরি লোকে নির্ব্বিবাদে প্রচার করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য স্বভাব প্রকট করিলেন ॥ ৮৪ ॥

আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥ ৮৫ ॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি সিদ্ধান্ত বিলাস ॥ ৮৬ ॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রস প্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥ ৮৭ ॥
শ্রীচৈতন্য লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগত ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥ ৮৮ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান ॥ ৮৯ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ ৯০ ॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। জগত্তারণ মহাপ্রভু এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি সন্তান প্রদ্যুম্নমিশ্রকে রামানন্দের নিকট তত্ত্বশিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন ॥ ৮৪।৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীচৈতন্য-লীলামৃত সিন্ধুর এক বিন্দু জগৎকে প্রেমদ্বারা প্লাবিত করিতে সমর্থ। শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভৃতি ও শ্রীমহাপ্রভুর তাদৃশ উদারতার বিকাশ সমূহ ॥ ৮৮ ॥

নাটক করি লঞা আইলা শুনাইতে ॥ ৯১ ॥
ভগবান্ আচার্য্য সনে তার পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥ ৯২ ॥
প্রথমে নাটক তিঁহ তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥ ৯৩ ॥
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥ ৯৪ ॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ কবিত্ব যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ ৯৫ ॥
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি লয় তার মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥ ৯৬ ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত বিরোধ।

অনুভাষ্য।

রসাভাস। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উত্তরবিভাগ নবম লহরী। পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ ॥ ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। আপাততঃ রস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পূর্ব্বকথিত লক্ষণধারী অঙ্গহীন হইলে রসিকগণ তাহাকে রসাভাস বলেন। উপরস, অনুরস ও অপরস ভেদে রসাভাস উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ভাবসকলকে কেহ কেহ তদাভাস বা রসাভাস বলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ। পরপুর-

সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ ॥ ৯৭ ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ ৯৮ ॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥ ৯৯ ॥
আদৌ তুমি শুন যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাব শ্রবণে ॥ ১০০ ॥
স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥ ১০১ ॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ ১০২ ॥
রস, রসাভাস যার নাহি এ বিচার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যদ্বা তদ্বা কবি—যে সে কবি অর্থাৎ রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্ব ভালরূপে না জানিয়া যাহারা রচনা করে ॥ ১০২ ॥

অনুভাষ্য।

বৈরস্যোর্যদি যোগস্তদা রসাভাসঃ। পরস্পর বিরোধী রসদ্বয়ের যোগ হইলে রসাভাস হয়।

সিদ্ধান্তবিরোধ, ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ, তত্ত্ববিরোধ এবং

ভক্তি সিদ্ধান্ত সিন্ধু নাহি পায় পার ॥ ১০৩ ॥
ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার ॥ ১০৪ ॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য বিহার ॥ ১০৫ ॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর পাদপদ্ম যার হয় প্রাণ ধন ॥ ১০৬ ॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ ॥ ১০৭ ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ ॥ ১০৮ ॥
ভগবান আচার্য্য কহে শুনি একবার।
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার ॥ ১০৯ ॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিলা।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈলা ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গ্রাম্য কবি—যেসকল কবি গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষের বিষয়ে কবিতা রচনা করে।

বিদগ্ধ আত্মীয়বাক্য—তত্ত্ব চতুর ভক্ত সম্প্রদায়ের আত্মীয়বৃন্দের রচনা ॥ ১০৭ ॥

সবা লঞা স্বরূপগোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী-শ্লোক পড়িলা ॥ ১১১ ॥

[বঙ্গদেশীয় বিপ্রস্য]

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥ ১১২ ॥

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোকে তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥ ১১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যিনি কনককান্তি আপনাতে ন্যস্ত করিয়া বিকশিত কমল-নেত্রস্বরূপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অশেষ প্রকৃতিজড়কে চেতনা দান পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন্ ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ কনকরুচিঃ কনকস্য স্বর্ণস্য ইব রুচিঃ, কান্তির্যস্য সঃ গৌরঃ ইহ অস্মিন্ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিকচকমলনেত্রে বিকচে প্রফুল্লে কমলে ইব নেত্রে যস্য তস্মিন্ শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে শ্রীজগন্নাথ ইতি সংজ্ঞা নামধেয়ং যস্য আত্মনি শরীরে আত্মতাং দেহিত্বং প্রপন্নঃ সন্ অশেষং চতুর্দ্দশভুবনং প্রকৃতিজড়ং প্রকৃত্যা জড়ং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ প্রকটো বভূব সঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ তব ভব্যং কল্যাণং দিশতু বিদধাতু ॥ ১১২ ॥

কবি কহে, জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য গোসাঞি শরীরী মহাধীর ॥ ১১৪ ॥
সহজ জড় জগতে চেতন কহাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥ ১১৫ ॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥ ১১৬ ॥
আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুইত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥ ১১৭ ॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত কায় ॥ ১১৮ ॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান ॥ ১১৯ ॥

অনুভাষ্য।

শরীরী, যাঁহার শরীর, তিনি দেহী ॥ ১১৪ ॥

জগন্নাথ বিগ্রহকে দারুময় প্রতিমাজ্ঞানে বিনাশশীল এবং প্রাকৃত দ্রব্য-গঠিত জড়বস্তুসত্তা মাত্র মনে করিলে অপরাধ হয় যেহেতু ভগবদ্ভক্ত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিচক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ দর্শন করেন ॥ ১১৮ ॥

যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি" এই শ্রুতিবাক্যোদিত জীব স্ফুলিঙ্গ সদৃশ চিৎকণ। মায়াবশ জীবের জড়ে বদ্ধযোগ্যতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার জড়াধীন ক্ষুদ্রজীবত্ব এরূপ নহে তিনি মায়াধীশ পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য ভগবান্ যশোদানন্দন ॥ ১১৯ ॥

তুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই গতি ॥ ১২০ ॥
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ ॥ ১২১ ॥

অনুভাষ্য

দুই ঠাঞি, শ্রীজগন্নাথদেবকে এবং শ্রীচৈতন্যদেব উভয়কে প্রপঞ্চান্তর্গত বিচার করায় একের প্রাকৃত দেহ অন্যের প্রাকৃত দেহে চিৎকণপ্রবেশ মনে করায় দুই স্থানে অপরাধ।

অতত্ত্বজ্ঞ, যাহার তত্ত্ববোধ নাই অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী, ফলভোগী কর্ম্মী অথবা স্বেচ্ছাচারী বিবেকহীন ব্যক্তি ॥ ১২০ ॥

ঈশ্বরের দেহ স্বতন্ত্র এবং দেহী ঈশ্বর ভিন্ন বস্তু স্বীকার করিলে অপরাধ হয়। প্রাকৃত জগতে গুণ মায়া গঠিত বদ্ধজীবের দেহ সত্তা এবং জীবমায়াগঠিত জীবানুভূতি। ঈশ্বর ও বদ্ধজীবে ভেদ এই যে—ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা ও কর্ম্মফলাধীশ, জীব বদ্ধাবস্থায় কর্ম্মফল ভোক্তা ও ফলাধীন। ঈশ্বর মায়াবশবর্ত্তী নহেন, বদ্ধজীব মায়াধীন। ঈশ্বর অপরিমেয়, জীব পরিমেয়। বদ্ধ জীবের নশ্বর অনিত্য দেহ মায়িক, শুদ্ধ জীবের অপ্রাকৃত দেহ নিত্য। মায়াতীত ঈশ্বর নিত্য সবিশেষ বিগ্রহ। প্রপঞ্চে নিত্যবিগ্রহ উদিত হইলে তাহা কখনই প্রাপঞ্চিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট মায়িক নহে। নিত্যবিগ্রহকে নির্বিশেষ করিবার ছলে দেহদেহিভেদ অপরাধের কার্য্য ॥ ১২১ ॥

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ ॥ ১২২ ॥

[লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে ৯মাঙ্কধৃত কৌর্ম্মং]

দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্ক, ৯ম অ, ৩য় শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

ঈশ্বরে দেহদেহী ভেদ নাই ॥ ১২৩ ॥

অনুভাষ্য।

অদ্বয় জ্ঞান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ শ্লোকে তত্ত্ব স্বরূপ নির্ণয়ে একমাত্র ঈশ্বরে দ্বৈত বস্তুবুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। তিনি অদ্বয় জ্ঞান সুতরাং তাঁহার নাম রূপ গুণ লীলা জড় জগতের বস্তুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন নহে, অভিন্ন জানিতে হইবে। ঈশ্বরে দেহদেহি-ভেদজ্ঞান হইলে তাঁহাকে বদ্ধজীব বলিয়া ভ্রম হয়, বদ্ধজীবে অদ্বয় জ্ঞানাভাব ॥ ১২২ ॥

ঈশ্বরে পরমাত্মনি সবিশেষতত্ত্ববস্তুনি ভগবতি অয়ং দেহদেহিবিভাগঃ নাম একঃ নামী অন্যঃ রূপঃ একঃ রূপী স্বতন্ত্রঃ গুণঃ একঃ গুণী ভিন্নঃ লীলা একা লীলাময়ো ভিন্নঃ এবংভূতমায়াকৃতঃ খণ্ডঃ ক্বচিৎ গোলোকে পরব্যোম্নি দেবীধাম্নি বা চতুর্দ্দশভুবনান্তর্মধ্যে চ ন বিদ্যতে ॥ ১২৩ ॥

পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোস্মি ॥ ১২৪ ॥

[তত্রৈব ৯ম অ, ৪র্থ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়
ধ্যানেস্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং ।
তস্মৈ নমো ভগবতেনুবিধেম তুভ্যং
যোনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ১২৫ ॥

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মহেশ্বর ।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ॥ ১২৬ ॥

(শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রিয়া পুষ্ট্যা ইত্যস্ত ব্যাখ্যায়াং ধৃতসর্ব্বজ্ঞসূত্রং)

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ১২৭ ॥

শুনি সভাসদের হৈল মহা চমৎকার ।
সত্য কহে গোসাঞি করেছে তিরস্কার ॥ ১২৮ ॥

অনুভাষ্য ।

মধ্যলীলা ২৫ পরিচ্ছেদ ৩৬ সংখ্যা ॥ ১২৪ ॥

মধ্যলীলা ২৫ পরিচ্ছেদ ৩৭ সংখ্যা ॥ ১২৫ ॥

কোথায় মহা পরমেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণানন্দময় ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ আর কোথায় ক্ষুদ্র জীবের মহা ক্লেশ পূর্ণ মায়াপদবী সমূহের জন্য দাস্য। এতদুভয়ের সমতা দূরে যাক্, তুলনা হওয়া অসম্ভব ॥ ১২৬ ॥

মধ্যলীলা ১৮ পরিচ্ছেদ ১১৪ সংখ্যা ॥ ১২৭ ॥

শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥ ১২৯॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়॥ ১৩০॥
যাহ, ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে॥ ১৩১॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥ ১৩২॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥ ১৩৩॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।

অনুভাষ্য।

কেবলাদ্বৈত-নির্ব্বিশেষ-মতনিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃধু বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িলে ফল হইবে না। ত্যক্তবিষয় পরমহংস বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পড়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থই বৈষ্ণবের একমাত্র সম্পত্তি॥ ১৩১॥

শ্রীচৈতন্য ভক্তগণ নিত্য হরিপার্ষদ অপ্রাকৃততত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ করিলে জীবের প্রাকৃত ভোগোত্থ অজ্ঞান সমূহ নিরস্ত হইয়া সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হয়॥ ১৩২॥

তোমার হৃদয়ের অর্থ দুঁহায় লাগে দোষ ॥ ১৩৪ ॥
তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ ১৩৫ ॥
যৈছে দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ২৫ অ, ৫ম শ্লোকে গোপমুদ্দিশ্য ইন্দ্রবাক্যং)

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

ইন্দ্র কহিলেন, এই বাচাল, মূঢ়, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক গোপসকল আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে ॥১৩৭॥

অনুভাষ্য।

দুঁহায়, শ্রীজগন্নাথদেবে এবং শ্রীগৌরহরিতে ॥ ১৩৪ ॥

অজ্ঞতাবশতঃ তোমার মায়াবাদ ও ভক্তিমার্গের পার্থক্য উপলব্ধি নাই। তজ্জন্য তুমি যে প্রণালীতে নিজ ভাব ব্যক্ত করিয়াছ তাহা শুদ্ধ হয় নাই যেমন তেমন হইয়াছে কিন্তু সরস্বতী রচনাধিষ্ঠাত্রী হইয়া তোমার যেরূপ সেরূপ বাক্যদ্বারা স্তব করিয়াছেন ॥ ১৩৫ ॥

বাচালং বহুনিন্দ্যভাষিণং বালিশং মূর্খং স্তব্ধং অবিনীতং অজ্ঞং পরিণামদর্শনহীনং পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যং মর্ত্ত্যং মরণশীলং কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য গোপাঃ মে মম অপ্রিয়ং অপমানং চক্রুঃ।। ইন্দ্রভারত্যা সরস্বতী-স্তব পক্ষে। বাচালং বাচা হেতুনা অলং সমর্থং শাস্ত্রযোনিং বেদপ্রবর্ত্তকং বালিশং শিশুবৎ গর্ব্বহীনং স্তব্ধং অন্যস্য বন্দ্যস্য অভাবাৎ বিনয়াশ্রয়রহিতং অজ্ঞং

কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥

ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল ॥ ১৩৮ ॥
ইন্দ্র বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৯ ॥
বাচাল কহিয়ে বেদ-প্রবর্ত্তক ধন্য।
বালিশ তথাপি, শিশু-প্রায় গর্ব্বশূন্য ॥ ১৪০ ॥
বন্দ্যাভাবে অনম্র, স্তব্ধ শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি, সে অজ্ঞ হয় ॥ ১৪১ ॥
পণ্ডিতের মান্য পাত্র হয় পণ্ডিত মানী।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বন্দ্যাভাবে অনম্র স্তব্ধ শব্দে কয়—যাঁহার আর বন্দ্য কেহ নাই তিনি সুতরাং অনম্র ইহা স্তব্ধশব্দে প্রকাশ হয় ॥ ১৪১ ॥

অনুভাষ্য।

নাস্তি জ্ঞো বুদ্ধির্যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতানাং বন্ধমোক্ষবিদাং বহুসেব্যং মর্ত্ত্যং বাৎসল্যান্মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং কৃষ্ণং সচ্চিদানন্দরূপং উপাশ্রিত্য গোপাঃ মে অপ্রিয়ং চক্রুঃ ॥ ১৩৭ ॥

সম্ভাল, জ্ঞান ॥ ১৩৮ ॥

জরাসন্ধ কহে কৃষ্ণ পুরুষ অধম।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন্ ॥ ১৪৩ ॥
যাহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন ॥ ১৪৪ ॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা-বন্ধু হয়।
অবিদ্যা নাশক বন্ধুহন্ শব্দে কয় ॥ ১৪৫ ॥
এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন্,—হে বন্ধুনাশক তুমি, যাও। তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না ॥ ১৪৩ ॥

অবিদ্যাবন্ধু—সকলকে বাঁধে বলিয়া অবিদ্যাবন্ধু। সেই বন্ধুকে যিনি নাশ করেন তিনি বন্ধুহা ॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

জরাসন্ধ কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে পুরুষাধম হে বন্ধুহন্ যাও, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না। এই জরাসন্ধ বাক্য দ্বারা সরস্বতী কৃষ্ণের স্তব করিলেন। পুরুষাধম শব্দে বহুব্রীহি সমাসে পুরুষগণ যাঁহা হইতে অধম অর্থাৎ পুরুষোত্তম অর্থ হয়। সংসারে উন্নতি আশাকারী বন্ধু সেই বন্ধুই মায়া বা অবিদ্যা। মায়া বা অবিদ্যা হননকারী বন্ধুহা, সম্বোধনে বন্ধুহন্ ॥ ১৪৩ ॥

শিশুপাল যে বাক্যে কৃষ্ণ নিন্দা করিয়াছিল তাহাতেও এই প্রকারে সরস্বতী কৃষ্ণ স্তুতি করেন ॥ ১৪৬ ॥

তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাসে॥ ১৪৭॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবর স্বরূপ॥ ১৪৮॥
তাঁহা সহ আত্মতা এক রূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুইরূপ হঞা॥ ১৪৯॥
সংসার তারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি॥ ১৫০॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম রূপে কৈল অবতার॥ ১৫১॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥ ১৫২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোকে নিস্তারিল জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা॥ ১৫৩॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার যৈছে করিলে বর্ণন॥ ১৫৪॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥ ১৫৫॥
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা॥ ১৫৬॥

তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈল।
তার গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল ॥ ১৫৭ ॥
সেই কবি সর্ব্বত্যাগি রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণ কৃপা কে কহিতে পারে ॥ ১৫৮ ॥
এইত কহিল প্রদ্যুম্ন মিশ্র বিবরণ।
প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥ ১৫৯ ।
তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা ॥ ১৬০ ॥
প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥ ১৬১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা অমৃতের সার।
এক লীলা প্রবাহে বহে শত শত ধার ॥ ১৬২ ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পড়ে শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতত্ত্ব জানে ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমপরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসং

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের উৎকট ভাবোদয় সময়ে স্বরূপ ও রামানন্দ অনেক সান্ত্বনা করেন। এই সময় রঘুনাথদাস আসিয়া পৌঁছিলেন। রঘুনাথদাস বহুদিন হইতে প্রভুর পদাশ্রয় করিবার যত্ন পাইতেছেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার ছলে যে সময়ে শান্তিপুরে যান তখন তাঁহার চরণাশ্রয় করিবার প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যুক্ত বৈরাগ্য করিবার উপদেশ করিলেন। ইত্যবসরে কোন ম্লেচ্ছচৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতিহিংসা করিয়া গৌড় হইতে উজির আনাইলে হিরণ্যদাস পলায়িত হইলেন। রঘুনাথ দাসের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সে উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথদাস পানিহাটি গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় চিড়া মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পর দিন নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথকে চৈতন্যচরণ পাইবার আশীর্বাদ করিলেন। তদনন্তর রাত্রে বাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত পুরোহিত এবং স্বীয় গুরু ও পুরোহিত যদুনন্দনাচার্য্য তাঁহার গৃহে আসিলে তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া রঘুনাথ একা পলাইয়া গেলেন। গুপ্ত পথ দিয়া বার দিবসে পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু

ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহাকে স্বরূপের রঘু এই নাম দিয়া স্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ পাঁচ দিবস প্রসাদ পাইয়া বহুদিন সিংহদ্বারে অযাজক বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। পরে মহাপ্রসাদ ছত্রে মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা সংবাদ পাইয়া মনুষ্য ও অর্থ পাঠাইলে রঘুনাথ তাহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভু রঘুনাথের ছত্রে ভিক্ষা, শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিলেন। পরে দাসগোস্বামী পরিত্যক্ত সড়াপ্রসাদ ধুইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন; তাহাতে স্বরূপ ও মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া সেই প্রসাদ বলপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া রঘুনাথকে কৃপা করিলেন।

যিনি কৃপাগুণে 'গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করতঃ তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন; সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণে আমি প্রপন্ন হই ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ চৈতন্যদেবঃ ভঙ্গ্যা কৌশলেন কৃপাগুণৈঃ অনুকম্পাবিতরণৈঃ কুগৃহান্ধকূপাৎ কু কুৎসিতং পুংস্ত্রীপুত্রাদিকথাবহুলং গৃহমেব অন্ধকূপঃ নির্গমনপথরহিতঃ তস্মাৎ রঘুনাথদাসং দাসগোস্বামিনং উদ্ধৃত্য স্বরূপে দামোদর-স্বরূপগোস্বামিনি ন্যস্য সমর্প্য অন্তরঙ্গং নিজজনং বিদধে চকার অহং অমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি। শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামি-চরণাঃ। যো মাং দুস্তরনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্রমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এই মত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥ ৩ ॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ বিয়োগ বাধয়।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্ত দুঃখ ভয় ॥ ৪ ॥
উৎকট বিরহ দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকুল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ ৫ ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ ৬ ॥
দিনে প্রভু নানা সঙ্গে হয় অন্য মন।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদন ॥ ৭ ॥
তাঁর সুখ হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস শ্লোক গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ ৮ ॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌর সুখ দান হেতু তৈছে রাম রায় ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপ গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥ ১০ ॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যারে লোকে গায় ॥ ১১ ॥

এইমত বিরহে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথ মিলন এবে শুন ভক্তগণ ॥ ১২ ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিক্ষাইলা ॥ ১৩ ॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিহঁ নিজ ঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায় ॥ ১৪ ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়াত মাতা পিতার আনন্দিত মন ॥ ১৫ ॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু পাশ চলিবারে উদ্যোগ করিলা ॥ ১৬ ॥
হেন কালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥ ১৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মর্কট বৈরাগ্য,—গৃহস্থের পক্ষে বৈরাগীর বেশাদিধারণ করিয়া থাকাকেও মর্কট বৈরাগ্য বলে ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

লোকদৃষ্টিতে বিষয়ী সাজিয়া আসক্ত মর্কটের ন্যায় বাহ্য বৈরাগ্য প্রদর্শন রীতির অনুকরণ ত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥

হৃদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয় একেবারে আবাহন না করিয়া লোকদৃষ্টিতে সকল প্রকার বিষয় কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

হিরণ্যদাস মুলুক নিল মকরা করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥ ১৮ ॥
বার লক্ষ দেন রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥ ১৯ ॥
রাজ ঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ ২০ ॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মকরা,—ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া ॥ ১৮ ॥

কৈফিয়ৎ,-বিবরণ পত্র ॥ ২০ ॥

অনুভাষ্য।

চৌধুরী, যাঁহারা প্রজাস্থানে আদায় যোগ্য করের নিজপ্রাপ্য চতুর্থাংশ লাভ গ্রহণ করিয়া খাজনা দাখিল করেন ॥ ১৭ ॥

হিরণ্যদাস সপ্তগ্রাম মুলুকের কর আদায়ের চৌধুরী কার্য্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন তাহাতে মুসলমান চৌধুরীর লভ্য সমস্তই নষ্ট হইল। তদ্দর্শনে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল।

মকরা, পাঠান্তরে ডাকরা অর্থাৎ উচ্চডাকে, পাঠান্তরে মোকতা পাঠান্তরে নকড়া অর্থাৎ অল্প পণ দিয়া মোক্তা বন্দোবস্ত ॥ ১৮ ॥

বিশ লক্ষ আদায় করিলে রাজাকে চতুর্থাংশ পাঁচলক্ষ বাদে পনর লক্ষ দাখিল করিবার পরিবর্ত্তে বার লক্ষ দেওয়ায় সেই তুড়ুক তুর্ক অর্থাৎ মুসলমান লাভাংশে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধ হইল ॥ ১৯ ॥

মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে ॥ ২২ ॥
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২৩ ॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ পায় ॥ ২৪ ॥
আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই ভাই তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥ ২৫ ॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি, ইহার নিশ্চয় নাঞি।
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি ॥ ২৬ ॥
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মান্যধনীর পুত্র এবং পণ্ডিত জানিয়া বিশেষতঃ ব্রাহ্মণানুগত অতি প্রধান কায়স্থবর্ণ হইতে জাত, ইহা জানিয়া তাঁহাকে মারিতে পারে না। কায়স্থগণ সত্যযুগ হইতেই রাজকর্ম্মচারী। ইহাতে ক্ষত্রিয়ের সহিত তাহাদের তুল্য সম্মান যথা যাজ্ঞবল্ক্যে, চাটতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ পীড্যমানা প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ। রাজার ধর্ম্ম এই যে দুষ্টলোকহস্ত হইতে প্রজা রক্ষা করিবেন। আবার নিজ প্রধান কর্ম্মচারী কায়স্থগণ যদিও কর্ম্মসূত্রে প্রজাদিগের উপর পীড়ন করে তাহাও বিশেষতঃ দেখিবেন। কেনন্ না রাজার প্রধান কর্ম্মচারীগণ কেবল যে রাজ্য করিতে পারে রাজার বিশেষ মনোযোগ ব্যতীত তাহা হইতে রক্ষা নাই। ২৩ ॥

আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥ ২৭ ॥
পালক হঞা পাল্যের তাড়িতে না জুয়ায় ।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায় ॥ ২৮ ॥
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল ।
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
ম্লেচ্ছ বলে আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র ।
আজি ছাড়াইব তোমা করি এক সুত্র ॥ ৩০ ॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল ।
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥
তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায় ।
আমি ভাগি আমারে কিছু দিবারে জুয়ায় ॥ ৩২ ॥
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে ।
যে মতে ভাল হয় করুন ভার দিল তোরে ॥ ৩৩ ॥
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল ।
ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল সব শান্ত হৈল ॥ ৩৪ ॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল ।

অনুভাষ্য ।

জিন্দাপীর, জীবন্ত পীর বা মহাত্মা ॥ ২৮ ॥
সূত্র, চলিত ভাষায় ছুতো ॥ ৩০ ।
ভাগী, অংশীদার । জুয়ায়, যোগ্য হয় ॥ ৩২ ॥

দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥ ৩৫ ॥
রাত্রে উঠি একলা চলিলা পলাইয়া।
দূরে হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥ ৩৬ ॥
এই মতে বারে বারে পলায়, ধরি আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তার পিতার সনে॥ ৩৭ ॥
পুত্র বাতুল হইল রাখহ বান্ধিয়া।
তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া॥ ৩৮ ॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥ ৩৯ ॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥ ৪০ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥ ৪১ ॥
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥৪২॥
পানীহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহু জন॥ ৪৩ ॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষ মূলে পিণ্ডার উপরে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রারব্ধ—পূর্ব্বজন্মের যে সকল কর্ম্ম যাহা ফলোন্মুখী হইয়াছে॥ ৪০ ॥

বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৪ ॥
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ।
দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥ ৪৫ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে ।
সেবক কহে রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥ ৪৬ ॥
শুনি প্রভু কহে চোরা দিলি দরশন ।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন ॥ ৪৭ ॥
প্রভু বোলায় তিঁহ নিকট না করে গমন ।
আকর্ষিয়া তার মাথে ধরিল চরণ ॥ ৪৮ ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয় ॥ ৪৯ ॥
নিকট না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে ।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে ॥ ৫০ ॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে ।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥ ৫১ ॥
সেই ক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে ।
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫২ ॥
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা ।

অনুভাষ্য ।

লাগি, লগ্ন হওয়ায়, স্পর্শ পাওয়ায় ॥ ৫০ ॥

সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিলা ॥ ৫৩ ॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসঙ্খ্য গণন ॥ ৫৪ ॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা আনাইল ॥ ৫৫ ॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে ॥ ৫৬ ॥
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥ ৫৮ ॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥ ৫৯ ॥
চবুতরা উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী রচন ॥ ৬০ ॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হোলনা,—মৃৎপাত্র বিশেষ ॥ ৫৫ ॥

অনুভাষ্য।

চবুতরা, চত্বর, চাতাল বা পিঁড়ার সংলগ্ন উচ্চস্থান ॥ ৬০ ॥

মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর ॥ ৬১ ॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

রামদাস, অভিরাম গোপাল, আদিলীলা ১০ পরিচ্ছেদ ১১৮ সংখ্যা। আদি ১১ পরিচ্ছেদ ১৩।১৬ সংখ্যা।

সুন্দরানন্দ, আদিলীলা ১১ পরিচ্ছেদ ২৩ সংখ্যা।

দাস গদাধর, আদি ১০ পরিচ্ছেদ ৫৩ সংখ্যা। আদি ১১ পরিচ্ছেদ ১৩।১৭ সংখ্যা।

মুরারি, মুরারি চৈতন্যদাস আদি ১১ পরিচ্ছেদ ১৯ সংখ্যা।

কমলাকর, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ২৪ সংখ্যা।

সদাশিব, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ৩৮ সংখ্যা।

পুরন্দর, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ২৮ সংখ্যা ॥ ৬১ ॥

ধনঞ্জয়, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ৩১ সংখ্যা।

জগদীশ, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ৩০ সংখ্যা।

পরমেশ্বর দাস, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ২৯ সংখ্যা।

মহেশ, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ৩২ সংখ্যা।

গৌরীদাস, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ২৬ সংখ্যা।

কৃষ্ণদাস হোড় আদি ১১ পরিচ্ছেদ ৫০ সংখ্যা অনুভাষ্য ॥ ৬২ ॥

উদ্ধারণ, আদি ১১ পরিচ্ছেদ ৪১ সংখ্যা ॥ ৬৩ ॥

শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥ ৬৪ ॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ চিড়া আরে দধি চিড়া কৈল ॥ ৬৫ ॥
আর যত লোক সব চৌতরা তলানে।
মণ্ডলী বন্ধে বসিলা তার না হয় গণনে ॥ ৬৬ ॥
একেক জনারে দুই দুই হোলনা দিল।
দধি চিড়া দুগ্ধ চিড়া দুইতে ভিজাইল ॥ ৬৭ ॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীর গিয়া ॥ ৬৮ ॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন।
জলে নামি দধিচিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥ ৬৯ ॥
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে ॥ ৭০ ॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥ ৭১ ॥
নিসকড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥ ৭২ ॥

অনুভাষ্য।

নিসকড়ি যাহা সকড়ি নহে ॥ ৭২ ॥

প্রভুরে কহে তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
তুমি ইহাঁ উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল॥ ৭৩॥
প্রভু কহে এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥ ৭৪॥
গোপ জাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন ভোজন রঙ্গে॥ ৭৫॥
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেওয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাঁহাতে ভিজাইল॥ ৭৬॥
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥ ৭৭॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা॥ ৭৮॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া একৈক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥ ৭৯॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥ ৮০॥
এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥ ৮১॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে॥ ৮২॥

তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিল ডাহিনে ॥ ৮৩ ।
আসন দিয়া মহাপ্রভুকে তাহে বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥ ৮৪ ॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ ৮৫ ॥
আজ্ঞা দিল হরি বলি 'করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥ ৮৬ ॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥ ৮৭ ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥ ৮৮ ॥
নিত্যানন্দ প্রভাব কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন ভোজন ॥ ৮৯ ॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা পুলিন জ্ঞান কৈলা ॥ ৯০ ॥
মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আরোয়াচিড়া, আতপাচিড়া ॥ ৮৩ ॥

যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্য করি লয় ।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥ ৯২ ॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন ।
সেই চিঁড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ ॥ ৯৩ ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল ।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল ॥ ৯৪ ॥
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল ।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ ৯৫ ॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল ।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥ ৯৬ ॥
সেবকে তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ ৯৭ ॥
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিল ।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল ॥ ৯৮ ॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা ।
আপনার গণ সহ খাইল বাঁটিয়া ॥ ৯৯ ॥
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার ।
চিড়া দধি মহোৎসব খ্যাতি নাম যার ॥ ১০০ ॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি দিন শেষ হইল ।
রাঘবমন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥ ১০১ ॥

ভক্ত সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগত ভাসায় ॥ ১০২ ॥
মহাপ্রভু তার নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্যজন ॥ ১০৩ ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন ॥ ১০৪ ॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে।
মহাপ্রভু আইসে সেই নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৫ ॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥ ১০৬ ॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥ ১০৭ ॥
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা ॥ ১০৮ ॥
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥ ১০৯ ॥
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্য অন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১১০ ॥
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥ ১১১ ॥

পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়য় ॥ ১১২ ॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে কভু তাঁরে দেন দরশন ॥ ১১৩ ॥
দুই ভাইকে রাঘব আনি পরিবেশে।
যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে ॥ ১১৪ ॥
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা ঠাকুরাণী ॥ ১১৫ ॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহো পাইয়াছেন বর।
অমৃত হৈতে পাক তার অধিক মধুর ॥ ১১৬ ॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥ ১১৭ ॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে ঞিহ পাছে করিবে ভোজন ॥ ১১৮ ॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন।
হরি ধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন ॥ ১১৯ ॥
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্যচন্দন ॥ ১২০ ॥
বিড়া খাওয়াইলা কৈল চরণ বন্দন
ভক্তগণে দিল বিড়া মাল্যচন্দন ॥ ১২১ ॥

রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে ॥ ১২২ ॥
কহিল চৈতন্য প্রভু করিয়াছে ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥ ১২৩ ॥
ভক্ত চিত্তে ভক্ত গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১২৪ ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক কভু সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ ॥ ১২৫ ॥
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥ ১২৬ ॥
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন ॥ ১২৭ ॥
অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ চৈতন্য চরণ ॥ ১২৮ ॥
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৯ ॥
যত বার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ১৩০ ॥

অনুভাষ্য।

বিড়া, সজ্জিত তাম্বূল ॥ ১২১ ॥

তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য, না পায় ।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায় ॥ ১৩১ ॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করি ভয় ।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয় ॥ ১৩২ ॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ ॥ ১৩৩ ॥
শুনি হাঁসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে ।
ইহাঁর বিষয়সুখ ইন্দ্র সুখসমে ॥ ১৩৪ ॥
চৈতন্য কৃপাতে সেঁ নাহি ভায় মনে ।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পাঙ চৈতন্য চরণে ॥ ১৩৫ ॥
কৃষ্ণ পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায় ।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নহি ভায় ॥ ১৩৬ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৫মে স্কন্ধে ১৪ অ ৪৩ শ্লো শুকদেববাক্যং)

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ১৩৭ ॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা ।
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা ॥ ১৩৮ ॥
তুমি করাইলে সেই পুলিন ভোজন ।

অনুভাষ্য ।

মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদ ২৪ সংখ্যা ॥ ১৩৭ ॥

তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন ॥ ১৩৯ ॥
কৃপা করি কৈল চিড়া দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি রাত্র্যে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥ ১৪০ ॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥ ১৪১ ॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে ॥ ১৪২ ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য চরণ ॥ ১৪৩ ॥
সব ভক্তদ্বারে তারে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাসবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥ ১৪৪ ॥
প্রভু আজ্ঞা লঞা, বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥ ১৪৫ ॥
যুক্তি করি শত মুদ্রা সোণা তোলা সাতে।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারির হাতে ॥ ১৪৬ ॥
তারে নিষেধিল প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজ ঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবা ॥ ১৪৭ ॥
তবে রাঘব পণ্ডিত তারে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা চন্দন দিলা ॥ ১৪৮ ॥
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।

তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে ॥ ১৪৯ ॥
প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥ ১৫০ ॥
বিংশ পঞ্চাশ দশ বার পঞ্চদশ দ্বয়।
মুদ্রা দেহ বিচারিয়া যোগ্য যত হয় ॥ ১৫১ ॥
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫২ ॥
এক শত মুদ্রা আর সোণা তোলা দ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ ১৫৩ ॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥ ১৫৪ ॥
সেই হৈতে অভ্যন্তর না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥ ১৫৫ ॥
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৬ ॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৭ ॥
তা সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অভ্যন্তর, অন্দর বাড়ী ॥ ১৫৫ ॥

প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে ॥ ১৫৮ ॥
এইমত চিন্তিতে দৈব এক দিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে ॥ ১৫৯ ॥
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ ॥ ১৬০ ॥
বাসুদেব দত্তের তিহঁ হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তিহঁ হয় পুরোহিত ॥ ১৬১ ॥
অদ্বৈত আচার্য্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন ॥ ১৬২ ॥
অঙ্গনে আসিয়া তিহোঁ যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ১৬৩ ॥
তার এক শিষ্য তার ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে তারে সাধিবার তরে ॥ ১৬৪ ॥
রঘুনাথে কহে তার করহ সাধন।
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৫ ॥
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গৌড়ভক্তগণ যখন নীলাচলে যান, তখন তাঁহাদের সঙ্গ সর্ব্ব লোকে প্রসিদ্ধ ও প্রকট হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে গেলে পিতা ধরিয়া আনিবেন এই ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন না ॥ ১৫৮ ॥

রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ ১৬৬ ॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্বদিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥ ১৬৭ ॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাব তব স্থানে ॥ ১৬৮ ॥
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে ॥ ১৭০ ॥
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে নাহিক কোন জন ॥ ১৭১ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া ॥ ১৭২ ।
গ্রামে গ্রামের পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য চরণে ॥ ১৭৩ ॥
পঞ্চদশ ক্রোশ পথ চলি গেলা এক দিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥ ১৭৪ ॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা ॥ ১৭৫ ॥
এথা সেবক রক্ষক তারে না দেখিয়া।

তাঁর গুরুপাশ বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥ ১৭৬ ॥
তিহোঁ কহে আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর।
পলাইল রঘুনাথ উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৭ ॥
তার পিতা কহে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু স্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৭৮ ॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাইয়া।
দশ জন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥ ১৭৯ ॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া ॥ ১৮০ ॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ ॥ ১৮১ ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে তিহোঁ এথা না আইল ॥ ১৮২ ॥
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর।
তার মাতা পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর ॥ ১৮৩ ॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া

অনুভাষ্য।

শিবানন্দ সেন গৌড় দেশ হইতে যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেন তজ্জন্য অনুধান করিয়া তাঁহার নিকট পত্র সহ রঘুনাথকে ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য দশজন লোক পাঠাইলেন ॥ ১৮০ ॥

পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ মুখ হঞা ॥ ১৮৪ ॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম কুগ্রামে দিয়া সবে করিল প্রয়াণ ॥ ১৮৫ ॥
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্য চরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥ ১৮৬ ॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে তাথে রাখে নিজ প্রাণ ॥ ১৮৭ ॥
বারদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন ॥ ১৮৮ ॥
স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া ॥ ১৮৯ ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দদত্ত কহে এই আইল রঘুনাথ ॥ ১৯০

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সামান্য সামান্য গ্রাম দিয়া গমন করিলেন ॥ ১৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

ছত্রভোগ, এই স্থান বর্ত্তমানকালে মথুরাপুরের অন্তর্গত গঙ্গার চাড়ুখাড়ি বলিয়া পরিচিত। ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুর জয়নগর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামদ্বয়ের সন্নিকট। এই স্থানে পূর্ব্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। যাঁহারা ছত্রভোগকে কাঁসাই নদী মনে করেন তাঁহাদের মত ভ্রান্ত ॥১৮৫॥

প্রভু কহে আইস তিহোঁ ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায তারে করিল আলিঙ্গন ॥ ১৯১ ॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৯২ ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয় বিষ্ঠা গর্ত্ত হৈতে ॥ ১৯৩ ॥
রঘুনাথ কহে মনে কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িলে আমা এই আমি মানি ॥ ১৯৪ ॥
প্রভু কহেন তোমার পিতা জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি আজা করি মানে ॥ ১৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে আজা অর্থাৎ মাতামহ করি মানি ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য।

প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা অধিক সমর্থ বিশিষ্ট। এই কৃষ্ণের অনুকম্পা তোমাকে বিষ্ঠা গর্ত্তরূপ বিষয় হইতে উদ্ধার করিল। জীব, বিষয়ে অনুরাগী হইলে নিজবলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না বিশেষতঃ শুদ্ধ কৃষ্ণদাস জীবের নিকট বিষয়, বিষ্ঠা-গর্ত্ত তুল্য ॥ ১৯৩ ॥

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, বয়ঃকনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জানিয়া রঘুনাথের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে ভায়া বলিয়া ডাকিতেন এবং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় নীলাম্বরকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া দাদা সম্বোধন করায় শ্রীমহাপ্রভু মাতামহের

চক্রবর্ত্তীর দুহেঁ হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥ ১৯৬ ॥
ইহার বাপ জ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠা গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়, বিষয় মহাপীড়া ॥ ১৯৭ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায় ॥ ১৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা দেবসেবাদিথাকিলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারেনা কেননা যে পর্য্যন্ত অন্যাভিলাষিতা শূন্যং ইত্যাদি লক্ষণ না হয় সে পর্য্যন্ত দীক্ষাদিপ্রাপ্ত হইয়াও বৈষ্ণব প্রায় থাকে॥ ১৯৮ ॥

অনুভাষ্য।

ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আপনার রহস্যের পাত্র জানিলেন। এই সম্বোধন হইতে অনেকের এরূপ ভ্রম হয় যে রঘুনাথ মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে॥ ১৯৫ ॥

প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষয়, বিষয়ীকে মহাক্লেশ প্রদান করে তথাপি বিষয়াবিষ্ট চিত্ত সাংসারিকগণ সেই মহাক্লেশপ্রদ বিষয়কে সুখ বলিয়া মনে করে। ত্যাগযোগ্য পুরীষগহ্বরের তুল্য বিষয়। বিষয়নিবিষ্ট জীব ঘৃণ্যপুরীষের কীটসহ তুল্য। পারমার্থিকের দৃষ্টিতে বিষয়ী বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটতুল্য এবং সেই কীট, মহানন্দে নিতান্ত ঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠা আস্বাদনে প্রমত্ত॥ ১৯৭ ॥

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন ব্রাহ্মণের সম্মানকারী, পালক, পোষ্টা ও সহায়। তজ্জন্য প্রাকৃত লৌকিক বিচারে শ্রেষ্ঠ ও সজ্জন বলিয়া আদৃত।

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥ ১৯৯ ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥ ২০০ ॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা আর্দ্র চিত্ত হঞা ॥ ২০১ ॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র ভৃত্য রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ ২০২ ॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে ॥ ২০৩ ॥
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল ॥ ২০৪ ॥
স্বরূপ কহে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তিন রঘুনাথ—বৈদ্য রঘুনাথ, ভট্টরঘুনাথ ও দাসরঘুনাথ ॥ ২০৩ ॥

অনুভাষ্য।

বৈষ্ণব বলিয়া লোক সমাজে পরিচিত হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন, বৈষ্ণব না হইলেও মূর্খ লোকে বৈষ্ণবপ্রায় জানেন ॥ ১৯৮ ॥

বিষয়ী ভোগীগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইলেও তাহাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠিত কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুষ্ঠানেই অজ্ঞাতসারে তাহারা বিষয়ে জড়ীভূত হয় ॥ ১৯৯ ॥

এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥ ২০৫ ॥
চৈতন্যের ভক্ত বাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি ॥ ২০৬ ॥
পথে ইহঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥ ২০৭ ॥
রঘুনাথে কহে যাঞা কর সিন্ধু স্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন ॥ ২০৮ ॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ ২০৯ ॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হইয়া করে ভাগ্য প্রশংসন ॥ ২১০ ॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি, গোবিন্দ পাশ আইলা ॥ ২১১ ॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তারে দিল।
আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইল ॥ ২১২ ॥
এইমত রহে তিহঁ স্বরূপ চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তারে দেন পঞ্চ দিনে ॥ ২১৩ ॥

অনুভাষ্য।

লঙ্ঘন, উপবাসাদি। সন্তর্পণ, শুশ্রূষা ॥ ২০৭ ॥

আর দিন হৈতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে আহার লাগিয়া॥ ২১৪॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেতে গমন॥ ২১৫॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা করিয়া॥ ২১৬।
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার॥ ২১৭॥
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম সংকীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥ ২১৮॥
কেহ ছত্রে যাঞা খায় যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয়॥ ২১৯॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥ ২২০॥

অনুভাষ্য।

পুষ্পাঞ্জলি, রাত্রিকালে জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি সেবা॥ ২১৪॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণকে অভক্ত বিষয়ীগণ ও ভক্তগণ উভয়েই ভা- করিয়া দেখিলে ইহাই বুঝিতে পারেন যে ভক্তগণ নিজ প্রাকৃত ভোগ- তাৎপর্য্যপর হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখভোগাদি লাভ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ- সেবা করিতে গিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়মাত্রেই উদাসীন। তাঁহাদের অনে-

প্রভুকে গোবিন ... য় ।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায় ॥ ২২১ ॥
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥ ২২২ ॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্ত্তন ।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥ ২২৩ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্য্য সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ২২৪ ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ ॥ ২২৫ ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সংকীর্ত্তন ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

রস—তিক্ত, মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু ও কষায় রস ॥ ২২৫ ॥

অনুভাষ্য ।

কিক বিষয়ত্যাগ, সাধারণ দৃষ্টির বোধগম্য। ভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির চতুরতা সন্দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করেন ॥ ২২০ ॥

হরিভক্তিবিলাসে—২০ বিলাস। কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাং। লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহমহাত্মনাং ॥ প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবং। এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ। কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে। হরিভক্তি বিলাস লিখিত অনুষ্ঠানাবলী

শাকপত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥ ২২৬ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ ২২৭ ॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে ॥ ২২৮ ॥
কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু কর উপদেশ ॥ ২২৯ ॥
প্রভু আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা কহে নিজ বাত ॥ ২৩০ ॥
প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥ ২৩১ ॥
কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানি উদ্দেশ।

অনুভাষ্য।

গৃহস্থ ধনী বৈষ্ণবের জন্য, সর্ব্ব পরিত্যাগী বিরক্ত বৈষ্ণবগণের জন্য নহে। প্রাতঃকালে মধ্যরাত্রে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ অষ্টকাল যিনি হরি কীর্ত্তন করেন তিনি ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ঐকান্তিক ভক্তগণ পরম প্রীতিসহ প্রভুর কীর্ত্তন স্মরণাদি করিয়া থাকেন তাঁহাদের কীর্ত্তনাদি ব্যতীত অন্য অনুষ্ঠান নাই।

শ্রীজীব গোস্বামিচরণাঃ। শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চন-মার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ ॥ ২২৬ ॥

আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন্ উপদেশ ॥ ২৩২ ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ ২৩৩ ॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহোঁ তত জানে ॥ ২৩৪ ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥ ২৩৫ ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ ২৩৬ ॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥ ২৩৭ ॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥ ২৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্ত্রীপুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করতঃ যে সংসার গঠন করেন, সেই সংসার-সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা সকলই গ্রাম্য কথাবার্ত্তা। তাহা বৈরাগী বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা ইহাও বৈরাগীর উচিত নয়, পরের প্রতি সম্মান ও আপনি অমানী হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবে এবং মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা করিবে ইহাই বৈরাগীর কৃত্য ॥ ২৩৬।২৩৭ ॥

[পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণোক্তং পদ্যং]

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ২৩৯ ॥

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তারে কৃপা আলিঙ্গন॥ ২৪০ ॥
পুনঃ সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥ ২৪১ ॥
হেন কালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণে।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলনে॥ ২৪২ ॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্য ভোজন॥ ২৪৩ ॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার কৈল মন॥ ২৪৪ ॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তারে বহু কৃপা কৈলা॥ ২৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

অন্তরঙ্গ সেবা করে,—মনে মনে স্বীয় স্বরূপ দেহে যে ব্রজসেবা তাহাই অন্তরঙ্গ সেবা। স্বরূপ গোস্বামী ললিতা দেবী, তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করতঃ দাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ সেবা করিতেন॥ ২৪১ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ ৩১ সংখ্যা॥ ২৩৯ ॥

শিবানন্দ সেন তারে কহেন বিবরণ।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন ॥২৪৬॥
তোমারে পাঠাতে পত্রী পাঠাইল আমারে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে ॥ ২৪৭ ॥
চারি মাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২৪৮ ॥
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ॥ ২৪৯ ॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তিঁহো নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ ॥ ২৫০ ॥
শিবানন্দ কহে তিঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তিঁহো কেবা নাহি জানে ॥ ২৫১ ॥
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তিঁহো হয় প্রাণসম ॥ ২৫২ ॥
রাত্রি দিন করে তিঁহো নাম সংকীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ ২৫৩ ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥ ২৫৪ ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥ ২৫৫ ॥

কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ ২৫৬ ॥
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ বিবরণে ॥ ২৫৭ ॥
শুনি তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হইলা।
পুত্র ঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২৫৮ ॥
চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥ ২৫৯ ॥
শিবানন্দ কহে তুমি যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে আমার সঙ্গে যাইবা ॥ ২৬০ ॥
এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লঞা যাব ॥ ২৬১ ॥
এইত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর।
রঘুনাথ মহিমা, গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥ ২৬২ ॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ১০ম অ, ৩য় শ্লোকঃ)

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাং।

অনুভাষ্য।

গ্রন্থে, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ॥ ২৬২ ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং ॥২৬৩॥

(তত্রৈব ১০মাঙ্কে ৪থ শ্লোকে রঘুনাথান্বেষণং)

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যং ॥২৬৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কাঞ্চনপল্লী নিবাসী শ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর মূর্ত্তি যদুনন্দনাচার্য্য তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ দাস। তাঁহার গুণে তিনি আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু, শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয় দ্বারা সতত স্নিগ্ধ স্বরূপগোস্বামীর প্রিয়। বৈরাগ্য রাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের মধ্যে তাহাকে কে না জানেন ॥ ২৬৩ ॥

যিনি সর্ব্বলোকের মনোভিরুচি দ্বারা কোন প্রকার অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূমি হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ সমারোপণ সময়েই অতুল্য প্রেমশাখী ফলবান্ হইয়াছিল ॥ ২৬৪ ॥

অনুভাষ্য ।

শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ বাসুদেবদত্তস্য প্রিয়ঃ সুমধুরঃ যদুনন্দন আচার্য্যঃ। তচ্ছিষ্যঃ তস্য যদুনন্দনস্য শিষ্যঃ অধিগুণঃ গুণৈরধিকঃ সর্ব্বাধিকগুণান্বিতঃ যাদৃশাং গৌরপ্রাণানাং প্রাণাধিকঃ প্রাণতোপ্যধিকঃ প্রিয়ঃ শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক সততস্নিগ্ধঃ গৌরকৃপাতিশয়েন নিত্যনির্ব্বিবাদঃ স্বরূপপ্রিয়ঃ দামোদর-স্বরূপানুগঃ বৈরাগ্যৈকনিধিঃ বৈরাগ্যস্য একনিধিঃ মুখ্যাশ্রয়ঃ রঘুনাথঃ দাসগোস্বামী ইতি নীলাচলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তিষ্ঠতাং নিবসতাং মধ্যে কস্য ন বিদিতঃ সর্ব্বেষাং পরিচিতঃ ॥ ২৬৩ ॥

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল ॥ ২৬৫ ॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তার সঙ্গে চলে ॥ ২৬৬ ॥
সেই বিপ্র ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬৭ ॥
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা দুই জন তাহাঞি রহিল ॥ ২৬৮ ॥
তবে রঘুনাথে করি অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৯ ॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ ॥ ২৭০ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।

অনুভাষ্য

সর্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সর্বেষাং ভক্তাভক্তানাং লোকানাং একা প্রধানা যা মনসঃ অভিরুচিঃ প্রীতিঃ তয়া যঃ দাসগোস্বামী কাচিৎ অনির্বচনীয়া অকৃষ্টপচ্যা কর্ষণব্যতিরেকেণ সৌভাগ্যভূঃ সৌভাগ্যভূমিঃ যস্যাং ভূমৌ সমারোপণতুল্যকালং বীজবপনসমকালমেব তৎতস্য প্রেমশাখী প্রেমবৃক্ষঃ অতুল্যং যথা স্যাৎ তথা জাতঃ ॥ ২৬৪ ॥

অষ্টপণ, ৬৪০ কড়া কড়ি অর্থাৎ ৷৹ আনা ॥ ২৭০ ॥

পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ॥ ২৭১ ॥
মাস দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন ॥ ২৭২ ॥
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল ॥ ২৭৩ ॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥ ২৭৪ ॥
মোর দ্রব্য লৈতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল ॥ ২৭৫ ॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন ॥ ২৭৬ ॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।

অনুভাষ্য।

বিষয়ীর অর্থ দ্বারা হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা করিলে প্রতিষ্ঠামাত্র ফল লাভ হয় বাস্তবিক হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা হয় না। নিজার্জ্জিত অর্থ বা স্বদেহ দ্বারা কায়মনোবাক্যে অপ্রাকৃত বস্তুর সেবা করা কর্ত্তব্য ॥ ২৭৫ ॥

বিষয়ীগণ শ্রীমূর্ত্তি সেবা করাইয়া তৎপ্রসাদ বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করে। অনেকস্থলে বিষয়ীর তাদৃশ সাহায্য ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না। তাহাতে ধনী বিষয়ী স্বীয় মূর্খতাবশতঃ বৈষ্ণবের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন এবং বৈষ্ণবের তাদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হন ॥ ২৭৬ ॥

শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল ॥ ২৭৭ ॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৮ ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দুঁহার মলিন হয় মন ॥ ২৭৯ ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥ ২৮০ ॥
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল ॥ ২৮১ ॥
গোবিন্দ পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাজস নিমন্ত্রণ,—নিমন্ত্রণ তিনপ্রকার, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবানব্যক্তির অন্ন রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন তামস ॥ ২৭৯ ॥

অনুভাষ্য।

অবৈষ্ণব ও সহজিয়াগণ বিষয়ী। তাহাদের প্রদত্ত অন্নের সংসর্গে বৈষ্ণবের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তাহাদের ন্যায় স্বভাব লাভ করে। অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণব নামধারী সহজিয়াগণের সহিত দান গ্রহণাদি ছয়-প্রকার সঙ্গ করিলে অপ্রাকৃত ভক্তির স্থানে প্রাকৃত ভোগ আসিয়া কৃষ্ণ-ভক্তিচ্যুত করে। সুতরাং বিষয়মলিন চিত্তজনের অপ্রাকৃত স্মরণাদি সেবন সুস্তবপর নহে ॥ ২৭৮ ॥

রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে ॥ ২৮২ ॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখ অন্ন ভাবিয়া।
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥ ২৮৩ ॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি বেশ্যার আচার ॥ ২৮৪ ॥

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য]

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি
অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥ ২৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন, ইনি দিয়াছেন, আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন এই যে ব্যক্তি গেলেন, ইনি দিলেন না, অন্য আর একব্যক্তি আসিয়া দিবেন। অযাচক বৈরাগীগণ এরূপ আশা করিয়া থাকেন ॥ ২৮৫ ॥

অনুভাষ্য।

বর্ত্মচারিণং কঞ্চিৎ অবলোক্য স্বগতং বদতি। অয়ং পথিকঃ আগচ্ছতি অয়ং বদান্যঃ মাং দাস্যতি ভোজনাদিকং প্রদাস্যতি অনেন দাত্রা পূর্ব্বস্মিন্ প্রদোষে ভোজনাদিকং দত্তং অয়ং সমাগতঃ অপরো জনঃ। অয়ং কৃপণঃ সমেষ্যতি অনেন ব্যয়কুণ্ঠেন ন কিঞ্চিদপি দত্তং অন্যঃ দাতা সমেষ্যতি স এব মাং দাস্যতি ॥ ২৮৫ ॥

ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ।
অন্য কথা নাহি সুখে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥ ২৮৬ ॥
এত বলি তারে পুনঃ প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জা মালা তারে দিল ॥ ২৮৭ ॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তিঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥ ২৮৮ ॥
পার্শ্বে গাঁথো গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥ ২৮৯ ॥
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥ ২৯০ ॥
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥ ২৯১ ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ কলেবর ॥ ২৯২ ॥
এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল ॥ ২৯৩ ॥

অনুভাষ্য।

গোবর্দ্ধন-শিলা, গিরিধারী বিগ্রহ।

গুঞ্জামালা, কুঁচের মালা ॥ ২৮৭ ॥

গোবর্দ্ধন শিলা সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। মহাপ্রভু সেই শিলাকে কৃষ্ণ কলেবর বলিয়া তিন বৎসর অঙ্গীকার করিয়া রঘুনাথের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৯৪ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥ ২৯৫ ॥
এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥ ২৯৬ ॥
দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।

অনুভাষ্য।

করাইয়া নিজ প্রিয়তম-প্রিয় জ্ঞানে সেবাধিকার প্রদান করেন। কতিপয় প্রাকৃত বুদ্ধিযুক্ত অবৈষ্ণব, বৈষ্ণবের ন্যায় চিহ্নধারণ করিয়া স্ব স্ব প্রাকৃত ঘৃণিত স্বার্থ চরিতার্থ করিবার বাসনায় এই কল্পনা উদ্ভাবিত করেন যে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শৌক্র ব্রাহ্মণ না হওয়ায় বা সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করায় দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতা লাভ করেন নাই। এই শ্রেণীর লোক কল্পনা দ্বারা অনুমান করেন যে মহাপ্রভু সমাজের দিকে দৃষ্টি করিয়া শৌক্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভক্তের বিষ্ণুবিগ্রহের স্পর্শন বা পূজন অধিকার না থাকায় কৌশল করিয়া এরূপ লীলা দেখাইয়াছেন। এই অপরাধক্রমে তাদৃশ কল্পনাকারীগণ অনন্ত অপরাধরূপ বিবরগর্ত্তে পতিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবাপরাধক্রমে তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এই অপরাধীদলের সহিত বৈষ্ণবগণের সঙ্গ অবিধেয় যেহেতু যোষিৎ-সঙ্গী-সঙ্গপোষণকারী শৌক্র ব্রাহ্মণতা ব্যতীত ব্রহ্মণ্যের শুদ্ধ আদর্শ অন্যত্র থাকিতে পারে না, তাহাদের এরূপ নরকগামী বিশ্বাস ॥ ২৯৩।২৯৪ ॥

এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ ২৯৭ ॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২৯৮ ॥
এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানী ॥ ২৯৯ ॥
এই মত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা কালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩০০ ॥
প্রভুর স্বহস্ত দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥ ৩০১ ॥
জল তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয় ॥ ৩০২ ॥
এইমত কত দিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে কহিল বচন ॥ ৩০৩ ॥
অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিল সেই অমৃতের সম ॥ ৩০৪ ॥
তবে অষ্ট কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ৩০৫ ॥
রঘুনাথ সেই শিলামালা যবে পাইল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিতস্তি,—অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ ॥ ২৯৮ ॥

গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল ॥ ৩০৬ ॥
শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকা চরণে ॥ ৩০৭ ॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ ॥ ৩০৮ ॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ ৩০৯ ॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে ॥ ৩১০ ॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ৩১১ ॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন ॥ ৩১২ ॥
প্রাণ রক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নিবেদন ॥ ৩১৩ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্ক, ১৫অ, ৩২ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং)

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা, রঘুনাথের বৈরাগ্য বিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ় ॥ ৩০৯ ॥

কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ ॥৩১৪॥

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায় ॥ ৩১৫ ॥
সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গী গাই খাইতে না পারে ॥ ৩১৬ ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী ॥ ৩১৭ ॥
ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেই পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥ ৩১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জ্ঞানদ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে সমস্ত লাভ করেন তবে ও তাঁহা না করিয়া পামরগণ কি অভিপ্রায়ে কি কারণই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করিয়া থাকে ॥ ৩১৪ ॥

সড়ি যায়,—পচিয়া যায় ॥ ৩১৫ ॥

তৈলঙ্গীগাই,—তৈলঙ্গ দেশীয় গাভী ॥ ৩১৬ ॥

অনুভাষ্য।

চেদ্ যদি জ্ঞানধূতাশয়ঃ জ্ঞানেন সম্বন্ধজ্ঞানেন ধূতাঃ নিরস্তাঃ আশয়াঃ বিষয়কামনা যস্য সঃ পরং আত্মানং বিজানীয়াৎ তদা কিং ইচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ লম্পটঃ জিহ্বোপস্থপরিচালনপরঃ সন্ দেহং পুষ্ণাতি ॥৩১৪॥

ডারে, ফেলিয়া দেয় ॥ ৩১৬ ॥

দড় ভাত মাজি, অসিদ্ধ চালের মধ্যভাগ অথবা মাজিয়া ॥ ৩১৮ ॥

এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল ।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল ॥ ৩১৯ ॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি ।
আমা সবায় নাহি দেও কি তোমার প্রকৃতি ॥৩২০॥
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল ।
আর দিন আসি প্রভু কহিতে লাগিল ॥ ৩২১ ॥
খাসা বস্তু খাও সবে আমারে না দেও কেনে ।
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে ॥ ৩২২ ॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা ।
তব যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা ॥ ৩২৩ ॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥ ৩২৪ ॥
এই মত মহাপ্রভু নানা লীলা করে ।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে ॥ ৩২৫ ॥
আপন উদ্ধারে এই রঘুনাথ দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৩২৬ ॥

[স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ১১ শ শ্লোকঃ]

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ ।

উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩২৭ ॥

এইত কহিল রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথ দাস-মিলনং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি মহা কুজন হইলেও কৃপা পূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পত্তি দারা হইতে উদ্ধার করতঃ স্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; বক্ষের প্রিয় গুঞ্জা ও গোবর্দ্ধন শিলা যিনি আমাকে দান করিয়াছিলেন সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন্ ॥ ৩২৭ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ মহাপ্রভুঃ কৃপয়া স্বানুকম্পয়া মহাসম্পদারাৎ মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ হিরণ্যযোষিৎসংসর্গাৎ পতিতং তেষু লুব্ধং, উদ্ধৃত্য কুজনং অপি মাং স্বীয়ে নিজজনে স্বরূপে ন্যস্য সমর্প্য মুদিতঃ হৃষ্টঃ সন্ প্রিয়ং অপি উরো গুঞ্জাহারং বক্ষসঃ গুঞ্জামালাং গোবর্দ্ধনশিলাং চ গিরিধরবিগ্রহং দদৌ স গৌরহরিঃ মে মম হৃদয়ে উদয়ন্ প্রকটয়ন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি ॥ ৩২৭ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদের কথাসার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের আগমন এবং তাহার প্রতি অনেক প্রকার পরিহাস। তাঁহার সিদ্ধান্তসকল শোধন। ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ এবং শ্রীগদাধরপণ্ডিতের সহিত ভট্টের বিশেষ আনুগত্য দেখিয়া, পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর ছল ঔদাস্য এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভট্ট নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে তাহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া গদাধরপণ্ডিতের নিকট মন্ত্রার্থাদি শিক্ষা করিবার আজ্ঞা দিলেন। পণ্ডিতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন।

যাহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণ-পদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যেষাং গৌরপদমধুপরূপভক্তানাং প্রসাদমাত্রেণ কৃপালবেন পামরঃ ভক্তিরহিতঃ পাষণ্ডঃ অপি অমরঃ অপ্রাকৃত-দেহবান্ ভবেৎ তান্ চৈতন্য-

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥ ৩ ॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিলা আসিয়া ॥ ৪ ॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধ্যে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৫ ॥
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥ ৬ ॥
বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিল তোমারে ॥ ৭ ॥
তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥ ৮ ॥
তোমাকে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে ইথে কি বিচিত্র ॥ ৯ ॥

অনুভাষ্য।

চরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ চৈতন্যস্য ভগবতঃ গৌরস্য চরণৌ এব অম্ভোজে তয়োর্মকরন্দান্ লিহন্তি যে তান্ গৌরভক্তান্ ভজে ॥ ১ ॥

বল্লভ ভট্ট। মধ্য ১৯ পরিচ্ছেদ ৬১ সংখ্যা ॥ ৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১মস্ক, ১৯ অ, ৩৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য পরীক্ষিদ্বাক্যং]

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।

কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ১০॥

কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।

কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥ ১১॥

তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ।

কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥ ১২॥

জগতে করিলে তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।

যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসে॥ ১৩॥

প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।

কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্র প্রমাণে॥ ১৪॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে মনুষ্যের গৃহ সকল পবিত্র হয় তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদধৌত ও আসনাদি দিয়া কি লাভ হয় বলা যায় না॥ ১০॥

অনুভাষ্য।

যেষাং সজ্জনানাং সংস্মরণাৎ সম্যক্ মনোবিষয়ীকরণাৎ পুংসাং কর্ম্মফলভাজাং গৃহাঃ বৈ সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি পবিত্রা ভবন্তি তেষাং দর্শনস্পর্শনপাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ॥ ১০॥

শ্রীনারায়ণসংহিতা। দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।

কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥ ১১॥

[লঘু ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বিল্বমঙ্গল-শ্লোকঃ]

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতেষ্বপি প্রেমদো ভবতি॥ ১৫ ॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি॥ ১৬॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥ ১৭ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম॥ ১৮ ॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি॥ ১৯ ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর॥ ২০ ॥
ষড়-দর্শন বেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ষড় দর্শনে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম॥ ২১ ॥
তিহঁ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ পার।
তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তি-যোগ সার॥ ২২ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৭ সংখ্যা॥ ১৫ ॥

রামানন্দ রায় কৃষ্ণ-রসের নিধান।
তিঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২৩ ॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।
রাগমার্গে কৃষ্ণ ভক্তি সর্ব্বাধিক জানি ॥ ২৪ ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাহার ॥ ২৫ ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানযুক্ত, কেবলা ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্ক, ৯ অ, ১৭ শ্লোকে]

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য।

পুরুষার্থ বলিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুষ্টয়কে বুঝায়। এই চারি পুরুষার্থ অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি; তজ্জন্য প্রেমভক্তি পুরুষার্থ-শিরোমণি। বিধিমার্গে কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা রাগানুগামার্গীয় ভক্তি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২৪ ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত এবং কেবলা বা শুদ্ধা ভেদে ভাব দুই প্রকার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময় ভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের পর মহিমা জানিতে পায়া যায় না। মধ্য লীলা ১৯ পরিচ্ছেদ ১৯১ সংখ্যা ॥ ২৬ ॥

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ২২৭ সংখ্যা ॥ ২৭ ॥

আত্মভূত শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮ ॥

(তত্রৈব ৪৭অ, ৫৩ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি গোপীবাক্যং)

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ২৯ ॥

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥ ৩০ ॥
মোর সখা মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন ॥ ৩১ ॥

লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী হইয়াও ব্রজেন্দ্রকুমারের সেবা পাইলেন না। আত্মভূত পার্ষদগণ কৃষ্ণের সহ অভিন্ন শক্তি হইলেও ঐশ্বর্য্যভাবময়ত্ব প্রযুক্ত লক্ষ্মীদেবীর ব্রজেন্দ্রনন্দনের মধুর সেবাধিকার লাভ ঘটে নাই ॥২৮॥

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৮০ সংখ্যা ॥ ২৯ ॥

শুদ্ধভাবে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে মুগ্ধ বা বাধ্য না হইয়া নির্ম্মল প্রীতির বশবর্ত্তিতা ক্রমে ॥৩০ ॥

৩১ সংখ্যার পরে কোন কোন পাঠে ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন। মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ৮৫ সংখ্যা ॥ ৩১ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ৮ম অ, ৩৬ শ্লো, শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং]

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ ৩২॥

(তত্রৈব ৮ম অ, ৩৫ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং)

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥ ৩৩॥

ঐশ্বর্য্য দেখিলে শুদ্ধার ঐশ্বর্য্য না হয় জ্ঞান।
ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলাভাব প্রধান॥ ৩৪॥
এ সব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ॥ ৩৫॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায় প্রসাদে জানিল ব্রজের শুদ্ধ ভাব॥ ৩৬॥
দামোদর স্বরূপ প্রেম রস মূর্ত্তিমান।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজ মধুর রস জ্ঞান॥ ৩৭॥
শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ ৭৭ সংখ্যা॥ ৩২॥

মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ ২০২ সংখ্যা॥ ৩৩॥

এই খানে পাঠ বিশেষে অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ॥ ৩৫॥

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্ক, ৩১ অ, ১৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং)

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥৩৯॥

সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্ব ভক্তি জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী ॥ ৪০ ॥

(তত্রৈব ৩২ অ, ১৭শ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং)

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৪১ ॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান হৈতে কেবলা পরম প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব সমান ॥ ৪২ ॥

অনুভাষ্য।

তেনাটবীমটসি যৎ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতিধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ পাঠান্তরে অধিক শ্লোক আছে। আদি লীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৭৩ সংখ্যা ॥ ৩৮ ॥

মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ ২০৭ সংখ্যা ॥

এইখানে পাঠান্তরে গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। প্রেমেতে ভৎ'সনা করে এই তার চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

আদিলীলা ৪ পরিচ্ছেদ ১৮০ সংখ্যা ॥ ৪১ ॥

তিঁহ যাঁর পদধূলী করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ ॥ ৪৩ ॥
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন-প্রতি লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম ॥ ৪৪ ।
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিল।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল ॥ ৪৫ ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ৪৬ ॥
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য।

এস্থলে আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং শ্লোক পাঠান্তরে উদ্ধৃত আছে। গোপীগণ দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি নিজজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বেদ সমূহের অন্বেষণীয় মুকুন্দ পাদপদ্ম ভজন করিয়াছেন। বৃন্দাবনস্থিত-গুল্মলতা ও ঔষধি সমূহ যে গোপীগণের চরণ রেণু সেবায় নিযুক্ত আছে আমি কি সৌভাগ্যান্বিত হইয়া তাহাদের মত হইতে পারিব ॥ ৪৩ ॥

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৪৯ ॥
আমি সে বৈষ্ণব ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি ॥ ৫০ ॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব ॥ ৫১ ॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার ॥ ৫২ ॥
ভট্ট কহে এ সব বৈষ্ণব রহে কোন স্থানে।
কোনপ্রকারে পাইব ইঁহা সবার দর্শনে ॥ ৫৩ ॥
প্রভু কহে কেহ গৌড়ে কেহ দেশান্তরে।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥ ৫৪ ॥
ইহাঞি রহেন সবে বাসা নানা স্থানে।
ইহাঁই পাইবে তুমি সবার দর্শনে ॥ ৫৫ ॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
বহু যত্ন করি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৬ ॥

অনুভাষ্য।

দীর্ঘ গর্ব্ব, সুপুষ্ট, অত্যুচ্চ অভিমান ॥ ৫১ ॥

আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু স্থানে আইলা।
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥ ৫৭ ॥
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।
তা সবার আগে ভট্ট খদ্যোত আকার ॥ ৫৮ ॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা।
গণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা ॥ ৫৯ ॥
পরমানন্দ পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
এক দিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥ ৬০ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ রায় পার্শ্বে দুই জন।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা আগে পাছে ভক্তগণ ॥ ৬১ ॥
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥ ৬২ ॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥ ৬৩ ॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর ॥ ৬৪ ॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইলা।
প্রভু সহ সন্ন্যাসীগণ ভোজনে বসিলা ॥ ৬৫ ॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥ ৬৬ ॥

মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।
সবা পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥ ৬৭ ॥
রথযাত্রা দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল ॥ ৬৮ ॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস রাঘব পণ্ডিত গদাধর ॥ ৬৯ ॥
সাতজন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ ৭০ ॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥ ৭১ ॥
দেখি বল্লভ ভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল নাহি আপন সম্ভাল ॥ ৭২ ॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ ৭৩ ॥
যাত্রান্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভু স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সম্ভাল,—সামলান ॥ ৭২ ॥

যাত্রান্তরে,—অন্তযাত্রায়, অন্তদিবসে ॥ ৭৪ ॥

ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥ ৭৫ ॥
প্রভু কহে ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত অর্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ৭৬ ॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে ॥ ৭৭ ॥
ভট্ট কহে কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাঁহা করহ শ্রবণে ॥ ৭৮ ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন মাত্র জানি ॥ ৭৯ ॥

[শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্থোপশম ইতস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ]

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

তমালশ্যামলবর্ণ, যশোদাস্তনপায়ী এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র বিনির্ণীত রূঢ়ি মুখ্য অর্থ ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

তমালশ্যামলাত্বিষি তমালবৃক্ষবৎ শ্যামলা ত্বিট্ কান্তির্যস্য তস্মিন্ শ্রীযশোদা-স্তনন্ধয়ে শ্রীযশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে স্তনপায়িনি শিশৌ কৃষ্ণ ইতি নাম্নঃ রূঢ়িঃ মুখ্যা বৃত্তি ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং বিশেষরূপেণ নির্ণয়ঃ সকলশাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥ ৮০ ॥

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সর্ব্ব অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥ ৮১ ॥
ফল্গুর প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা ॥ ৮২ ॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভু বিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥ ৮৩ ॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত গোসাঞির ঠাঞি।
নানা মত প্রীতি করি করে আসি যাই ॥ ৮৪ ॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ ৮৫ ॥
লজ্জিত হইল ভট্ট হৈল অপমানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ফল্গুর প্রায়, তুচ্ছ প্রায় ॥ ৮২ ॥

প্রভু সম্বন্ধে তাহার যে ভক্তি ছিল তাহা কিছু দূর হইল ॥ ৮৩ ॥

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে ফল্গু বস্তুর প্রায়। পাঠান্তরে ফল্গু বল্গন প্রায়। ফল্গু, তুচ্ছ। বল্গন বা বল্গু, বাগাড়ম্বর ॥ ৮২ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাহার গাঢ় ভক্তির হ্রাস হইল ॥ ৮৩ ॥

পণ্ডিত গোসাঞি। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ॥ ৮৪ ॥

দুঃখিত হইয়া গেলা পণ্ডিতের স্থানে ॥ ৮৬ ॥
দৈন্য করি কহে নিল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥ ৮৮ ॥
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিব ইঁহা করিতে না পারি নিশ্চয় ॥ ৮৯ ॥
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার ॥ ৯০ ॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।

অনুভাষ্য।

নিল পাঠান্তরে লৈল ॥ ৮৭ ॥

একদিকে শ্রীমহাপ্রভু বল্লভভট্টকে উপেক্ষা করায় তাহাকে আদর করিয়া তাহার নিকট হইতে তাহার রচনা শ্রবণ করিলে প্রভুর প্রসন্নতা হইবে না ! অপর দিকে বল্লভের ভক্তিকথা শুদ্ধভক্তি বিরুদ্ধ না হওয়ায় তাহার অসম্মান করিলে তাহার মনে ক্লেশ হইবে এই দুই দিকের কোন দিক্ রক্ষা করিবেন চিন্তা করিয়া সঙ্কটে পড়িলেন ॥ ৮৯ ॥

প্রকাশ্যভাবে বল্লভের রচনা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও বল্লভ প্রণয়সূত্রে গদাধরের অনভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

এ সঙ্কটে 'কৃষ্ণ' রাখ লইলাম শরণ ॥ ৯১ ॥
অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু বিষম তাঁর গণ ॥ ৯২ ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয় রোষ ॥ ৯৩ ॥
প্রত্যহ বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভুর স্থানে।
উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আভিজাত্য কৌলীন্য। বল্লভভট্টের পণ্ডিতকুলে সম্মান থাকায় ॥৯১॥
উদ্‌গ্রাহাদি বিতর্কাদি ॥ ৯৪ ॥

অনুভাষ্য।

আভিজাত্যে, লজ্জায়। ২। পাণ্ডিত্যে ভক্তি বিরোধী না হওয়ায়। ৩। সামাজিক সম্মানে। তৃতীয় অর্থের সঙ্গতি এখানে অল্প ॥ ৯১ ॥

শ্রীমহাপ্রভু জীবের অন্তর্ভাব সমূহের জ্ঞাতা। গদাধর পণ্ডিত কিরূপ অবস্থায় বল্লভের সহ কিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা ভগবান্ গৌরসুন্দরের অবিদিত নাই। তজ্জন্য মহাপ্রভুর বিরাগভাজন হইবার সম্বন্ধে তাঁহার কোন আশঙ্কা ছিল না, পরন্তু মহাপ্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণবগণ ভিতরের সকল কথা না বুঝিয়া বল্লভের সঙ্গকারী বলিয়া প্রতিকূল অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন ইহাই আশঙ্কার বিষয় ॥ ৯২ ॥

উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় পাঠান্তরে উদগাহাদি। আক্রমণের মত, বিদ্যা-বিচার সদৃশ।

আচার্য্যাদি, অদ্বৈতাচার্য্য বা স্বরূপাচার্য্য প্রভৃতির সহিত ॥ ৯৪ ॥

যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥ ৯৫ ॥
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বকপ্রায়॥ ৯৬॥
এক দিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীবপ্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥ ৯৭॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও কোন্ ধর্ম্ম হয়॥ ৯৮॥
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
ইহাঁরে পুছহ ইহঁ করিব প্রমাণ॥ ৯৯॥
প্রভু কহেন তুমি না জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
স্বামী আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতা ধর্ম্ম॥ ১০০॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতি আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥ ১০১॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥ ১০২॥
শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই দুঃখ মনে করেন চিন্তন॥ ১০৩॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষপাত।
এক দিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত॥ ১০৪॥

তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়।
স্বরচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ॥ ১০৫ ॥
আর দিন আসি বসিলা প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি ॥ ১০৬ ॥
ভাগবতে স্বামির ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তার ব্যাখ্যান বচন ॥ ১০৭ ॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাহা যেই পড়ে মানি।
এক বাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি ॥ ১০৮ ॥
প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥ ১০৯ ॥
এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ১১০ ॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥ ১১১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কক্ষপাত, পরাজয় ॥ ১০৪ ॥

যেখানে যেরূপ কথা পড়ে শ্রীধরস্বামী সেইরূপ মানিয়া ব্যাখ্যা করেন। অতএব তাহার সর্ব্বত্র একবাক্যতা থাকে না। সুতরাং আমি স্বামীকে মানি না ॥ ১০৮ ॥

নানা অপজ্ঞানে ভট্টে শোধে ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ।। ১১২ ।।
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে ।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘাড়ে নয়নে ।। ১১৩ ।।
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা ।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা কৃপা কৈলা ।। ১১৪ ।।
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ ।
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন ।। ১১৫ ।।
"আমি জিতি" এই গর্ব্ব শূন্য হউক উহার চিত্ত ।
ঈশ্বর স্বভাব করে সবাকার হিত ।। ১১৬ ।।
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান ।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান ।। ১১৭ ।।
আমার হিত করেন ইহোঁ আমি মানি দুঃখ ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ ।। ১১৮ ।।
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে ।
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে ।। ১১৯ ।।

উঘাড়ে নয়নে,—চক্ষু খোলন ।। ১১৩ ।।

অনুভাষ্য ।

ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন পূজা প্রবর্ত্তিত হইলে কৃষ্ণ গিরিরাজকে ধারণ করিয়া, কোপান্বিত ইন্দ্রের বর্ষণ দ্বারা প্লাবিত গোকুলকে, রক্ষা করায় ইন্দ্রের অভিমান খণ্ডিত হইল ।। ১১২।১১৮ ।।

আমি অজ্ঞ জীব অযোগ্যোচিত কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল ॥ ১২০ ॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা কৈলা।
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥ ১২১ ॥
আমি অজ্ঞ হিত স্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞান ॥ ১২২ ॥
তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল ॥ ১২৩ ॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ ॥ ১২৪ ॥
প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত ॥ ১২৫ ॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর ॥ ১২৬ ॥
শ্রীধরস্বামী প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি ॥ ১২৭ ॥

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে তোমার আগে আমি মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল। পাঠান্তরে তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকাশিল। মূর্খ পাণ্ডিত্য বোকা সেয়ানতমি ॥ ১২০ ॥

শ্রীধর উপরে গর্ব্ব যে কিছু লিখিবে।
অর্থব্যস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে ॥ ১২৮ ॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ ॥ ১২৯ ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ১৩০ ॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১৩১ ॥
ভট্ট কহে যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ ॥ ১৩২ ॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগত তারিতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অর্থব্যস্ত, অর্থবিপরীত ॥ ১২৮ ॥

অনুভাষ্য।

বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ে ৮৩ শ্লোকঃ। স্মৃতোঽন্যাভিশ্চ দেবীভিরেতদেবানুমোদিতং। সাত্রাজিতী পরং মানগেহং তদলহাবিশৎ। শ্রীমদ্ গোপীজনপ্রাণনাথঃ সক্রোধমাদিশৎ। সা সমানীয়তামত্র সূর্য্যরাজসুতা দ্রুতং। ততোঽন্তর্দ্ধাপ্য দেহং স্বং স্থিতা লজ্জাভয়ান্বিতা। অন্যে

মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে সুখ দিতে ॥ ১৩৩ ॥
জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন।
দণ্ডকরি করে তার হৃদয় শোধন ॥ ১৩৪ ॥
স্বগণ সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥ ১৩৫ ॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামা প্রায় প্রেম বাম্য স্বভাব ॥ ১৩৬ ॥
বার বার প্রণয় কলহ করে প্রভু সনে।
অন্যোন্যে খট পটি চলে দুই জনে ॥ ১৩৭ ॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণা স্বভাব ॥ ১৩৮ ॥
তার প্রণয় রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয় ॥ ১৩৯ ॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈল রোষাভাষ।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ ১৪০ ॥

অনুভাষ্য।

সাত্রাজিতি, ক্ষীণচিত্তে মানোঽথবা ত্বয়া। অবরে কিং ন জানাসি মাং তদিচ্ছানুসারিণং। তাসামভাবে পূর্ব্বং মে বসতো মথুরাপুরে। বিবাহকরণে কাচিদিচ্ছাপ্যাসীন্ন মানিনি॥ ১৩৩ ॥

পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥ ১৪১ ॥
বল্লভ ভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসনা।
বালগোপাল মন্ত্রে তিঁহো করেন সেবনা॥ ১৪২ ॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোরগোপাল উপাসনায় মন দিল॥ ১৪৩ ॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥ ১৪৪ ॥
আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

বৃহদ্ভাগবতামৃত ৭ম অধ্যায় ১১৭ শ্লোক। সর্ব্বা, মহিষ্যঃ সহ সত্যভাময়া ভৈষ্মাদয়ো দ্রাগভিসৃত্য মূর্দ্ধভিঃ। পাদৌ গৃহীত্বা রুদিতার্ত্তকাকুভিঃ সংস্তুত্য ভর্ত্তারমশীশমচ্ছনৈঃ॥ দ্বারকায় কৃষ্ণ একদা রুক্মিণীকে শ্লেষপূর্ব্বক অপরগুণবান্ পত্যন্তর গ্রহণের উপদেশ দিলে রুক্মিণী ভীতা হইয়া দক্ষিণা স্বভাববশতঃ পদতলে পতিতা হইয়াছিলেন। জগদানন্দ বাম্য স্বভাববিশিষ্ট সত্যভামার ভাববিশিষ্ট; গদাধর দক্ষিণাস্বভাব রুক্মিণীর ন্যায় প্রণয় কলহের পরিবর্ত্তে আশঙ্কিত হইয়া প্রভুর অনুবর্ত্তী॥ ১৪১ ॥

মন্ত্রাদি শিখিতে। দীক্ষাগ্রহণ করিতে॥ ১৪৪ ॥

তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন॥ ১৪৬ ॥
এইমত ভট্টের কতোক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হইল॥ ১৪৭ ॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা॥ ১৪৮ ॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষণ॥ ১৪৯ ॥
তুমি কেনে আসি তারে না দিলা ওলাহন।
ভীত প্রায় হঞা কেনে করিলে সহন॥ ১৫০ ॥
পণ্ডিত কহেন প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি॥ ১৫১ ॥
যেই কহে সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনে করিবে কৃপা গুণ দোষ বিচারি॥ ১৫২ ॥
এতবলি পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥ ১৫৩ ॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন॥ ১৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ওলাহন,—বাক্যদণ্ড॥ ১৪৬ ॥

আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা ।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা ॥ ১৫৫ ॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা ।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥ ১৫৬ ॥
পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহনে না যায় ।
গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায় ॥ ১৫৭ ॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায় ।
গদাই গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায় ॥ ১৫৮ ॥
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥ ১৫৯ ॥
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ ।
দৃঢ়প্রেম মুদ্রা লোকে করিল ক্ষেপণ ॥ ১৬০ ॥
অভিমান পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিল ।
সেই দ্বারায় আর সব লোক শিক্ষাইল ॥ ১৬১ ॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায় ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

লোকে করিল ক্ষেপণ, সকলের নিকট প্রভু বিস্তার করিলেন ॥১৬০॥

অনুভাষ্য ।

বল্লভভট্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে বাহ্যে উপেক্ষা করিয়া তাহার পণ্ডিত-বৈষ্ণব অভিমান শোধন করেন। গদাধর পণ্ডিত

বাহ্যার্থ যেই লয় সেই নাশ যায় ॥ ১৬২ ॥
নিগূঢ় চৈতন্য লীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি ॥ ১৬৩ ॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ ॥ ১৬৪ ॥
তাঁহাই বল্লভ ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব সব প্রার্থিত সিদ্ধি হৈলা ॥১৬৫ ॥
এইত কহিল বল্লভ ভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন ॥ ১৬৬ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

বল্লভকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করায় কয়েক দিবসের জন্য গদাধরকে ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন বাস্তবিক মহাপ্রভু কোনদিনই গদাধরের প্রতি অপ্রসন্ন চিত্ত হন নাই। যিনি এই লীলার নিগূঢ়ভাব বুঝিতে অক্ষম হইবেন, তিনি বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া গদাধরের চরণে শ্রদ্ধাহীন হইবেন ॥ ১৬২ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—‡*‡—

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদের কথাসার।

রামচন্দ্রপুরীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায় সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরীগোঁসাই তাহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞান উপদেশ এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন। মহাপ্রভুর ভোজনাদিতে নিন্দা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরু সম্বন্ধ বুদ্ধ্যে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে প্রসাদান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পুরী পুরুষোত্তম ত্যাগ করিলে প্রভু সে সঙ্কোচ দূর করিলেন।

যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার ও স্বীয়ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

অনুভাষ্য।

যঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ রামচন্দ্রাখ্যনিন্দুকবাক্যজন্য লৌকিকাশঙ্কাপ্রদর্শনাৎ লৌকিকাহারতঃ লোকপরিমিত-ভোজ্যামাৎ স্বং নিজং ভিক্ষান্নং ভোজনপরিমাণং সমকোচয়ৎ অল্পপরিমিতং চকার তং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে॥ ১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যার প্রাণধন ॥ ৩ ॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজ ভক্ত সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে ॥ ৪ ॥
হেনকালে রামচন্দ্র পুরী গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দ পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥ ৫ ॥
পরমানন্দ পুরী কৈল চরণ বন্দন।
পুরী গোসাঞি কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥
মহাপ্রভু কৈল তারে দণ্ডবৎ নতি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রামচন্দ্রপুরী। ইহাকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া মহাপ্রভু এবং পরমানন্দপুরী সম্মান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য।

এইথানে পাঠান্তরে। জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ। জগত বাঁধিল যেঁহো দিয়া প্রেমফাঁদ ॥ জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর অবতার। কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভুকে ঈশ্বর পুরীর অনুগত জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া সন্ন্যাসীর যোগ্য-সম্ভাষণ কৃষ্ণ-স্মরণ করিলেন। সন্ন্যাসীগণকে অভিবাদন করিলে

আলিঙ্গন করি তিহোঁ কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥ ৭ ॥
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৮ ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তিহোঁ নিন্দার লাগিয়া ॥ ৯ ॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী শুন জগদানন্দ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥ ১০ ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল ॥ ১১ ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিলা ॥ ১২ ॥
শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন ॥ ১৩ ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হইয়া এত খাও বৈরাগ্যে নাহি ভাস ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বৈরাগ্যে নাহি ভাস,—বৈরাগ্যের ভাস মাত্রও নাই ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

তাঁহারা ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায় বলিয়া কৃষ্ণ স্মরণ করেন। সন্ন্যাসীর জীবকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার নাই। স্মৃতি বলিয়াছেন সন্ন্যাসী নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

এইত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইয়া॥ ১৫ ॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্র পুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥ ১৬ ॥
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণ-নামসংকীর্ত্তন।
মথুরা না পাইনু বলি করেন ক্রন্দন॥ ১৭ ॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাহি করে॥ ১৮ ॥
তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন॥ ১৯ ॥
শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপী বলি ভর্ৎসনা করিল॥ ২০ ॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।

অনুভাষ্য।

রামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু মাধবেন্দ্রকে কৃষ্ণবিরহকাতর দেখিয়াও তাঁহার বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত অভাবজন্য শোককাতর জানিয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন॥ ২০ ॥

আপন দুঃখে মরোঁ এই দিতে আইল জ্বালা ॥ ২১ ॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুঞি যাও যথি তথি।
তোরে দেখে মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥ ২৩ ॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল ॥ ২৪ ॥
শুষ্ক ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্ব লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥ ২৬ ॥

বাসনা,—শুষ্কজ্ঞান বাসনা। তাহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা ॥ ২৪ ॥

অনুভাষ্য।

নির্ব্বন্ধ, নিষ্ঠার সহিত পরনিন্দায় আসক্তি। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদীগণ সম্বন্ধজ্ঞানে অপটু হইয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না। জড়ীয় বিতর্কবলে ব্রহ্ম-বিষয়ে জড় তর্ক ভূষিত করে এবং কৃষ্ণভক্তিকে সাধকের ফলভোগ পিপাসার অন্যতম জ্ঞান করে। ভগবদ্ভক্তকে ও তাঁহার অপ্রাকৃত ভক্তি অনুশীলনকে চতুর্ব্বর্গ প্রাপক কর্ম্ম সাধনমাত্রজ্ঞানে নিন্দা করে। গুরু বা ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে জীব এতাদৃশ অজ্ঞানতার মধ্যে পড়িয়া যায় ॥ ২৫ ॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তারে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥ ২৮ ॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥ ২৯ ॥
মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগজন ॥ ৩০ ॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তিহোঁ করিল অন্তর্দ্ধান ॥ ৩১ ॥

[পদ্যাবল্যাং ৪০০অঙ্কধৃত মাধবেন্দ্রপুরীবাক্যং]

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥৩২॥

এইত শ্লোকে কৃষ্ণ-প্রেমের করে উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহ, ভক্তের ভাব বিশেষ ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীপাদ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী পাদের সেবা ॥ ২৬ ॥

মহাত্মা মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট শ্রীঈশ্বরপুরী অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন, আর রামচন্দ্রপুরী নিগ্রহ পাইলেন ॥ ৩০ ॥

মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১০৭ সংখ্যা ॥ ৩২

পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর ॥ ৩৪ ॥
প্রস্তাবে কহিল পুরী গোসাঞিের নির্য্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৫ ॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব কভু রহে কোন স্থলে ॥ ৩৬ ॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার, স্থিতির, লয়েন নিশ্চয় ॥ ৩৭ ॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ।
কভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খায় তিন জন ॥ ৩৮ ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নির্য্যাণ, অপ্রকট ॥ ৩৫ ॥

অন্যের ভিক্ষায় স্থিতি,—অন্যলোকে যাহা ভিক্ষা করেন তাহার নিয়ম বুঝিয়া লয়েন ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

ভাববিশেষ, বিপ্রলম্ভ ভাবস্ফূর্ত্তি। সহজিয়া সম্প্রদায়ে সম্ভোগের নামে সাধকে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য উদয় হইয়া বিপ্রলম্ভের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত করে ॥ ৩৫ ॥

অপর সন্ন্যাসী কোথায় কি পরিমাণ ভিক্ষা করে, কোথায় বাস করে, ইত্যাদি পর চর্চ্চা লইয়া দিনপাত করেন ॥ ৩৭ ॥

কেহ যদি মূল্য আনে চারি পণ নির্ণয় ॥ ৩৯ ॥
প্রভু স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥ ৪০ ॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাহোঁ ছিদ্র না পাইল ॥ ৪১ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয় বারণ ॥ ৪২ ॥
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্ব লোক স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে 'অবশ্য' আইসে প্রতি দিনে ॥ ৪৩ ॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান।
তিহোঁ ছিদ্র চাহে বুলে এই তার কাম ॥ ৪৪ ॥
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥ ৪৫ ॥
এক দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর ॥ ৪৬ ॥

(রামচন্দ্রপুরীবাক্যং)

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়-লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায়গতঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রভু পূর্ব্বে পূর্ব্বে নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।

এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন ॥ ৪৮ ॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্রে বেড়ায়।
তাহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায় ॥ ৪৯ ॥
শুনি তিহঁ প্রভুর সঙ্কোচ ভয় মনে।
গোবিন্দ বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥ ৫০ ॥
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এইত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫১ ॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

"রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষু জাত গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকা সব বেড়াইতেছে। অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয় লালসা। এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন" ॥ ৪৭ ॥

কল্পিত নিন্দন,—মিথ্যা আরোপিত নিন্দা ॥ ৪৮ ॥

অনুভাষ্য।

কোন না কোন ছিদ্র পাইবার আশায় রামচন্দ্র অনেক যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় এবং মিষ্টদ্রব্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও পিপীলিকা বেড়াইতে দেখিয়া রাত্রকালে গুড় থাকার অনুমান করিলেন। উদ্দেশ্য কোন ছিদ্রোল্লেখে নিজ মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করা ॥ ৪৭ ॥

জগন্নাথ দেবের প্রসাদান্ন মৃণ্ময় হাঁড়িতে পাওয়া যায়, প্রমাণ হাঁড়ির চতুর্থভাগকে চৌঠি বলে ॥ ৫১ ॥

সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৫৩ ॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার ॥ ৫৪ ॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠি ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৫ ॥
এই মাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার ॥ ৫৬ ॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ ৫৮ ॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন।
দুহেঁ অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ ॥ ৫৯ ॥
এইরূপ মহাদুঃখ দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল ॥ ৬০ ॥
প্রণাম করি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥ ৬১ ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥ ৬২ ॥

তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥ ৬৩ ॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ॥ ৬৪ ॥

[শ্রীভগবদ্গীতায়াং ৬ অ, ১৬।১৭ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ৬৫ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে অর্জ্জুন, অনেক ভোজনে যোগ হয় না, এবং একান্ত ভোজন শূন্য হইলেও যোগ হয় না। অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা ত্যাগ দ্বারা যোগ হয় না। আহার বিহার কর্ম্ম সকলে চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ উপযুক্তরূপে নিয়মিত হইলে দুঃখনাশক যোগ হয় ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য।

হে অর্জ্জুন, অত্যশ্নতঃ অত্যধিকভোজনশীলস্য তু যোগঃ ন অস্তি ন চ একান্তং অনশ্নতঃ স্বল্পাহারনিরতস্য নিরাহারিণঃ ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য অধিকনিদ্রাশীলস্য ন চ জাগ্রতঃ এব অনিদ্রস্য যোগো ন যুক্তাহার-বিহারস্য পরিমিতভোজনভ্রমণাদিপরস্য কর্ম্মসু সাধনানুষ্ঠানাদিষু যুক্তচেষ্টস্য পরিমিতায়াসপরস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য পরিমিতনিদ্রাজাগরণনিষ্ঠস্য যোগঃ দুঃখহা সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিহেতুঃ ভবতি ॥ ৬৫ ॥ ৬৬ ॥

প্রভু কহে অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য আমার ॥ ৬৭ ॥
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা ॥ ৬৮ ॥
আর দিন ভক্তগণ পরমানন্দপুরী।
প্রভু পাশে নিবেদিল দৈন্য বিনয় করি ॥ ৬৯ ॥
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক স্বভাব।
তার বোলে অন্ন কাড়ি কিবা হবে লাভ ॥ ৭০ ॥
পুরী স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া।
যে খায় তাহারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥ ৭১ ॥
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।
এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন ॥ ৭২ ॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়ায় কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ত্রাস ॥ ৭৩ ॥
কে কৈছে ব্যবহারে কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেহোঁ করেন সদায় ॥ ৭৪ ॥
শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইহার করণ ॥ ৭৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ শ স্কন্ধে ২৮ অ, ১ম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং]

পরস্বভাব কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ৭৬ ॥

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া।
পর বিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া ॥ ৭৭ ॥

[পাণিনি সূত্রং]

পূর্ব্বপরয়োঃ পরবিধির্ব্বলবান্ ॥ ৭৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরের স্বভাব ও কর্ম্ম সকল প্রকৃতি পুরুষের মিলনে বিশ্বকে এক স্বরূপ দেখিয়া কখনই প্রশংসা করিবে না বা কখন গর্হণ করিবে না ॥৭৬॥

পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্ ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহ ঐকাত্মিকং বিশ্বং পশ্যন্ পরস্বভাবকর্ম্মাণি পরেষাং স্বভাবান্ গুণকৃত-নৈসর্গিকবৃত্ত্যাদ্যনুষ্ঠানানি চ ন প্রশংসেৎ সাধুবাদং ন দদ্যাৎ ন গর্হয়েৎ ন নিন্দেৎ ॥ ৭৬ ॥

পর স্বভাবশ্লোকে পূর্ব্ববিধি "প্রশংসা করিবে না" এবং পরবিধি "নিন্দা করিবে না" পাওয়া যায়। পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝা যায় যে লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে রামচন্দ্র পূর্ব্ববিধি "অপরের প্রশংসা করিবে না" পালন করিয়াছেন পরবিধি "অন্যের নিন্দা করিবে না" পালন করেন নাই। সুতরাং রামচন্দ্র পরবিধি সূত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই। ইহার অর্থ শ্লেষোক্তিপর ব্যাখ্যাত হইতে পারে ॥৭৭॥

প্রাক্ পরয়োর্বিধ্যোঃ মধ্যে পরবিধিঃ উত্তরনির্দ্দেশঃ বলবান্, পূর্ব্ববিধিং ত্যক্ত্বা পরবিধিঃ গ্রাহ্যঃ ॥ ৭৮ ॥

যাহাঁ গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ ॥ ৭৯ ॥
ইহার স্বভাব ইহা কহিতে না জুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায় ॥ ৮০ ॥
ইহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর।
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর ॥ ৮১ ॥
প্রভু কহে সবে কেনে পুরীরে কর রোষ।
সহজ ধর্ম্ম কহে তিহোঁ তার কিবা দোষ ॥ ৮২ ॥
যতি হঞা জিহ্বা-লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥ ৮৩ ॥
তবে সবে মেলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ৮৪ ॥
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণ।
কভু দুইজন ভোক্তা কভু তিনজন ॥ ৮৫ ॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অভোজ্যান্ন বিপ্র, যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না ॥ ৮৬ ॥

অনুভাষ্য।

পায়, পাইয়া ॥ ৮০ ॥

প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥ ৮৬ ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮৭ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৮ ॥
তাহা সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহা প্রভু স্বাতন্ত্র্য নাই যৈছে তার মন ॥ ৮৯ ॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার ॥ ৯০ ॥
কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন ॥ ৯১ ॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে দেখে তৃণ-প্রায় ॥ ৯২ ॥
ঈশ্বর চরিত্র প্রভুর বুদ্ধি অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর ॥ ৯৩ ॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে ॥ ৯৪ ॥
তিহোঁ গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন।

স্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসাদ ভোজন ॥ ৯৬ ॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯৭ ॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৮ ॥
শ্রীচৈতন্য চরিত্র যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৯ ॥
চৈতন্য চরিত্র লিখি শুন এক মনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণ চরণে ॥ ১০০ ॥
শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচ নাম
অষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শিরের পাথর,—মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা আচম্বি
পড়িয়া গেলে যেরূপ হাল্‌কি হয় সেই রূপ হইল ॥ ৯৫ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাং ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ হৃদয় ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নবম পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করার জন্য বড়জেনার অকৃপা ও তাহাতে প্রথমে চাঙ্গে ও পরে প্রভুর কৃপাচ্ছলে তাহার উদ্ধার ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে।

অগণ্য চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যা দ্বারা অধন্য জনগণের অন্তঃকরণ রূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং অগণ্যাঃ গণয়িতুমশক্যাঃ অসংখ্যাঃ ধন্যাঃ লব্ধসিদ্ধয়শ্চ তে চৈতন্যগণাঃ চৈতন্যপাদাশ্রিতাঃ ভক্তাস্তেষাং প্রেমবন্যয়া প্রেমরূপনদীগর্ভাতিরিক্তজলপ্রবাহেণ অধন্যজনস্বান্তমরুং অধন্যজনানাং ভক্তিরহিতানাং স্বানাং অন্তঃকরণরূপমরুং নির্জ্জলপ্রদেশং শশ্বৎ নিরন্তরং অনূপতাং জলপ্রায়তাং নিন্যে প্রাপিতঃ ॥ ১ ॥

জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥ ৩ ॥
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেম রঙ্গে ॥ ৪ ॥
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণ বিরহ তরঙ্গ।
নানা ভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ ॥ ৫ ॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।
রাত্র্যে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥ ৬ ॥
ত্রিজগতের লোক আসি করেন দর্শন।
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥ ৭ ॥
মনুষ্যের বেশে আসি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥ ৮ ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন ॥ ৯ ॥
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুক আদি মুনিগণ।

অনুভাষ্য।

বিষধর, নাগলোক ॥ ৮ ॥

অন্ত্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১০ সংখ্যা ॥ ৯ ॥

প্রহ্লাদ, পঞ্জাব প্রদেশের মূলতান নামক রাজধানীতে ত্রেতাযুগে কশ্যপ বংশীয় রাজা হিরণ্যকশিপুর বৈষ্ণব পুত্র প্রাদুর্ভূত হন। পিতার

প্রভু আসি দেখে প্রেমে হয় অচেতন ॥ ১০ ॥
বাহিরে ফুৎকারে লোক দর্শন না পাঞা।
কৃষ্ণ কহ বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥ ১১ ॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি দিবসে ॥ ১২ ॥
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বড়জানা,—উড়িষ্যার মহারাজার বড় পুত্র অর্থাৎ যুবরাজ। চাঙ্গ, একটী প্রক্রিয়া বিশেষ। যাহার নিম্নভাগে নিষ্কাশিত খড়্গ সকল থাকে।

অনুভাষ্য।

বিষ্ণুবিদ্বেষক্রমে পুত্র প্রহ্লাদের নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, পরে ভগবান্ নৃসিংহদেব উদয় হইয়া বৈষ্ণব বিদ্বেষী অসুর সম্রাট্‌কে নিহত করেন।

বলি; প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন তাঁহার তনয় বলি। ভগবান্ বামন-রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা ছলে বলিকে কৃপা করিয়া-ছিলেন। ইঁহার শতপুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ।

ব্যাস, পরাশরের তনয়, সাত্যবতেয়। ইনি বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে অভিহিত। ইনি অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নারদ ঋষির শিষ্য।

শুক, ব্যাস তনয়, আকুমার ব্রহ্মচারী। ইনি একান্তভাবে কীর্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করেন ॥ ১০ ॥

তলে খড়্গ পাতি তারে উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে ॥ ১৪ ॥
নবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।
তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায় ॥ ১৫ ॥
প্রভু কহে রাজা কেনে করয়ে তাড়ন।
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥ ১৬ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই ॥ ১৭ ॥
মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥ ১৮ ॥
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঞি বাকী হৈল।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি রাজাত মাগিল ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপর হইতে দণ্ড্য লোককে ফেলাইয়া দিয়া তাহার প্রাণনাশ করা যায় ॥ ১৩ ॥

মালজেঠা দণ্ডপাঠ,—তন্নামক রাজ্যখণ্ডে তহশীলদার হইয়া গোপীনাথ পট্টনায়ক যত টাকা রাজাকে দিয়াছিলেন তাহাতে দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি বাঁকি পড়িল ॥ ১৮ ॥

অনুভাষ্য।

ডারিবে, ফেলিয়া দিবে ॥ ১৪ ॥

তিঁহ কহে স্থূল দ্রব্য নাহি, যেই দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব ॥ ২০ ॥
ঘোড়া দশ বারো হয় লেহ মূল্য করি।
এতবলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি ॥ ২১ ॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে ॥ ২২ ॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥ ২৩ ॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায় ॥ ২৪ ॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তারে ভয় নাহি মানে ॥ ২৫ ॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায় ঊর্দ্ধে নাহি চায়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

যে রাজপুত্র ঘোড়ার দর স্থির করিতেছিলেন তাঁহার গ্রীবা উঠাইয়া ঊর্দ্ধে চাওয়া স্বভাব ছিল। সেই বিষয় পরিহাস করিবার জন্য গোপীনাথ

অনুভাষ্য ।

স্থূলদ্রব্য, মূল্যবান্ দ্রব্য[illegible] মোটা টাকা অর্থাৎ একেবারে পরিশোধ হয় এরূপ দ্রব্য।

দ্রব্য ভরিব, রাজার প্রাপ্য দ্রবিণ বা টাকা পরিশোধ করিব ॥ ২০ ॥

ঘাটাইয়া, কম করিয়া ॥ ২৩ ॥

তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না জুয়ায় ॥ ২৬ ॥
শুনি রাজপুত্র মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল ॥ ২৭ ॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি ॥ ২৮ ॥
রাজা বলে যেই ভাল কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায় ॥ ২৯ ॥
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গ উপরে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥ ৩০ ॥
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয় রোষ।
রাজ কৌড়ি দিবার নহে, রাজার কিবা দোষ ॥ ৩১ ॥
রাজ বিলাত সাধি খায় নাহি রাজ ভয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কহিলেন, আমার ঘোড়া ঘাড় উঠায় বটে কিন্তু উপর দিকে চায় না। অতএব ইহার মূল্য কম হইতে পারে না। পরিহাস এই তোমা অপেক্ষা আমার ঘোড়ার কম মূল্য নয়।। ২৬ ॥

যায়,—গিয়া ॥ ২৯ ॥

বিলাত, বাহির হইতে প্রাপ্য অর্থ।

নারী নাটুয়া,—বেশ্যা নর্ত্তকী।

অনুভাষ্য।

দিবার নহে, দিতে চাহে না ॥ ৩১ ॥

দারী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥ ৩২ ॥
যেই চতুর সেই করুক রাজ বিষয় ।
রাজ দ্রব্য শোধি পায়, তার করে ব্যয় ॥ ৩৩ ॥
হেন কালে আর লোক আইল ধাইয়া ।
বাণীনাথাদি সবংশে লয়া গেল বান্ধিয়া ॥ ৩৪ ॥
প্রভু কহে রাজা আপনে লেখার দ্রব্য লইব ।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহা কি করিব ॥ ৩৫ ॥
তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন ॥ ৩৬ ॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস ।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥ ৩৭ ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে ।
মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাও রাজস্থানে ॥ ৩৮ ॥
তোমা সবার এই মত রাজঠাঞি যাঞা ।
কৌড়ি মাগি লেও আঁচল পাতিয়া ॥ ৩৯ ॥
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

এই সকল লোককে দিয়া টাকা ব্যয় করে, রাজার টাকা দিতে হইবে এরূপ ভয় করে না ॥ ৩২ ॥

হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া॥ ৪১ ॥
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয়॥৪২॥
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মেলি যাহ জগন্নাথের চরণে॥ ৪৩ ॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥ ৪৪ ॥
ইহাঁ যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিলা॥ ৪৫ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণ দণ্ড নহে ব্যবহার॥ ৪৬ ॥
বিশেষে তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ নিজ ধন ক্ষয়॥ ৪৭ ॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ যেবা বাকী হয়।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ;—কিছু করিতে কিছু না করিতে বা কিছু অন্যথা করিতে তাহারই সামর্থ্য আছে॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য।

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ, ত্যক্ত বিষয় অর্থহীন ভিক্ষুবৃত্তিজীবী॥ ৪২ ॥

ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয় ॥ ৪৮ ॥
রাজা কহে এই বাত আমি নাহি জানি ।
প্রাণ কেনে লব, তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ ৪৯ ॥
তুমি যাই কর তাহাঁ সর্ব্ব সমাধান ।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রাখ তার প্রাণ ॥ ৫০ ॥
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল ।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥ ৫১ ॥
দ্রব্য দেহ রাজা মাগে উপায় পুছিল ।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লেহ তেঁহ ত কহিল ॥ ৫২ ॥
ক্রমে ক্রমে দিব, আর যত কিছু পারি ।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি ॥ ৫৩ ॥
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্যে লইল ।
আর দ্রব্যের মুদ্যতি করি ঘরে পাঠাইল ॥ ৫৪ ॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল ।
বাণীনাথ কি করে যবে বান্ধিয়া আনিল ॥ ৫৫ ॥
বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম ॥ ৫৬ ॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

মুদ্যতি,—টাকা দিবার সময়ে অঙ্গীকার করাইয়া ॥ ৫৪ ॥

সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ॥ ৫৭ ॥
শুনি মহাপ্রভু হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছন্দবন্ধ ॥ ৫৮ ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু স্থানে।
প্রভু তাহে কহে কিছু সোদ্বেগ বচনে ॥ ৫৯ ॥
ইহাঁ রহিতে নারি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইহা না পাই স্বাস্থ্য ॥ ৬০ ॥
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা প্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৬১ ॥
রাজার কি দোষ রাজা নিজ দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য দণ্ড আমারে জানায় ॥ ৬২ ॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোকে আসি মোরে জানাইল ॥ ৬৩ ॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেন, নিজ দুঃখ কহি আসি ॥ ৬৪ ॥
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিব রাজধন ॥ ৬৫ ॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষোভ হয় মন।

অনুভাষ্য।

কৃপাছন্দ বন্ধ, অনুগ্রহ ব্যাজে দৈব সংঘটন ॥ ৫৮ ॥

তাতে ইহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন ।। ৬৬ ।।
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে ।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে ।। ৬৭ ।।
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা সনে সম্বন্ধ ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান অন্ধ ।। ৬৮ ।।
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন ।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খ জন ।। ৬৯ ।।

অনুভাষ্য ।

বিষয়ীগণের চিত্তবৃত্তি নিজনিজ বিষয় লাভের জন্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের সাহায্যপ্রার্থী হয় । সপ্তশতী গ্রন্থে দেবী উপাসনামূলে তাদৃশ হীনচিত্তজনের জন্য নানাপ্রকার ব্যবহারিক কামসিদ্ধিই ফল রূপে কথিত হয় । এই সকল সকাম চেষ্টা জ্ঞানচক্ষুরহিত নির্বোধের প্রয়াস মাত্র । বিষয়ীগণ ঈশ্বরের নির্ম্মল উপাসনা করিতে গিয়াও ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষরূপ নিজ প্রাকৃত স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্য মুক্তি, স্বর্গাদি ভোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারিক অদ্বন্দ্বের আশা করিয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ বিমুখ হয় ।। ৬৮ ।।

আজকাল স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন, নিজের উদর ভরণ, নিজের স্ত্রীপুত্রের বসন ভূষণাদি সংগ্রহ করে মন্ত্র ব্যবসায়ীগণ ও বেষজীবী বিষয়ীগণ নাম প্রচারের ছলনা আশ্রয় করিয়াছেন । শ্রীবৃন্দাবন নবদ্বীপ বাস, গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ও স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন, পাঠ, কথকতা, বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহ সেবা, দীক্ষাদান, ভিক্ষাকরণ, আত্মীয় লোকের ব্যাধি নিরসন, ভেকগ্রহণ, সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার

তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল ॥ ৭০ ॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥ ৭১ ॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে ॥ ৭২ ॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয় বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয় ॥ ৭৩ ॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।
তোমাকে জানাইল যাতে অনন্য শরণ ॥ ৭৪ ॥
সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগ ভাগী ॥ ৭৫ ॥
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥ ৭৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৪অ, ৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং]

তত্তেঽনুকম্পাং প্রসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।

অনুভাষ্য।

কর্ম্মিগণ মূর্খ লোক, বিষয় ভজন করিতেছে কিন্তু তোমার ভজন করে তোমাতেই প্রেমধন লাভ ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না ॥ ৬৯ ॥

হৃদ্বাগ্বপুর্ভিবির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৭৭॥

তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত ॥ ৭৮ ॥
যদি তোমার তাঁরে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিলে সেই করিবে রক্ষণ ॥ ৭৯ ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তার ঘরে ॥ ৮০ ॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহে তিঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৮১ ॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদ সম্বাহন।
জগন্নাথ সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ ॥ ৮২ ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥ ৮৩ ॥
দেব, শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ ॥ ৮৪ ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা পুছিলেন কারণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভিয়ান,—পারিপাট্য অভিনয় ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ২৬১ সংখ্যা ॥ ৭৭ ॥

তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ ॥ ৮৫ ॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে চাঙ্গে চড়াইলা।
তাঁর সেবক আসি প্রভুকে কহিলা ॥ ৮৬ ॥
শুনিঞা ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন ॥ ৮৭ ॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৮৮ ॥
ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি, ভোগ করে মহাপাপীজন ॥ ৮৯ ॥
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৯০ ॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধার্ম্মিক এই হয় পাপী ভণ্ড ॥ ৯১ ॥
রাজ কড়ি না দেই আমাকে ফুকারে।
এই মহা দুঃখ ইহা কে সহিতে পারে ॥ ৯২ ॥
আলালনাথ যাই তাহাঁ নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ির ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিব ॥ ৯৩ ॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়ো যদি প্রভু রহে এথা ॥ ৯৪ ॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।

কোটী চিন্তামণি লাভ নহে তার সম ॥ ৯৫ ॥
কোন ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥ ৯৬ ॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন ॥ ৯৭ ॥
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া, খড়্গে ডারা, আমি না জানিয়ে ॥ ৯৮ ॥
পুরুষোত্তম জানারে তিহঁ কৈল পরিহাস।
সেই জানা তাহারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ॥ ৯৯ ॥
তুমি যাহ প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥ ১০০ ॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে ॥ ১০১ ॥
রাজা কহে কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা ॥ ১০২ ॥
ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তার পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নির্ম্মঞ্ছন,—অর্পণ বিশেষ ॥ ৯৬ ॥

পূজ্যগর্ব্বিত,—পূজ্য ও গৌরবস্থল ॥ ১০৩ ॥

এত বলি মিশ্রে নমস্করি' ঘরে গেলা।
গোপীনাথে বড় জানা ডাকিয়া আনিলা ॥ ১০৪ ॥
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সেই মালজ্যাঠা-পাট তোমায় বিষয় দিল ॥ ১০৫ ॥
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥ ১০৬ ॥
এত বলি নেতধটী তারে পরাইল।
প্রভু আজ্ঞা লঞা যাহ বিদায় তোমা দিল ॥ ১০৭ ॥
পরমার্থ প্রভুর কৃপা সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে ॥ ১০৮ ॥
রাজ্য বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে।
তাহার গণনা করো মনে নাহি আইসে ॥ ১০৯ ॥
কাহাঁ চাঙ্গে চড়াইয়া লয় ধন প্রাণ।
কাহা সব ছাড়ি সেই রাজ্যাদিক দান ॥ ১১০ ॥
কাহাঁ সর্ব্বস্ব বেচি লয় দেয়া না যায় কৌড়ি।
কাহাঁ দ্বিগুণ বর্ত্তন পরায় নেতধড়ি ॥ ১১১ ॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি তারে কৌড়ি ছাড়াইল।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিল ॥ ১১২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নেতধটী, পট্টবস্ত্র ॥ ১০৭ ॥

তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন॥ ১১৩ ॥
বিষয় সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন প্রভাবে তবু ফলে এতফল॥ ১১৪ ॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব॥ ১১৫ ॥
এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে কাশীমিশ্র কি তুমি করিলা।
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা॥ ১১৭ ॥
মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনে॥ ১১৮ ॥
প্রভু যেন নাহি জানে রাজা আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া॥ ১১৯ ॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহা সবাকারে আমি দেখো আত্মসম॥ ১২০ ॥
অতএব যাহা যাহা দেও অধিকার।
খায়ে পিয়ে লুটে বিলায় না করে বিচার॥ ১২১ ॥
রাজমহীন্দ্রে রাজা কৈনু রাম রায়।
যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখা দায়॥ ১২২ ॥

গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া॥ ১২৩॥
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করে বিচার।
জানাসহিত অপ্রীত দুঃখ পাইল এইবার॥ ১২৪॥
জানা এত কৈলা ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানো॥ ১২৫॥
তাঁহা লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মাৎ মানে।
সহজেই মোর প্রীত হয় তাহা সনে॥ ১২৬॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ॥ ১২৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি যে মহাপ্রভুর জন্য অর্থ ত্যাগ করিলাম ইহা যেন তিনি মনে করেন না এইরূপে কথা কহিবে। মাৎ,—নেহি, হিন্দুস্থানী শব্দ॥ ১২৬॥

অনুভাষ্য।

বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী নগর গোদাবরীর উত্তর তটে অবস্থিত। রামানন্দ রায়ের সময়ে রাজধানী বিদ্যানগর গোদাবরীর দক্ষিণ তটে। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাবরী নদীর সাগর সঙ্গমে অর্থাৎ কোটিদেশে ছিল। ঐ প্রদেশ তৎকাল রাজমহেন্দ্রী বলিয়া খ্যাত ছিল। কলিঙ্গ দেশের উত্তরাংশ উৎকলিঙ্গ বা উৎকল দেশ। উৎকলিঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ প্রাদেশিক রাজধানী রাজমহেন্দ্রী। বর্ত্তমান কালে রাজমহেন্দ্রী নগরের স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে॥ ১২২॥

পঞ্চ পুত্র সহিতে আসি পড়িলা চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥ ১২৮॥
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা॥ ১২৯॥
তোমার কিঙ্কর এই সবে মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ নিলে মূল॥ ১৩০॥
ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চ পাণ্ডব বিপদে তারিলে॥ ১৩১॥
নেতধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা॥ ১৩২॥
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল॥ ১৩৩॥
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাহাঁ নেতধটী পুনঃ এসব প্রসাদ॥ ১৩৪॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণ স্মরণ প্রভাবে এই ফল পাইল॥ ১৩৫॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া॥ ১৩৬॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিলেমূল, পুনরায় মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইলে॥ ১৩০॥

কিন্তু তোমা স্মরণে নহে এই মুখ্য ফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল॥ ১৩৭॥
রামরায়ে বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়।
সে কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয়॥ ১৩৮॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞিং ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু মোতে বিষয় না হয়॥ ১৩৯॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥ ১৪০॥
মহাবিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজদাস॥ ১৪১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তোমার পাদপদ্ম শরণের মুখ্য ফল তোমাতে প্রীতি, জীবন, মান ও ধনরক্ষা সেই সৎকর্ম্মের ফলাভাস মাত্র। যেহেতু বিষয় স্বয়ং চঞ্চল। তৎসম্বন্ধী ফল মুখ্য নয়॥ ১৩৭॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভুর স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি হইতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি গৌণফল বা চঞ্চলবিষয়ীর লভ্য ফলাভাস, কৃষ্ণপ্রেম লাভের তুলনায় নিতান্ত হেয় ও অল্প লাভ বিশিষ্ট। ১৩৭॥

ভগবানের নিত্য নিজ দাস এরূপ অভিজ্ঞান হইলে জীবের বাহ্য সম্ভার গ্রহণ বা বাহ্য বৃহৎ বিষয় সেবা কিছুই অমঙ্গল করিয়া উঠিতে পারে না। কেন না, প্রাকৃত নিজভোগতাৎপর্য্যপর হইলে জীবের

কিন্তু মোর করিহ এক আজ্ঞা পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূল ধন ॥ ১৪২ ॥
রাজার মূল ধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে কর্ম্মে ব্যয় ॥ ১৪৩ ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই লোক যায়।
এতবলি সবাকারে দিলেন বিদায় ॥ ১৪৪ ॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপা-বিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥ ১৪৫ ॥
সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা ॥ ১৪৬ ॥
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃপা বিবর্ত্ত, বিষয়-মঙ্গলরূপ কৃপা যথার্থ কৃপা নয় কিন্তু বিষয় বুদ্ধিতে তাহা এক বস্তুতে অন্য বস্তু প্রতীতিরূপ বিবর্ত্ত প্রতীত হইল ॥ ১৪৫ ॥

অনুভাষ্য।

বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলে মহা বিষয় বা মহা সন্ন্যাস কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৪১ ॥

অপ্রাকৃত ভগবদ্দাস্য অভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত বিষয়ভোগী হইলে জীব পাপে প্রবৃত্ত হয়; তাহা নিষেধ করিতেছেন ॥ ১৪২ ॥

জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে প্রাকৃত মঙ্গল এবং অপ্রাকৃত অনুভব-উভয় স্থানেই অসুবিধা ঘটে ॥ ১৪৪ ॥

তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥ ১৪৭ ॥
তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল।
আমা হৈতে কিছু নহে প্রভু তবে কৈল ॥ ১৪৮ ॥
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কহি ইহার না বুঝিল ভেদ ॥ ১৪৯ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধি রাজারে না সাধিল।
উদ্যোগ বিনা এতদূরে ফল দিল ॥ ১৫০ ॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে তাঁর পদে যার মন ধীর ॥ ১৫১ ॥
যেই ইহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধার নাম নবমপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

জীবরূপ গোপীনাথের বিষয় সেবা করায় তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রাকৃত মঙ্গল করা ভগবানের গৌণ কৃপা বুঝিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বিরক্ত ভক্ত সাজে বিষয়ীর উপকার করিতে গেলে শ্রীপ্রভুর তাদৃশ চরিত্রে বিরক্ত বৈষ্ণবের আদর্শ, ঘৃণ্য হইয়া পড়ে সুতরাং নিরপেক্ষ মহাভাগবত বিষয়ীর কার্য্যে ব্রতী হইবেন না ॥ ১৪৯ ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দশম পরিচ্ছেদের কথসার।

রথযাত্রার উদ্দেশে গৌড়ীয়ভক্ত পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। রাঘব পণ্ডিত তাহার পত্নী দময়ন্তী প্রদত্ত ঝালিতে বহুবিধখাদ্য সামগ্রী লইয়া চলিলেন। পানিহাটী নিবাসী মকরধ্বজ কর রাঘবের ঝালির মুনসিব হইয়া চলিলেন। ভক্তগণ যেদিন পুরুষোত্তমে পৌছিলেন, সেই দিন নরেন্দ্রের জলে কেলি করিতে গোবিন্দ নৌকায় চড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া জল-ক্রীড়া করিলেন। পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা মার্জ্জনাদি হইল। শ্রীমন্দির মধ্যে জগ মোহন পরিমুণ্ডা কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন বিশ্রামের পর প্রসাদ সেবা করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে গোবিন্দ কোন প্রকারে নিকটস্থ হইয়া পাদ সম্বাহন করিলেন। বাহির হইতে না পারায় তাহার সে দিবস প্রসাদ সেবা হয় নাই। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত, কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপ-রাধের আভাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত, এই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তটী স্থাপিত হইল। মহাপ্রভুকে গৌড়ীয়ভক্ত যাহা যাহা সেবা করিবার জন্য দিয়াছিলেন তাহা গোবিন্দ প্রভুকে খাওয়াইলেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে ॥ ৩ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সব অগ্রগণ্য।
আচার্য্য রত্ন আচার্য্য নিধি শ্রীবাস আদি ধন্য ॥ ৪ ॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৫ ॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে ॥ ৬ ॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তার সঙ্গে সে রহিলা ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণে স্নেহপূর্ব্বক দধি ভাত ভোজন করিয়াছিলেন।

ভক্তের শ্রদ্ধাদত্ত যে কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহ কারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন যেন কেন অপি সামান্যেন সন্তুষ্টং তং ভক্তানুগ্রহকারকং ভক্তেষু অনুগ্রহবিধায়কং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে ॥ ১ ॥

আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখ-পোষ ॥ ৮ ॥
বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান সেন শ্রীমান পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥ ৯ ॥
মুরারি গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান ॥ ১০ ॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা নাম না যায় লিখন ॥ ১১ ॥
কুলীন গ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন আইলা সবারে লইয়া ॥ ১২ ॥
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১৩ ॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ ॥ ১৪ ॥
আম্র কাশন্দি, আদা ঝাল কাশন্দি, নাম।
নেম্বু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান ॥ ১৫ ॥
আমসি আমখণ্ড তৈলাম্র আমতা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপযোগ, ব্যবহার, গ্রহণ ॥ ১৪ ॥

যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ শুকুতা ॥ ১৬ ॥
শুকুতা বলি অবজ্ঞান না করিহ চিত্তে।
শুক্তায় যে সুখ হয় নহে পঞ্চামৃতে ॥ ১৭ ॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
শুক্তাপাতা কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥ ১৮ ॥
মনুষ্য বুদ্ধি দয়মন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু ভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥ ১৯ ॥
শুক্তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥ ২০ ॥

[ভারবৌ ৮ম সর্গে, ২০ শ্লোকঃ]

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পুরাণ শুকুতা, শুখান তিক্ত পাটশাক ॥ ১৬ ॥

কোন প্রিয় ব্যক্তি মালা গাথিয়া বিপক্ষ সন্নিধানে কোন পীবরস্তনীর স্কন্ধে দিলে তিনি পঙ্কিল বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই, কেন না বস্তুতে গুণ সকল থাকে না, প্রেমেতেই থাকে ॥ ২১ ॥

অনুভাষ্য।

আমতা, আমসত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

ধনিয়া মৌহরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥ ২২॥
শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ুয়া আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কুথলী ভিতর॥ ২৩॥
কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লব আর শত প্রকার আচার॥ ২৪॥
নারিকেল খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥ ২৫॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥ ২৬॥
শালিকাচটি ধান্যের আতপ চিড়া করি।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোলশুণ্ঠী কুলশুষ্ক॥ ২৪॥

নাড়ু গঙ্গাজল, গঙ্গাজলী অর্থাৎ সাদালাড়ু॥ ২৫॥

অনুভাষ্য।

প্রিয়েণ প্রেমপাত্রেণ বল্লভেন জলাবিলাং কর্দ্দমাদিযুক্তাং স্রজং মাল্যাং সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধৌ বক্ষসি উপাহিতাং অর্পিতাং কাচিৎ পীবরস্তনী সমুন্নতপয়োধরা রমণী নঞ্বিজহৌ ন ত্যক্তবতী হি যস্মাৎ গুণাঃ প্রেম্নি বসন্তি ন বস্তুনি॥ ২১॥

চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার, কদমা, কাটাফেণী, ওলা, মঠ, তিলে-খাজা, দমদম্ মিশ্রি, রেশমী মিঠাই ইত্যাদি॥ ২৫॥

নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি॥ ২৭ ॥
কতোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥ ২৮ ॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া॥ ২৯ ॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচি রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥ ৩০ ॥
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি পাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥ ৩১ ॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল॥ ৩২ ॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার॥ ৩৩ ॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুহাঁর প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শালিকা কাচঠি, শুক ধান্যের। কুথুলি,—ছোট ছোট থলে॥ ২৭ ॥
উখড়া মুড়কি॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য।

হুড়ুম, মুড়ি॥ ২৮ ॥

গঙ্গা মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁচ কুড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥ ৩৫॥
পাতল মৃৎপাত্রে চন্দনাদি ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী॥ ৩৬॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল।
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল॥ ৩৭॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া॥ ৩৮॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার॥ ৩৯॥
ঝালির উপর মুন্সিব মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥ ৪০॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জললীলা॥ ৪১॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।

অনুভাষ্য।

পাঁচকুড়ি, পাঠান্তরে গাকৌড়ি পাঠান্তরে পাঁপড়ি অর্থাৎ দলা॥ ৩৫॥
মোহর দিল, অন্য লোক কেহ খুলিতে না পারে এরূপভাবে শীল-মোহর আঁটিয়া দিল॥ ৩৮॥

জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥ ৪২ ॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে ॥ ৪৩ ॥
সেইকালে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু সঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪৪ ॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৪৫ ॥
গৌড়ীয়া সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৬ ॥
জলক্রীড়া বাদ্য গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে সলিলে খেলন ॥ ৪৭ ॥
গৌড়ীয়া সংকীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৮ ॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ ৪৯ ॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।

অনুভাষ্য।

জগন্নাথ মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি গোবিন্দ দেব আছেন। তিনিই নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করিতে যান ॥ ৪২ ॥

চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছে বর্ণন ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চৈতন্যমঙ্গল বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন।—চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যলীলা ৯ ম অধ্যায় ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য।

হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ। জলকেলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥ হরিধ্বনি নৃত্য গীত মৃদঙ্গ করতাল। শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥ সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর। চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরমসুন্দর ॥ মহাজ জয়শব্দ মহাহরিধ্বনি। ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥ রাম কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা কুতূহলে। উত্তরিলা আসি সভে নরেন্দ্রের জলে ॥ জগন্নাথগোষ্ঠী শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী সনে। মিশাইলা তারাও ভুলিলা সঙ্কীর্ত্তনে ॥ দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ। কি বৈকুণ্ঠসুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত ॥ চতুর্দ্দিকে লোকের আনন্দে অন্ত নাঞি। সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥ রাম, কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥ রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়। দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥ প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে। ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥ শুন ভাই! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার। যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার ॥ পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি। মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি ॥ সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি। পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী ॥ গৌড়দেশে জল-কেলি আছে 'কয়া' নামে। সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ॥ 'কয়া কয়া' বলি করতালি দেন জলে। জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥ গোকুলের শিশুভাব হইল সবার।

পুনঃ ইহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।

অনুভাষ্য।

প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার॥ বাহ্য নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহ্বল। নির্ভয়ে ঈশ্বরদেহে সবে দেন জল॥ অদ্বৈত চৈতন্য দুঁহে জল ফেলাফেলি। প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা কুতূহলী॥ অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর। নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥ নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি। তিন প্রভু জলযুদ্ধ, কারো হারি নাঞি॥ দত্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার। পরম-আনন্দে দুঁহে করো হুঙ্কার॥ দুই সখা বিদ্যানিধি স্বরূপ দামোদর। হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥ শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর। গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর॥ এইমত অন্যোহন্যে সবে দেন জল। চৈতন্য-আনন্দে সবে হইলা বিহ্বল॥ শ্রীগোবিন্দ-রাম-কৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়। লক্ষ লক্ষ লোক জলে আনন্দে বেড়ায়॥ সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী। সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি। হেন সে চৈতন্যমায়া, সে স্থানে আসিতে। কারো শক্তি নাহি, কেহো না পায় দেখিতে॥ অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥ ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়। কিছুই না হয়, সবে দুঃখমাত্র পায়॥ সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে। এতেক চৈতন্যসঙ্কীর্ত্তন কুতূহলে॥ যত মহামহানাম সন্ন্যাসী সকল। দেখিতেও ভাগ্য কারো নহিল কেবল॥ আরো বলে চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি। কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি॥ সর্ব্বদাই প্রাণায়াম এই সে যতিধর্ম্ম। নাচিব কাঁদিব এ কি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥ তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসিগণ। তারা বলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজন॥"

ব্যর্থ লিখন হয় মোর গ্রন্থ বাড়য় ॥ ৫১ ॥
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥ ৫২ ॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজ ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫৩ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ব সুবায় বাসায় পাঠাইল ॥ ৫৪ ॥
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিল।
ভোজন গৃহের কোণে ঝালি রাখিল ॥ ৫৫ ॥
পূর্ব্ব বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥ ৫৬ ॥
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥ ৫৭ ॥

অনুভাষ্য।

কেহো বলে জ্ঞানী, কেহো বলে বড় ভক্ত। প্রশংসেন সবে, কেহো না জানেন তত্ত্ব ॥ হেনমত জলক্রীড়া রঙ্গ কুতূহলে। করেন ঈশ্বরসঙ্গে বৈষ্ণবসকলে ॥ পূর্ব্ব যেন জলকেলি হৈল দ্বারকায়। সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্যরায় ॥ যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী যমুনা। নরেন্দ্রজলেরো হৈল সেই ভাগ্যসীমা ॥ এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ ॥ এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে। কর্ম্মবন্ধ ছিণ্ডে যার স্মরণ পঠনে ॥ ৫০ ॥

বেড়া কীর্ত্তনের তাহা আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥
সাত সম্প্রদায় নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৫৯ ॥
বক্রেশ্বর অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস।
সত্যরাজখান আর নরহরি দাস ॥ ৬০ ॥
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
মোর সম্প্রদায়ে প্রভু ঐছে সবার মন ॥ ৬১ ॥
সংকীর্ত্তন কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬২ ॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥ ৬৩ ॥
কীর্ত্তন আবেশে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক হৈল কোলাহল ॥ ৬৪ ॥
এই মত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ৬৫ ॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে প্রেমাবেশে নাচে গৌর রায় ॥ ৬৬ ॥
উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৭ ॥

পদং ॥ জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ ॥ ৬৮ ॥

এই পদে নৃত্য করে আপনি আবেশে।
সবলোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে ॥ ৬৯ ॥
বোল বোল্ বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৭০ ॥
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥ ৭১ ॥
সঘর্ম্ম পুলক যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু ॥ ৭২ ॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
জজ গগ পরি মুমু গদ্গদ বচন ॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎ গৃহকে জগমোহন বলে। যাহার একভিত্তে গরুড়স্তম্ভ আছে। সেই জগমোহনের যে স্থলে ভক্তগণ নৃত্য করেন তাহাকে পরিমণ্ডল বলে, পরিমণ্ডলের উৎকলদেশী অপভ্রংশ পরিমুণ্ডা উড়ীয়াপদটী এস্থলে সম্পূর্ণ না দেওয়ায় ভাল অর্থ হয় না। এরূপ পদ এক্ষণে উৎকলে প্রসিদ্ধ নাই। অবশ্য কোন বিশেষভাবের সূচকমাত্র ॥ ৬৮ ।

অনুভাষ্য।

জগমোহন, জগমোহন নামক শ্রীজগন্নাথদেবের নাটমন্দির; মুণ্ডা, মস্তক; পরি, প্রকার, প্রতি। যাউ, অর্পিত হউক, প্রেরিত হউক ॥ ৬৮ ॥

এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে ॥ ৭৪ ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে শেষ ॥ ৭৫ ॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ আত্ম ঘর ॥ ৭৬ ॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥ ৭৭ ॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বর গায় ॥ ৭৮ ॥
কোলাহল নাহি প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥ ৭৯ ॥
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন।
সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন ॥ ৮০ ॥
সব লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ॥ ৮১ ॥
গম্ভীরার দ্বারে করে আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ সম্বাহন ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য

গম্ভীরা, ঘরের ভিতরের ঘর ॥ ৮২ ॥

সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥ ৮৩ ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥ ৮৪ ॥
সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছে শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন ॥ ৮৫ ॥
একপাশ হও মোরে দেহ ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥ ৮৬ ॥
বার বার গোবিন্দ কহে এক দিক হৈতে।
প্রভু কহে অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥ ৮৭ ॥
গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ সম্বাহন।
প্রভু কহে কর বা না কর যেই তোমার মন ॥ ৮৮ ॥
তবে গোবিন্দ তাঁর বহির্ব্বাস উপরে দিয়া।
ভিতর ঘর গেলা গোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘিয়া ॥ ৮৯ ॥
পাদ সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৯০ ॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বহি প্রভুর হৈল নিদ্রা ভঙ্গ ॥ ৯১ ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
আজি কেন এতক্ষণ আছিস বসিয়া ॥ ৯২ ॥

নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলে প্রসাদ লইতে।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা যাইতে নাহি পথে॥৯৩॥
প্রভু কহে ভিতর তবে আইলে কেমনে।
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈল গমনে॥ ৯৪ ॥
গোবিন্দ কহে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥ ৯৫ ॥
সেবা লাগি কোটী অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধ আভাসে ভয মানি॥ ৯৬ ॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা॥ ৯৭ ॥
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রায় যান প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি লাগিল চাপিতে॥ ৯৮ ॥
যাইতেহ পথ নাহি যাইব কেমনে।
মহাঅপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥ ৯৯ ॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র সূক্ষ্মমর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপা জানে সেই সব ধর্ম্ম॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অর্থাৎ প্রভুর সেবার জন্য কোটা কোটী অপরাধকে আমি গণনা করি না। কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাসকেও ভয় করি॥ ৯৬॥

ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী ॥ ১০১ ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ড নৃত্য।
অদ্যাপি গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ১০২ ॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা গৃহে কৈল ক্ষালন মার্জ্জন ॥ ১০৩ ॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্য ভোজন ॥ ১০৪ ॥
পূর্ব্ববৎ রথ আগে করিল নর্ত্তন।
হেরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন ॥ ১০৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পরিমুণ্ড,—পরিমণ্ডল নৃত্য ॥ ১০২ ॥

অনুভাষ্য।

কর্ম্মীগণ ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনুষ্ঠান মাত্রকেই ভক্তির ন্যায় জ্ঞান করে কিন্তু যাহাতে ভগবৎ সেবা সাধিত হয় তাহার নাম ভক্তি এবং যাহাতে নিজের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃত ফল লাভ ঘটে, তাহা কর্ম্ম। কর্ম্মীগণ বিশ্রম্ভ সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের সেবামর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্য কৃপালাভে বঞ্চিত হয় ॥ ১০০ ॥

হেরা পঞ্চমী রথযাত্রার পঞ্চম দিবস। এই দিনে লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথকে গুণ্ডিচায় দেখিতে যান ॥ ১০৫ ॥

চারিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা ॥১০৭॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি দিল গোবিন্দ ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥ ১০৮ ॥
কেহ পেড়া কেহ নাড়ু কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যার নানা ॥ ১০৯ ॥
অমুক এই দিয়াছে গোবিন্দ করে নিবেদন।
ধরি রাখ বলি প্রভু না করে ভক্ষণ ॥ ১১০ ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ ১১১ ॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমাদত্ত প্রসাদ প্রভুকে কি করালে ভক্ষণ ॥১১২॥
কাহাঁ কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ বচন ॥ ১১৩ ॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥১১৪॥
তুমি সে না খাও তারা পুছে বার বার।
কত বঞ্চনা করিব কেমনে আমার নিস্তার ॥ ১১৫ ॥

প্রভু কহে আদিবস্যা দুঃখ কাহে মানে।
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে॥ ১১৬॥
এতবলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে॥ ১১৭॥
আচার্য্যের এই পৈড় নানা রস পূপী।
এই অমৃত গুটিকা মণ্ডা কর্পূর কুপী॥ ১১৮॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা পানা অমৃত মণ্ডা পদ্ম চিনি আর॥ ১১৯॥
আচার্য্য রত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্য নিধির এই অনেক প্রকার॥ ১২০॥
বাসুদেব দত্তের মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥ ১২১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আদিবস্যা, পূর্ব্ব হইতে যাঁহার বাস, তাহাকে আদিবস্যা বলে। প্রভু কহিলেন যাঁহারা আদিবস্যা অর্থাৎ আমার সহিত একত্রে পূর্ব্ব হইতে আছেন, তাঁহাদের ইহাতে কোন দুঃখ নাই। কেন না যাহারা গৌড় হইতে আপাততঃ আসিয়াছেন তাঁহারাই এই সকল সুখাদ্য আনিয়াছেন॥ ১১৬॥

পৈড় (উৎকল শব্দ),—নারিকেল॥ ১১৮॥

অনুভাষ্য।

আদিবস্যা কাহার ও মতে ভাগ্যহীন॥ ১১৬॥

শ্রীমানসেন শ্রীমান পণ্ডিত আচার্য্যনন্দন।
তাহা সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ ১২২ ॥
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥ ১২৩ ॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে ॥ ১২৪ ॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুতা নারিকেল।
অমৃত গুটিকাদি পানাদি সকল ॥ ১২৫ ॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে সেই প্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৬ ॥
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দে পুছিল ॥ ১২৭ ॥
গোবিন্দ বলে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহু তাহা দেখিব পাছে ॥ ১২৮ ॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল ॥ ১২৯ ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুকুতা, মুখছোলা।

স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল ॥ ১৩০ ॥
বৎসরেক তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজন কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া ॥ ১৩১ ॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে উপভোগ ॥ ১৩২ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ১৩৩ ॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৩৪ ॥
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধিখণ্ড সার ॥ ১৩৫ ॥
শাক দুই চারি আর শুকুতার ঝোল।
নিম্ব বার্ত্তাকী আর ভ্রষ্ট পটোল ॥ ১৩৬ ॥
ভ্রষ্ট ফুলবড়ী আর মুদ্গদালি সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর অনুরূপ ॥ ১৩৭ ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাহাঁ একা যায়েন কাহাঁ গণের সহিত ॥ ১৩৮ ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।

অনুভাষ্য।

উপযোগ, স্বীকার, গ্রহণ ॥ ১৩০ ॥

শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব ॥ ১৩৯ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর গুপ্ত মুরারি ॥ ১৪০ ॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪১ ॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্রের চৈতন্যদাস নাম ॥ ১৪২ ॥
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তারে নাম পুছিল ॥ ১৪৩ ॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌররায়।
কি নাম ধরাঞাছ বুঝন না যায় ॥ ১৪৪ ॥
সেন কহে যে জানিল সেই নাম ধরিল।
এতবলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪৫ ॥
জগন্নাথের বহু মূল্য প্রসাদ আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ ১৪৬ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যদাস, ইঁহার কৃত কৃষ্ণ কর্ণামৃতের সংস্কৃত টীকা। কেহ কেহ বলেন চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ইনিই রচয়িতা ॥ ১৪২ ॥

কুলীনগ্রামী, সত্যরাজ খান, রামানন্দ বসু প্রভৃতি। খণ্ডবাসী, নরহরি দাস, রঘুনন্দনাদি।

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৭ ॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥ ১৪৮ ॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়া লবণ।
সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৯ ॥
প্রভু কহে এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥ ১৫০ ॥
এতবলি দধি ভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসের দিল উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥ ১৫১ ॥
চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥ ১৫২ ॥
গদাধর পণ্ডিত আচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম ॥ ১৫৩ ॥
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪ ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুই পণ ॥ ১৫৫ ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারিপণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৬ ॥

চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৭ ॥
এইত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্ত দত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন ॥ ১৫৮ ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্য কথন ॥ ১৫৯ ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৬০ ॥
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬১ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

শৌক্র ব্রাহ্মণগণের গৃহে পক্ক অন্ন এবং অভোজ্যান্ন শৌক্র ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণে দুইপণ বা চারিপণ কৌড়ির মূল্যের মহাপ্রসাদ স্বীকার করিতেন ॥ ১৫৮ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

——‡*‡——

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি বন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেহত্যাগ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন। স্বহস্তে বালু দিয়া চৌতারা বাঁধিয়া দিলেন, পরে সমুদ্রস্নান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করতঃ হরিদাসের বিজয়মহোৎসব করিলেন।

আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি যিনি হরিদাসের পরিত্যক্তদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ চৈতন্যদেবঃ যন্মূর্ত্তিং যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিঃ সংস্থিতাং সমাধিপ্রাপ্তাং অপি স্বাঙ্কে স্বস্য ক্রোড়ে কৃত্বা ননর্ত্ত তং হরিদাসং তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং চ নমামি॥ ১ ॥

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥
কাশীশ্বর প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ সনাতন রঘুনাথেশ্বর ॥ ৪ ॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদ দান ॥ ৫ ॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ॥ ৬ ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥ ৭ ॥
জয় গৌরভক্তগণ গৌর যার প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান ॥ ৮ ॥
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল ছয় মোর প্রাণনাথ ॥ ৯ ॥
এসব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন ॥ ১০ ॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন বিলাস ॥ ১১ ॥

অনুভাষ্য।

চৈতন্যের আর্য্য, মহাপ্রভুর মান্য ॥ ৭ ॥

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্র্যে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন ॥ ১২ ॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥ ১৩ ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্র্যে অতিশয়।
চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥ ১৪ ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রামানন্দ রায়।
রাত্রি দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥ ১৫ ॥
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥ ১৬ ॥
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন ॥ ১৭ ॥
গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥ ১৮ ॥
সংখ্যা কীর্ত্তন পূরে নাহি কেমতে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমতে উপেক্ষিব ॥ ১৯ ॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রঞ্চ,—কণা ॥ ২০ ॥

আর দিন মহাপ্রভু তার ঠাই আইলা
সুস্থ হও হরিদাস তাহারে পুছিলা ॥ ২১ ॥
নমস্কার করি তিহোঁ কৈল নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন ॥ ২২ ॥
প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহত নির্ণয়।
তিহোঁ কহে সংখ্যা কীর্ত্তন না পূরয় ॥ ২৩ ॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে কর ॥ ২৪ ॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ ২৫ ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন ॥ ২৬ ॥
হীন জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ ২৭ ॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

তোমার অবতার, ভগবদ্ভক্ত ও পার্ষদগণ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সেবা করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ॥ ২৫ ॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥ ২৯॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥ ৩০॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে॥ ৩১॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥ ৩২॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন॥ ৩৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সেই লীলা, তোমার অন্তর্দ্ধান লীলা॥ ৩২॥

অনুভাষ্য।

শ্রাদ্ধ পাত্র। বিষ্ণু স্মৃতি। ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পংক্তি-দূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েৎ যত্নাদ্ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ। শৌক্র ব্রাহ্মণ জন্মলাভ ঘটিলেও স্মৃতিকথিত পংক্তিদূষক অপসদাখ্য বিপ্রকে শ্রাদ্ধপাত্র দিবে না। এক্ষেত্রে শুদ্ধবিপ্রের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র দৈক্ষ বিপ্র হরিদাসকে প্রদত্ত হইয়াছে। শৌক্র ম্লেচ্ছ হইলেও হরিজন বলিয়া তাঁহার অধিকার আছে॥ ৩০॥

জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥ ৩৪ ॥
মোর ইচ্ছা এই যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর দয়াময় ॥ ৩৫ ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।
এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মোর তোমাতে লাগে ॥ ৩৬ ॥
প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৭ ॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥৩৮॥
চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া।
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া ॥ ৩৯ ॥
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটী ভক্ত হয় ॥ ৪০ ॥
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ॥ ৪১ ॥
ভকতবৎসল প্রভু মুঞি ভক্তাভাস।
অবশ্য পূরিবে প্রভু মোর এই আশ ॥ ৪২ ॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে ॥ ৪৩ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥ ৪৪॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া॥ ৪৫॥
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন।
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণব চরণ॥ ৪৬॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার॥ ৪৭॥
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহাসংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা করেন নর্ত্তন॥ ৪৮॥
স্বরূপ গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন॥ ৪৯॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥ ৫০॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥ ৫১॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্ব ভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥ ৫২॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥ ৫৩॥

স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্ব ভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার ॥ ৫৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ ॥ ৫৬ ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ ॥ ৫৭ ॥
হরি হরি কৃষ্ণ শব্দ করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৯ ॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
এই নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন ॥ ৬১ ॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উৎক্রামণ,—বাহির ॥ ৫৬ ॥

সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৬২ ॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে ॥ ৬৩ ॥
হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্রে এই মহাতীর্থ হৈলা ॥ ৬৪ ॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন ॥ ৬৫ ॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল ॥ ৬৬ ॥
চারি দিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥ ৬৭ ॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তার গায় ॥ ৬৮ ॥
তারে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা আবরণ কৈল ॥ ৬৯ ॥
তবে মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ ৭০ ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥ ৭১ ॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইল সিংহদ্বারে।

হরি কীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে ॥ ৭২ ॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই ॥ ৭৩ ॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়া ভিক্ষা দেহত আমারে ॥ ৭৪ ॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া ॥ ৭৫ ॥
স্বরূপ গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লইয়া পসারি পসারে বসিল ॥ ৭৬ ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে ঘর পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিল ॥ ৭৭ ॥
স্বরূপ গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ মোরে ॥ ৭৮ ॥
এই মতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লইয়া আইলা চারি জনের মস্তকে চড়াইয়া ॥ ৭৯ ॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পিছাড়া, পশ্চাদগামী লোক ॥ ৭৭ ॥

পুঞ্জা, চারি চারি করিয়া এক ভাগ ॥ ৭৮ ॥

সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥ ৮১ ॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ৮২ ॥
স্বরূপ কহে প্রভু বসি করহ দর্শন।
আমি ইহা সবা লঞা করি পরিবেশন ॥ ৮৩ ॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারি জন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৪ ॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৫ ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৬ ॥
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল ॥ ৮৭ ॥
আকণ্ঠ পূরাঞা সবাকে করাইল ভোজন।
দেহ দেহ বলি প্রভু বলেন বচন ॥ ৮৮ ॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন ॥ ৮৯ ॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বর দান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম ॥ ৯০ ॥

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন ॥ ৯১ ॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে করিল ভোজন ॥ ৯২ ॥
অচিরে সবাকার হৈবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি ॥ ৯৩ ॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ ॥ ৯৪ ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে ॥ ৯৫ ॥
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৬ ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্ন শূন্য হইল মেদিনী ॥ ৯৭ ॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৮ ॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ ॥ ৯৯ ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল ॥ ১০০ ॥

এইত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়॥ ১০১॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসী শিরোমণি॥ ১০২॥
শেষকালে দিলে তাঁরে দর্শন স্পর্শন।
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥ ১০৩॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তারে বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥ ১০৪॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল পয়ান॥ ১০৫॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু॥ ১০৬॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

হরিদাসের বিজয়,—শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে টোটা গোপীনাথ হইতে সমুদ্রতীর গেলে সমুদ্রের উপরেই হরিদাসের সমাধি এখনও বর্ত্তমান। অনন্ত চতুর্দ্দশী দিবস প্রতি বৎসর বিজয়োৎসব হইয়া থাকে॥ ১০১॥

অনুভাষ্য।

পরম বিদ্বান্। যাহাতে অবিদ্যা সংসার বন্ধন মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃতবস্তু বিষয়ক অভিজ্ঞতা হয় তাহাই 'বিদ্যা। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তমা কৃষ্ণবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন॥ ১০৫॥

ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্যচরিত্র ॥ ১০৭ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসনির্য্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীগৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈত মূর্ত্তিত্রয়ের সেবা স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রাপাড়ার ভ্রমরবর নামক জনৈক উৎকল ভক্তের আনুকূল্যে স্বর্গদ্বারে তথাকার স্থায়ী শ্রীমন্দির গঠিত হয়। এই সেবা টোটা গোপীনাথের সেবায়েত গোস্বামী গণের পর্য্যবেক্ষণে ছিল। এক্ষণে ঐসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া অন্যের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহারাই সেবা চালাইতেছেন। হরিদাসের সমাধি বাটীর সন্নিহিত প্রদেশে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বীয় ভজন স্থান ভক্তিকুটী নির্ম্মাণ করেন॥ ভক্তিরত্নাকরে তৃতীয় তরঙ্গে। শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিলা॥ ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর। ভাগবতগণ শ্রীসমাধি সন্নিধানে। শ্রীনিবাসে স্থির কৈল সস্নেহ বচনে॥ পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া। যে বিলাপ কৈল তা শুনিতে দ্রবে হিয়া॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বাদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভুর রাত্রে প্রেমবিকার এবং দিবসেও তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ যথা সময়ে উপস্থিত হইলেন। শিবানন্দ সেন তাহার পত্নী ও পুত্রত্রয় লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে নিত্যানন্দ প্রভুর বাসা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শিবানন্দের প্রতি প্রেমকোপ দেখাইয়া লাথি মারিয়া ছিলেন। শিবানন্দ তাহাতে কৃতার্থ হইলে ও তাহার ভাগিনা শ্রীকান্তসেন দুঃখিত হইয়া অগ্রে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। এবৎসর পরমেশ্বরদাস মোদক সপরিবারে মহাপ্রভু দর্শনে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাদের বিদায়কালে মহাপ্রভু অনেক বিনয়বাক্য প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদবস্ত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি শিবানন্দের গৃহ হইতে চন্দনাদি সুগন্ধিতৈল এক কলসী প্রস্তুত করিয়া আনিয়া মহাপ্রভুর মস্তকে দিবার জন্য গোবিন্দকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সে তৈল অঙ্গীকার না করায় জগদানন্দ সেই তৈল সহিত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুই দিবস

চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥ ২ ॥

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণাসাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥ ৩ ॥

অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥ ৪ ॥

হাহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন ॥ ৫ ॥

রাত্রি দিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মানে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উপবাস করিলেন।" মহাপ্রভু তাহাকে শীতল করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায় অন্নব্যঞ্জন পাক করতঃ মহাপ্রভুকে সেবা করাইয়া প্রসাদাদি লইলেন।

হে ভক্তগণ এই চৈতন্য চরিতামৃত নিত্য শ্রবণ কর, গান কর এবং আনন্দে চিন্তা কর ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

হে ভক্তাঃ মুদা আনন্দেন চৈতন্যচরিতামৃতং নিত্যং পুনঃ পুনঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং পুনঃ পুনঃ গীয়তাং গীয়তাং পুনঃ পুনঃ চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাম্ ॥ ১ ॥

এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥ ৭ ॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোসাঞি ।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঞি ॥ ৮ ॥
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি ॥ ৯ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই ।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোসাঞি ॥ ১০ ॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী ।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥ ১১ ॥
শিবানন্দ পত্নী চলে তিন পুত্র লঞা ।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ॥ ১২ ॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন ।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন ॥ ১৩ ॥
শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা ।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিয়া ॥ ১৪ ॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটী সমাধান ।

অনুভাষ্য ।

ঘাটী সমাধান, জমিদারের মহালের মধ্যে যাত্রী পথিক গমনাগমন করিলে কর আদায় হইত । পূর্ব্বকালে রোড্‌সেস্ প্রভৃতি আদায় না

সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান ॥ ১৫ ॥
সবার সব কার্য্য করে দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান ॥ ১৬ ॥
এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা।
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একলা রহিলা ॥ ১৭ ॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসা স্থান নাহি মিলে ॥ ১৮ ॥
নিত্যানন্দ প্রভু ভোকে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া ॥ ১৯ ॥
তিন পুত্র মরুক শিবার এখন না আইল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভোকে,—ক্ষুধায় ॥ ১৯ ॥

অনুভাষ্য।

হওয়ায় এই কর রাস্তা ঘাটের মালিকগণ পাইতেন। শিবানন্দ সেন জগন্নাথ যাত্রীগণের প্রদেয় পথকর স্থানে স্থানে ঘাটোয়ালগণের নিকট সরবরাহ করিতেন ॥ ১৫ ॥

ঘাটোয়ালগণ অত্যাচার করিয়া যাত্রীগণের নিকট হইতে অধিক মাশুল আদায় করিত এবং তাহাদের প্রাপ্য হইতে অতিরিক্ত আদায় করিবার জন্য যাত্রীগণকে ঘাটিতে আটকাইয়া রাখিত। শিবানন্দ সকল যাত্রীগণের পক্ষে জামিন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

ভোকে মরি গেনু মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥২০॥
শুনি শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিল ।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইল ॥ ২১ ॥
শিবানন্দের পত্নী তারে কহেন কান্দিয়া ।
পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাইয়া ॥২২॥
তিহোঁ কহে বাউনি কেনে মরিস্ কান্দিয়া ।
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া ॥ ২৩ ॥
এতবলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ ।
উঠি তারে নাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ২৪ ॥
আনন্দিত হৈল শিবাই পাদপ্রহার পাঞা ।
শীঘ্র বাসা ঘর কৈল গৌড় ঘরে গিয়া ॥ ২৫ ॥
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা ।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥ ২৬ ॥
আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা ।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা ॥ ২৭ ॥

অনুভাষ্য ।

বাউনী, ব্রাহ্মণী । শৌক্র ব্রাহ্মণ না হইলেও তৎকালে ভদ্রমহিলা-বর্গকে তাদৃশ সম্ভাষণ বিহিত হইয়াছিল । পাঠান্তরে বাউলী অর্থাৎ বাতুলী পাগলী ॥ ২৩ ॥

গৌড় ঘরে, গোয়ালার বাড়ীতে ॥ ২৫ ॥

শান্তি ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন জনা ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণ রেণু।
হেন চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৯ ॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম কুল কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম ॥ ৩০ ॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥ ৩১ ॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিব বাসাস্থান ॥ ৩২ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা নাথি মারি করে তার হিত ॥ ৩৩ ॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান ॥ ৩৪ ॥
চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করে গোসাঞি তাঁরে মারে নাথি ॥ ৩৫ ॥
এতবলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।

অনুভাষ্য।

ঠাকুরালী, ঠাকুর গিরি অর্থাৎ আপনাকে সেব্যাভিমান ॥ ৩৫ ॥

সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৬ ॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার ॥৩৭॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক যাতে ইহার সুখ ॥ ৩৮ ॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিল।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল ॥ ৩৯ ॥
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুর বাক্য শুনি।
জানিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি ॥ ৪০ ॥
শিবানন্দে নাথি মারিলা ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রী সব দূরে হৈতে কৈল প্রভু দর্শন ॥ ৪২ ॥
বাসা ঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেওয়াইল।
মহাপ্রসাদ ভোজনে সবারে বোলাইল ॥ ৪৩ ॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় বহুকৃপা কৈল ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পেটাঙ্গী,—অঙ্গরাখা, জামা ॥ ৩৭ ॥

ছোটপুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইল ॥ ৪৫ ॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৬ ॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার ॥ ৪৭ ॥
তবে মায়ের গর্ব্ভে হয় সেইত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥ ৪৮ ॥
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস ॥ ৪৯ ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥ ৫০ ॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার ॥ ৫১ ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন ॥ ৫২ ॥
শিবানন্দের প্রকৃতি, পুত্র, যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায় ॥ ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শিবানন্দের প্রকৃতি, শিবানন্দের স্ত্রী ॥ ৫৩ ॥

নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥ ৫৪ ॥
বালক কালে প্রভু তার ঘরে বারবার যান।
দুগ্ধ-খণ্ড মোদক দেয় প্রভু তাহা খান ॥ ৫৫ ॥
প্রভু বিষয় স্নেহ তার বালক কাল হৈতে।
সে বৎসর সে আইল প্রভুকে দেখিতে ॥ ৫৬ ॥
পরমেশ্বরা মুঞি বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রভু প্রীতে তাহারে পুছিল ॥ ৫৭ ॥
পরমেশ্বর কুশল হও ভাল হৈল আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে প্রভুকে কহিলা ॥ ৫৮ ॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥ ৫৯ ॥
প্রশ্রয় প্রাগল্‌ভ্য শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে এই কথা সন্ন্যাসীর নিকটে বলা কেবল পূর্ব্ব প্রশ্রয় প্রাগল্‌ভ্য মাত্র। প্রশ্রয় প্রাগল্‌ভ্য কখনই শুদ্ধ বৈদগ্ধী অর্থাৎ শুদ্ধ বাক্‌চাতুরী জানে না ॥ ৬০ ॥

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে, প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে। প্রশ্রয় শব্দে স্নেহ, স্নেহযুক্তসম্মান, বিনয়, বিশ্বাস, আব্‌দার। প্রাগল্‌ভ্য শব্দে প্রগল্‌ভতা,

অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে॥ ৬০ ॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
রথ আগে পূর্ব্ববৎ করিল নর্ত্তন॥ ৬১ ॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥ ৬২ ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘর ভাতে॥ ৬৩ ॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্র্যেতে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন॥ ৬৪ ॥
এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড় দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥ ৬৫ ॥
সব ভক্ত করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব ভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন॥ ৬৬ ॥
প্রতিবর্ষে আইল সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে॥ ৬৭ ॥
তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে।
তোমা সবার সঙ্গসুখ লোভ বাড়ে চিত্তে॥ ৬৮ ॥

অনুভাষ্য।

ঔদ্ধত্য, তেজস্বিতা, স্ত্রীদিগের যত্ন হেতু ভাব বিশেষ। বৈদগ্ধী শব্দে চতুরতা, রসিকতা, শোভা, পটুতা, পাণ্ডিত্য, কৌশল, ভঙ্গী॥ ৬০॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইলেন কি পারি বলিতে॥ ৬৯ ॥
আইলেন আচার্য্য গোসাঞি মোরে কৃপা করি।
প্রেম ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি॥ ৭০ ॥
মোর লাগি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাঞা॥ ৭১ ॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া॥ ৭২ ॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিব শোধন॥ ৭৩ ॥
দেহ মাত্র ধন তোমায় কৈল সমর্পণ।
তাঁহা বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন॥ ৭৪ ॥
প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন।
অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥ ৭৫ ॥
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁপিতে কাঁপিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন॥ ৭৬ ॥
সবাই রহিল কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ সাত এইমতে গেল॥ ৭৭ ॥
অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভু পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥ ৭৮ ॥

আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা বাক্য ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে ॥ ৭৯ ॥
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥ ৮০ ॥
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বারবার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥ ৮১ ॥
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥ ৮২ ॥
নিজ কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা ঋণ কে শোধিতে পারে ॥ ৮৩ ॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৫ ॥
পূর্ব্ববর্ষ জগদানন্দ আই দেখিবারে।
প্রভু আজ্ঞা লয়ে আইল নদীয়া নগরে ॥ ৮৬ ॥
আইর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্র প্রসাদ কৈল নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি স্তুতি মাতাকে কহিলা ॥ ৮৮ ॥

জগদানন্দ পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে।
তিহোঁ প্রভুর কথা কহে শুনি রাত্রি দিনে ॥ ৮৯ ॥
জগদানন্দ কহে মাতা কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৯০ ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পুরিয়া ॥ ৯১ ॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে খাই আমি তিহোঁ স্বপ্ন হেন মানে ॥ ৯২
মাতা কহে কতো রান্ধ উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাঞি ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৯৩ ॥
নিমাঞি খায়েন ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন ॥ ৯৪ ॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখ কথা কহে রাত্রি দিনে ॥ ৯৫ ॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দ পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥ ৯৬ ॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দ পাঞা হৈল আচার্য্য আনন্দ ॥ ৯৭ ॥
বাসুদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিল ঘরে না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৮ ॥

চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তার মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য কথা সুখে ॥ ৯৯ ॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাশরে ॥ ১০০ ॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সেই মানে পাইল চৈতন্য ॥ ১০১ ॥
শিবানন্দ সেন গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি তৈল তাহাঁ এক মাত্রা কৈল ॥ ১০২ ॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া ॥ ১০৩ ॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
প্রভু অঙ্গে দিহ তৈল গোবিন্দে কহিল ॥ ১০৪ ॥
তবে প্রভু ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥
তার ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু ব্যাধি প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥ ১০৬ ॥
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

একমাত্রা,—বোলসের ॥ ১০২ ॥
গাগরী,—কলসী ॥ ১০৩ ॥

ইহাঁ আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥ ১০৭ ॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥ ১০৮ ॥
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম সফলে ॥ ১০৯ ॥
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল ॥ ১১০ ॥
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল করেন অঙ্গীকার ॥ ১১১ ॥
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য।

গৌড়দেশে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আনেন ॥ ১০৭ ॥

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা। মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ এই ব্রত শব্দে কেহ কেহ যতিব্রত ব্যাখ্যা করেন। তিথি তত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং। অদুষ্টং পক্কতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ ॥ অর্থাৎ ঘৃত, সার্ষপতৈল, ফুলেল তৈল এবং পক্কতৈল মাখিলে গৃহস্থের পক্ষে দোষাবহ হয় না ॥ ১০৮ ॥

সহায়হীন ভিক্ষুর অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে নাই। এক্ষেত্রে

এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।
আমার সর্ব্বনাশ তোমার পরিহাস ॥ ১১৩ ॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে ॥ ১১৪ ॥
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু স্থানে আইলা ॥ ১১৫ ॥
প্রভু কহে পণ্ডিত তৈল আনিলা গৌড় হৈতে।
আমিত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৬ ॥
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥ ১১৭ ॥
পণ্ডিত কহে কে তোমাকে কহে মিথ্যা বাণী।
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥ ১১৮ ॥
এত বলি ঘর হৈতে তৈল কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৯ ॥
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজ ঘর গিয়া।
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট খিলিয়া ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

বিলাস সহচর সৌগন্ধি তৈল মাখাইবার জন্য বিলাসপরায়ণ ভোগীগণের ন্যায় লোক নিযুক্ত করিলে বিশেষ সুখের বিষয় হয়; ইহা শ্লেষোক্তি॥ ১১২॥

দারী সন্ন্যাসী, ভ্রষ্টাচারী তান্ত্রিক স্ত্রীসম্ভোগী মিথ্যাচারপরায়ণ॥ ১১৪॥

তৃতীয় দিবসে প্রভু তার দ্বার যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত করি কহেন ডাকিয়া ॥ ১২১ ॥
আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধন।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশন ॥ ১২২ ॥
এতবলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ ১২৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে ॥ ১২৪ ॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল ॥ ১২৫ ॥
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি তুলসী মঞ্জরী।
জগন্নাথের পিঠাপানা আগে আনি ধরি ॥ ১২৬ ॥
প্রভু কহে দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন ॥ ১২৭ ॥
হস্ত তুলি রহে প্রভু না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন ॥ ১২৮ ॥

অনুভাষ্য।

জগদানন্দ সমুদ্রকূলে হরিদাসঠাকুরের সমাধি স্থানের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কালের সাত আশন নামক ভজনকুটী সমূহের গিরিধারী আসনে থাকিতেন। শ্রীরঘুনাথবৈদ্য লিখিত গ্রন্থ হইতে ইহা জানা যায় ॥ ১২০ ॥

আপনে প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ॥ ১২৯ ॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥ ১৩০ ॥
ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ।
এইত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ১৩১ ॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥ ১৩২ ॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করু বর্ণন ॥ ১৩৩ ॥
পণ্ডিত কহে যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী আহর্ত্তা ॥ ১৩৪ ॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে ॥ ১৩৫ ॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৬ ॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ১৩৭ ॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৮ ॥

তবে প্রভু কহে করি বিনয় সম্মান্।
দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান॥ ১৩৯ ॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনিল মুখবাস মাল্য চন্দন॥ ১৪০ ॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে॥ ১৪১ ॥
পণ্ডিত কহে প্রভু যাই করুন বিশ্রাম।
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান॥ ১৪২ ॥
রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥ ১৪৩ ॥
প্রভু কহেন গোবিন্দ তুমি ইহাঁই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥ ১৪৪ ॥
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥ ১৪৫ ॥
তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে॥ ১৪৬ ॥
তোমার প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইহ আসিয়া॥ ১৪৭ ॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সবারে বাঁটীয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত॥ ১৪৮ ॥

আপনে প্রভুর শেষ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ ॥ ১৪৯ ॥
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র আসি সমাচার কহিবে আমায় ॥ ১৫০ ॥
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু করিল স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা ॥ ১৫৩ ॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রেমবিবর্ত্ত—এক অর্থ এই যে প্রেমের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষ ভ্রম হয় এরূপ ব্যবহার। দ্বিতীয়ার্থ এই যে জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে প্রেমবিবর্ত্ত নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন তাহা ॥ ১৫৪ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ত্রয়োদশপরিচ্ছেদের কথাসার।

মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করিলে বড় কষ্ট হয় বলিয়া জগদানন্দ লেপ-বালিস তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপগোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবন গমন করতঃ সনাতনের সহিত, বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করিয়াছেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্ব্বাস সম্বন্ধে আচার্য্যাভিমানরূপ পরমোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। জগদানন্দ সনাতনের ভেট মহাপ্রভুকে দিলে তাহাতে পিলু ফল ভক্ষণের রহস্য উঠিল। দেবদাসীর গান শ্রবণে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া গায়ক যে স্ত্রীলোক ইহা না জানিয়া তাহার দিকে দৌড়িতেছিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে অবরোধ করায় তিনি স্ত্রীলোক নাম শুনিয়া গোবিন্দকে ধন্য বলিয়া উক্তি করিলেন। কৃষ্ণগীত পরস্ত্রীর মুখে এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখে সাক্ষাৎ শ্রবণ করা বৈষ্ণবের সম্বন্ধে অযুক্ত ইহা এই আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়। রঘুনাথভট্টগোস্বামী

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন কায়।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ ৪ ॥
কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা হয় গায় ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তম আসিবার সময় কায়স্থ রামদাসবিশ্বাস পণ্ডিতকে পথে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিশ্বাস পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব্ব মুক্তিবাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না। ভট্টগোস্বামীর শেষ জীবনী এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে কথিত হইল।

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলে ভাবোদয় সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১ ॥

কলার শরলাতে, কদলী বল্কলে ॥ ৫ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা কৃষ্ণবিরহজনিতপীড়য়া, যস্য চৈতন্যদেবস্য মনঃ তনু ক্ষীণে অপি চ ভাবৈঃ সাত্ত্বিকাদিভিঃ কচিৎ ফুল্লতাং স্ফীততাং দধাতে ধারয়তঃ অহং তং গৌরং আশ্রয়ে শরণং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায় ॥ ৬ ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গেরি দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমুলীর তুলা দিয়া তাহা পূরাইল ॥ ৭ ॥
এক তুলি বালিশ গোবিন্দের হাতে দিল।
প্রভুকে শোয়াইহ ইহায় তাহারে কহিল ॥ ৮ ॥
স্বরূপ গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
আজি আপনে যাঞা প্রভুকে করাইহ শয়ন ॥ ৯ ॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলি বালিশ দেখি প্রভুর ক্রোধাবিষ্ট হৈলা ॥ ১০ ॥
গোবিন্দেরে পুছে ইহা করাইল কোন জন।
জগদানন্দ নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১১ ॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলি দূর কৈল।
কলার শরলা উপর শয়ন করিল ॥ ১২ ॥
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি কহিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি ॥ ১৩ ॥
প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৪ ॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট তুলি বালিশ মস্তক মুণ্ডন ॥ ১৫ ॥

স্বরূপ গোসাঞি আসি পণ্ডিতে কহিল।
শুনি জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল ॥ ১৬ ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার ॥ ১৭ ॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল ॥ ১৮ ॥
এইমত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৯ ॥
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তারে না পারে চলিতে ॥ ২১ ॥
ভিতরের দুঃখ কাছে প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভু স্থানে আজ্ঞা মাগিল ॥ ২২ ॥
প্রভু কহে মথুরা যাইবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মস্তক মুণ্ডন,—লজ্জা দেওয়ার কথা ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য।

ওড়ন পাড়ন, ওত প্রোত, কাহারো মতে বালিশ ও তোষক ॥ ১৯ ॥

জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্বে হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥ ২৪ ॥
প্রভু আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেও অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥ ২৫ ॥
প্রভু প্রীতে তার গমন না করে অঙ্গীকার।
তিঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার॥ ২৬ ॥
স্বরূপ গোসাঞিকে পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
পূর্ব্বে হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥ ২৭ ॥
প্রভু আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন, মোরে ক্রোধে যাহ বলি॥ ২৮ ॥
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয়।
প্রভু আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়ে বিনয়॥ ২৯ ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥ ৩০ ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তিঁহো মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসেন একবার॥ ৩১ ॥
আইকে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥ ৩২ ॥
স্বরূপ গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দে বোলাইয়া তারে শিক্ষাইল॥ ৩৩ ॥

বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধানে যাবা ক্ষত্রিয়াদি সাথে ॥ ৩৪ ॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বাঁধি রাখে যাইতে বিরোধে ॥ ৩৫ ॥
মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গে রহিবা।
মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা ॥ ৩৬ ॥
দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা।
তাসবার আচার চেষ্টা লৈতে নারিবা ॥ ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মথুরার স্বামী সবের,—মথুরাবাসী চৌবেগণ ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য ভাবে তাঁহারা যে সকল আচার করিয়া থাকেন তাহা স্মার্ত্তমতের বিরুদ্ধ ইহা দেখিয়া তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক কেননা তাঁহাদের ভক্তি রাগাত্মিকা। অতএব দূরে থাকিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে ॥ ৩৭ ॥

অনুভাষ্য।

ক্ষত্রিয়াদি সাথে, দস্যু হস্ত হইতে রক্ষাকারী ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ॥৩৪॥

গৌড়িয়া অর্থাৎ গৌড় বা বঙ্গদেশীয় মনুষ্য স্বাভাবিক অস্থূলকায় ও দুর্ব্বলপ্রতিম। নিঃসহায় দুর্ব্বলের প্রতি বাটপাড় অর্থাৎ পথদস্যুগণ একক পাইলে বান্ধিয়া রাখিয়া সমস্ত কাড়িয়া লয় এবং যাইতে দেয় না। কাহার মতে গৌড়িয়া দিগকে সুচতুর দেখিয়া পথদস্যুকার্য্যে নিযুক্ত করে এবং দস্যুকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কোথাও ছাড়িয়া দেয় না ॥ ৩৫ ॥

সনাতন সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ ॥ ৩৮ ॥
শীঘ্র আসিহ তাহাঁ না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল ॥ ৩৯ ॥
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান করে বৃন্দাবনে ॥ ৪০ ॥
এতবলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥ ৪১ ॥
সব ভক্তগণ ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা ॥ ৪২ ॥
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দুহাঁরে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা ॥ ৪৩ ॥
মথুরায়ে আসি মিলিলা সনাতনে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজ বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসা ভাল। গোপাল দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না, গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি তাঁহার উপর চড়া ভাল নয়। গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান সে সময় দর্শন করা ভাল ॥ ৩৯ ॥

দুই জনের সঙ্গে দুহেঁ আনন্দিত মনে ॥ ৪৪ ॥
সনাতন করাইল তারে দ্বাদশাদি বন।
গোকুলে রহিলা দুহেঁ দেখি মহাবন ॥ ৪৫ ॥
সনাতনের গোফাতে দুহেঁ রহে এক ঠাঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই ॥ ৪৬ ॥
সনাতন ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ সদনে ॥ ৪৭ ॥
সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন পান ॥ ৪৮ ॥
এক দিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত্য করি তিহঁ পাক চড়াইল ॥ ৪৯ ॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তিহোঁ দিল সনাতনে ॥ ৫০ ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসা দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সনাতন তখন মাধুকরী প্রাপ্ত রুটির টুকরা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। জগদানন্দপণ্ডিত ভাত না খাইলে প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন। ব্রজের দেবালয়ে ভাত ডাল প্রসাদ হইত না ॥ ৪৬ ॥

রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা॥ ৫২ ॥
কাহাঁতে পাইলে এই রাতুল বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন॥ ৫৩ ॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইলা॥ ৫৪ ॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা॥ ৫৫
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥ ৫৬ ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥ ৫৭ ॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়॥ ৫৮ ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥ ৫৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাতুল, রাঙ্গা॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য।

জানি, জানাইয়া॥ ৫৫ ॥

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল ॥ ৬০ ॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না জুয়ায়।
কোন প্রবাসীকে দিব কি কায উহায় ॥ ৬১ ॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল ॥ ৬২ ॥
প্রসাদ পাই দুই জনে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দুহেঁ করিলা ক্রন্দন ॥ ৬৩ ॥
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহ দুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৪ ॥
মহাপ্রভু সন্দেশ কহিল সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ একস্থানে ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য।

বৈষ্ণবগণ পরমহংস ও অকিঞ্চন। সুতরাং বৈধ সন্ন্যাসীগণের পরিধেয় গৈরিক বসন পরিধান করিয়া তাঁহাদের আশ্রম নির্দ্দেশ করিতে হয় না। বিশেষতঃ শ্রীগৌরহরি একদণ্ডীর বেশ স্বীকার করায় তাঁহার পদাশ্রিত কিঙ্করগণ তাঁহার সাম্য ব্যবহার যোগ্য মনে করেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরমহংস বৈষ্ণবগুরুর আশ্রয়ে বৈষ্ণবদাসগণ আপনাদিগকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস বৈষ্ণব আসনের অযোগ্য মানিয়া অনেক সময়ে দৈন্য জ্ঞাপনোদ্দেশে বৈষ্ণবের অযোগ্য আশ্রমোচিত গৈরিক বসনাদি পরিয়াও থাকেন ॥ ৬১ ॥

জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল ।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেটবস্তু দিল ॥ ৬৬ ॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা ।
শুষ্ক পক্ব পীলুফল আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৭ ॥
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লঞা ।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তারে বিদায় দিয়া ॥ ৬৮ ॥
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান মনে বিচারিল ।
দ্বাদশাদিত্য টিলায় এক মঠ পাইল ॥ ৬৯ ॥
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া ।
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিয়া ॥ ৭০ ॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ ।
সব ভক্ত সহ গোসাঞি পরম আনন্দ ॥ ৭১ ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা ।
মহাপ্রভু তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

দ্বাদশ আদিত্যটীলা.—শ্রীমদনমোহনের পুরাতন ভগ্ন মন্দির যে উচ্চ-টীলার উপর বর্ত্তমান, তাহাকেই দ্বাদশ আদিত্যটীলা বলে। কৃষ্ণলীলার সময় দ্বাদশাদিত্য সেই স্থলে উদয় হইয়াছিলেন ॥ ৬৯ ॥

অনুভাষ্য ।

মঠ, দেবালয় ॥ ৭০ ॥

সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল।
রামস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল ॥ ৭৩ ॥
সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা ॥ ৭৪ ॥
যে কেহ জানে আঁটি চুষিতে লাগিল।
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চাবাঞা খাইল ॥ ৭৫ ॥
মুখে তার ঝাল গেল জিহ্বা করে জ্বালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা ॥ ৭৬ ॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৭ ॥
এক দিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৮ ॥
গুর্জ্জরীরাগ লঞা সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমোহনেরে ॥ ৭৯ ॥
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কে গায় না জানি বিশেষ ॥ ৮০ ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বাড়ি হয় ফুটিয়া চলিলা ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য।

দেবালয়ের নাটমন্দিরকে উৎকল দেশে জগমোহন বলে ॥ ৭৯ ॥

অঙ্গে কাঁটা লাগিল কিছু না জানিলা।
আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা॥ ৮২॥
ধাইয়া যায়েন স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রীগান বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥ ৮৩॥
স্ত্রী নাম শুনি প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥ ৮৪॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥ ৮৫॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন ছার॥৮৬॥
প্রভু কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা।
যাহাঁ তাহাঁ মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥ ৮৭॥
এত বলি লেউটি প্রভু গেলা নিজ স্থানে।
শুনি মহা ভয় পাইল স্বরূপাদি মনে॥ ৮৮॥
এথা তপনমিশ্রপুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥ ৮৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সিজের বাড়ী,—উৎকল দেশে ফুলবাড়ী পুষ্পোদ্যানকে বলে। সেখানে শিজের গাছ অর্থাৎ মনসাসিজ ও কাঁটা শিজ তাহাকে শিজের বাড়ী বলে। বাড়ি অর্থে বেড়া॥ ৮১॥

কাশী হৈতে চলিলা তিহোঁ গৌড় পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাইয়া ॥ ৯০ ॥
পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিহোঁ রাজ বিশ্বাস ॥ ৯১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরমবৈষ্ণব রঘুনাথ উপাসক ॥ ৯২ ॥
অষ্ট প্রহর রামনাম জপে রাত্রি দিনে।
সর্ব্বত্যাগি চলিলা জগন্নাথ দরশনে ॥ ৯৩ ॥
রঘুনাথ ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিশ্বাসখানার কায়স্থ—গৌড়েশ্বরের হিসাব কার্য্যালয়কে বিশ্বাসখানা বলিত। কায়স্থগণই তথায় কার্য্য করিতেন, কেননা তাঁহারা রাজবিশ্বাসী ছিলেন ॥ ৯১ ॥

পরম বৈষ্ণব.—যিনি হৃদয়ে মুমুক্ষু তিনি বৈষ্ণব মধ্যে পরিগণিত নন। বস্তুত রামোপাসক থাকায় তাঁহাকে বৈষ্ণবপ্রায় বলা যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধ বৈষ্ণব ভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ রামদাস জগতে পরম বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৯২ ॥

অনুভাষ্য।

কাব্যপ্রকাশ, অলঙ্কার গ্রন্থ বিশেষ ॥ ৯২ ॥

নানা সেবা করি করে পাদসম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥ ৯৫ ॥
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবতে।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথে ॥ ৯৬ ॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম্ম ॥ ৯৭ ॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয় উল্লাস ॥ ৯৮ ॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রি দিনে ॥ ৯৯ ॥
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥ ১০০ ॥
দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ বলি কৈল আলিঙ্গনে ॥ ১০১ ॥
মিশ্রশেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তা সবার বার্ত্তা পুছিলা ॥ ১০২ ॥
ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন।
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন ॥ ১০৩ ॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইল ॥ ১০৪ ॥

এইমত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপা বাড়য়ে উল্লাস॥ ১০৫॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘর ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১০৬॥
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥ ১০৭॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥ ১০৮॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥ ১০৯॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেহোঁ বিদ্যা গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্॥ ১১০॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥ ১১১॥
অষ্ট মাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
বিবাহ না করিহ বলি নিষেধ করিল॥ ১১২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মুক্তি বাঞ্ছা ও বিদ্যাগর্ব্ব এই দুই দোষে রামদাসকে শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে দেয় নাই॥ ১১০॥

অনুভাষ্য।

মিশ্র শেখরের, তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের॥ ১০২॥

বৃদ্ধ মাতা পিতা যাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১৩ ॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে ॥ ১১৪ ॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥
স্বরূপ আদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা ॥ ১১৬ ॥
চারি বৎসর ঘরে পিতা মাতা সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥ ১১৭ ॥
পিতা মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৮ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথভট্টকে সংসারে অপ্রবিষ্ট কৃষ্ণপরায়ণ দেখিয়া তাঁহাকে দার পরিগ্রহ করিয়া ভোগায়তন মায়াময় সংসারে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিলেন। সাংসারিকগণ গৃহব্রত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অনেক সময় কৃষ্ণবিমুখ তজ্জন্য হরিভক্তির সম্ভাবনা অল্প ॥ ১১২ ॥

অবৈষ্ণববৈয়াকরণের নিকট ভাগবত পাঠ করিলে তাঁহারা নিজেই ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হয় না পরন্তু সংসার ভোগ করে। বৈষ্ণবগণ মুক্তগৃহ সুতরাং ভাগবতের অর্থ অবগত হইয়া ভক্তিপ্রভাবে সংসারমুক্ত ॥ ১১৩ ॥

পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥ ১১৯ ॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ সনাতন স্থানে ॥ ১২০ ॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ১২১ ॥
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণ-প্রেমে মত্ত হৈল ॥ ১২২ ॥
চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পান বিঁড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা ॥ ১২৩ ॥
সেই মালা ছুটা পান প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥ ১২৪ ॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি রূপ সনাতনে ॥ ১২৫ ॥
রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তার মন ॥ ১২৬ ॥
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে।

অনুভাষ্য।

ছুটাপান বিড়া, মশলাদি উপাদান রহিত তাম্বূল ॥ ১২৪ ॥

আউলায়, অলস হয়, ভোগবাসনা বন্ধ শিথিল হয় ॥ ১২৬ ॥

নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥ ১২৭ ॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥ ১২৮ ॥
কৃষ্ণের 'সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে' শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে কিছুই না জানে ॥ ১২৯ ॥
গোবিন্দ চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ চরণারবিন্দ যার প্রাণধন ॥ ১৩০ ॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল ॥ ১৩১ ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায় ॥ ১৩২ ॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে এইমাত্র জানে ॥ ১৩৩ ॥

অনুভাষ্য।

বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম, যে অনুষ্ঠানদ্বারা বৈষ্ণবত্বের হানি হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভজনবিমুখতা এবং যোষিৎসঙ্গ এই বিষয়দ্বয়। বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য এই যে তদাশ্রিত হরিভজনোন্মুখ বৈষ্ণবের বা কৃপা পাত্রের পূর্ব্বোক্ত কদাচারদ্বয় কোন প্রকারে ভজনবিমুখ না করাইতে পারে তজ্জন্য উপদেশ দান ও তাহা হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। রঘুনাথ ভট্টের তাহা কর্ত্তব্য হইলেও কাহারও নিন্দ্য চরিত্র শোধনে প্রয়াস ছিলনা। তিনি জানিতেন সকলেই কৃষ্ণভজন করেন ॥ ১৩৩ ॥

মহাপ্রভুর রক্তমালা মননের কালে।
প্রসাদে কড়ার সহ বান্ধি লন গলে॥ ১৩৪ ॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ প্রেম অনর্গল।
এইত কহিল তাতে চৈতন্য কৃপাফল॥ ১৩৫ ॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবন আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান শ্রবণ॥ ১৩৬ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা মহাফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল॥ ১৩৭ ॥
যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন দেন গৌরহরি॥ ১৩৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-
গমনং নাম ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য।

মননের কালে, স্মরণ সময়ে॥ ১৩৪।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদের কথাসার ।

মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ় দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হইয়াছে। যে সময় তিনি গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথদর্শন করিতে-ছিলেন, কোন উড়িয়া বৃদ্ধা স্ত্রী তাঁহার স্কন্ধের উপর পদ দিয়া মহা আর্ত্তির সহিত দেখিতে লাগিলে, গোবিন্দ তাহাকে নিবারণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার আর্ত্তি প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার পড়িতে প্রভুর বাহ্য হওয়ায় কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শন হারাইয়া প্রভুর রাগোদয় হইল। তাহাতে আপনাকে যোগীর সহিত উপমা আর সেই যোগীভাবে কিরূপ বৃন্দাবন বাস হইতেছে তাহার বর্ণনা করিলেন। প্রসিদ্ধ দশদশা সময়-সময় উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনদ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর-প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য! ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ মহা-প্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি শিথিলতাপ্রযুক্ত মহাদীর্ঘাকার ও

যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ ॥ ২ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর প্রিয়তম ॥ ৩ ॥
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভু ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অচেতন অবস্থায় পাইলেন। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জ্ঞান হইলে পুনরায় ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় চটক পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন ভ্রমবশতঃ দ্রুতগতি যাইতে যাইতে স্তম্ভিত হইয়া কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটী দশা দেখা গিয়াছিল, হরিনামে তাহাকে শীতল করিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে গৃহে আনিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ বিভ্রমক্রমে মনবুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন বিরহেণ যা বিভ্রান্তিঃ ভ্রমময়ীচেষ্টা তয়া গৌরাঙ্গঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকয়া মনসা বপুষা দেহেন ধিয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যৎ যৎ অনুষ্ঠানং ব্যধত্ত চেষ্টাদিকং চকার অধুনা সাম্প্রতং তল্লেশঃ যৎ কিঞ্চিৎ কথ্যতে উচ্যতে॥ ১ ॥

প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর ॥ ৫ ॥
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥ ৬ ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥
সেকালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা কর্ত্তা রহে দূরদেশে ॥ ৮ ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সংক্ষেপে বাহুল্যে করে,— স্বরূপগোস্বামী সংক্ষেপে কড়চা করিয়াছেন। রঘুনাথদাসগোস্বামী বাহুল্যে ॥ ৯ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ জনিত লোকাগম্য গম্ভীর উন্মাদ ভাব বুদ্ধিমানব্যক্তিও বুঝিতে পারেন না। বর্ত্তমান কালে নব্যভক্তাভিমানী গণের রঙ্গিণ নদীয়া নাগরী ভাব ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিনব উপাসনা গৌরলীলার মধ্যে প্রবেশাভাব জ্ঞাপন করে ॥ ৫ ॥

শ্রীদামোদর স্বরূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর কড়চা অর্থাৎ নিদর্শন জ্ঞাপিকা টীপ্পনী সমূহেই এই গম্ভীর লীলার উদ্দেশ সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই গৌর পার্ষদদ্বয়ের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আরাধনা

স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার॥ ১০ ॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন॥ ১১ ॥
কৃষ্ণ মথুরায় গেল গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥ ১২ ॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥ ১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

স্বরূপগোস্বামী সূত্র করিয়া রঘুনাথ তাঁহার বৃত্তি লিখিয়াছেন, সেই দুই বর্ণনা একটু বাহুল্য করিয়া পাঁজি টীকার ন্যায় আমি লিখিতেছি। পাঁজিটীকা বা পঞ্জিটীকা অর্থ এই যে বৃত্তিকারের বিচারগুলি তুলার ন্যায় পাঁজিয়া কিছু বৃদ্ধি করিয়া বলেন॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য।

সংসারে গৌরভক্তির নাম লইয়া রং বেরং মতে ঘুরিয়া বেড়ান তাহারা শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বুঝিতে অক্ষম হইয়া গৌর সেবা বিমুখ হন॥ ৭ ॥

এই দুই গোস্বামী শ্রীমহাপ্রভুর লীলাসমূহ সর্ব্বক্ষণে অনুভব করিয়া আত্মবিস্তর কড়চা রচনা করেন পরন্তু যথারীতি গ্রন্থ রচনা করেন নাই॥ ৯॥

যে দশা হইল, সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভ॥ ১২ ॥

রাধিকার ভাবে প্রভু সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা-জ্ঞান ॥ ১৪ ॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ় ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয় ॥ ১৫ ॥

[উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবে ১৭৭ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং]

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।

অনুভাষ্য।

সদা অভিমান, সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সেবকাভিমান। যদিও শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ এবং শ্রীগান্ধর্ব্বা ধিকার সম্বলিত তনু তাহা হইলেও সর্ব্বদা শ্রীমতীর ভাবে অবস্থিত ছিলেন। সম্ভোগময় কৃষ্ণভাবে অবস্থিত হইলে তাঁহার নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাধা হয় এবং অবৈষ্ণবগণ যেরূপ বর্ত্তমান কালে ভজনপ্রণালীকে প্রাকৃত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগর সাজাইয়া আপনাদিগকে রসের নদীয়া নাগরী করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছে তাহার প্রতিষেধকল্পে জগতের মঙ্গল বিধান করেন। বর্ত্তমান কালে খিরসাকণ্ঠ সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলের জন্য বিপ্রলম্ভ সাধনই সিদ্ধির একমাত্র পথ বলিয়া প্রদর্শন করিলেও তিনি যখন স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে জীবমাত্রেরই যাহার যাহা ইচ্ছা তদ্রূপ উপাদানে গড়াইয়া ও সাজাইয়া তদ্রূপ উপাদানে ভজন করিতে পারিবে ॥ ১৪ ॥

উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছে শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিল স্বপন ॥ ১৭ ॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলীবদন।
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন ॥ ১৮ ॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯ ॥
দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান কৈলা ॥ ২০ ॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মোহনাখ্যভাবের কোনপ্রকার গতিক্রমে ভ্রমাভা হইলে বৈচিত্রীনামে দিব্যোন্মাদ উদয় হয়। উদঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি দিব্যোন্মাদের বহুভেদ বিশেষ ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য।

কামপি অনির্ব্বচনীয়াং গতিং অবস্থাং উপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য সতঃ এতস্য মোহনাখ্যস্য মোহন আখ্যা যস্য তস্য ভ্রমাভা ভ্রমস্য ইব আভা যস্যাঃ সা কাপি অপূর্ব্বা বৈচিত্রী চমৎকারিতা-প্রতিপাদিকা-বৃত্তিবিশেষঃ দিব্যোন্মাদঃ ইতি ঈর্য্যতে কথ্যতে উদঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাঃ বহবঃ তদ্ভেদাঃ দিব্যোন্মাদভেদাঃ মতাঃ কথিতাঃ ॥ ১৬ ॥

রসে আবিষ্ট, তন্ময়তা লাভ ॥ ২০ ॥

জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান হৈল প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ ২১ ॥
দেহাভ্যাসে নিত্য কৃত্য করি সমাপন।
কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ ২২ ॥
যাবৎ কাল দর্শন করে গরুড়ের আগে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥ ২৩ ॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥ ২৪ ॥
দেখিয়া গোবিন্দ ব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥ ২৫ ॥
আদিবস্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥ ২৬ ॥
আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুকে দেখি তাঁর চরণ বন্দিলা ॥ ২৭ ॥
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

গরুড়ে চড়ায় বৈষ্ণব অপরাধ এবং প্রভুর স্কন্ধে পাদ দেওয়ায় ভগবচ্চরণে অপরাধ ॥ ২৪ ॥

আর্ত্তি, দর্শনাগ্রহ। পরম বন্দনীয় মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গে অজ্ঞাতসারে পদক্ষেপ করায় জগন্নাথ দর্শনের আগ্রহে হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনুমন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥ ২৯॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়॥ ৩০॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ৩১॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলী-বদন॥ ৩২॥
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের স্বরূপ দেখিল॥ ৩৩॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।
কাহাঁ কুরুক্ষেত্রে আইলাম কাহাঁ বৃন্দাবন॥ ৩৪॥
প্রাপ্তরত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হৈলা।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥ ৩৫॥
ভূমি উপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে।
অশ্রু গঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে॥ ৩৬॥
পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কাহাঁ মুঞি আইনু॥ ৩৭॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন।
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন॥ ৩৮॥

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য ॥ ৩৯ ॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দ লইয়া।
আপন মনের ভাব কহে উঘারিয়া ॥ ৪০ ॥

[গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ]

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৪১॥

যথা রাগঃ।

প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমার আত্মা কৃষ্ণরূপবিত্ত একবার প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়া বিষাদক্রমে দেহগেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাপালিক যোগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ স্বীয় ইন্দ্রিয় শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে উপমালঙ্কার দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য।

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ প্রাপ্তং নয়নসরণীলব্ধং প্রণষ্টং পুনর্নষ্টং অদৃষ্টং চ অচ্যুতরূপবিত্তং যেন সঃ বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ বিষাদেন কৃষ্ণবিরহজ-ক্লেশেন উজ্ঝিতঃ ত্যক্তপ্রায়ং দেহ এব গেহং যেন সঃ, গৃহীতকাপালিক-ধর্ম্মকঃ গৃহীতঃ অঙ্গীকৃতঃ কাপালিকস্য যোগিবিশেষস্য ধর্ম্মঃ নৈসর্গিক-স্বভাবাদিকো যেন সঃ মে মম আত্মা সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্য-বৃন্দানি তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ তৈঃ সার্দ্ধং বৃন্দাবনং যযৌ ॥ ৪১ ॥

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হাহা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥ ৪২ ॥

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিকারী ॥ ধ্রু ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি,
আশা ঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভু কহিলেন কৃষ্ণমাধুরী লোভ করিয়া বেদধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মন যোগী হইয়া ভিকারী হইয়াছে। মন যোগী হইয়া যোগীরা যেরূপ শঙ্খকুণ্ডলধারণ করে সেইরূপ কৃষ্ণলীলা মণ্ডলকে শুদ্ধ শঙ্খমণ্ডলরূপে ধারণ করিয়াছে। সামান্য যোগীদিগের শঙ্খকুণ্ডল শঙ্খারিগণে প্রস্তুত করে, আমার মনযোগীর কৃষ্ণলীলামণ্ডলরূপ কুণ্ডল বাদরায়ণ শুকরূপ কারিকর গঠন করিয়াছেন। যোগীর যাহা যাহা চাই আমার মনযোগী তাহা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সামান্য যোগীর লাউ নির্ম্মিত কমণ্ডলু ও থালি থাকে আমার মনযোগী কৃষ্ণ-তৃষ্ণারূপ লাউথালি ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ পাইব এই আশারূপ ঝুলি কাঁধের উপর ঝুলাইয়াছেন কি উপায়ে কৃষ্ণ পাইব এইরূপ চিন্তারূপ কন্থা গায় পরিয়াছেন। যোগীগণ পাংশু বিভূতি ধারণ করেন আমার মনোযোগী ধূলীবিভূতি

চিন্তা কান্থা উড়ি গায়, ধূলি বিভূতি মলিন কায়,
হাহা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪৫ ॥
ব্যাস শুকাদি যোগীগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দ্বারা মলিনাকার হইয়াছেন। সকল কথার হাহা কৃষ্ণ এই প্রলাপ বাক্যটী উত্তর দিয়া থাকেন, সামান্য যোগীগণ দ্বাদশটী বলয় হাতে পরিয়া থাকেন, আমার মনযোগীর হাতে অষ্টসাত্ত্বিকবিকার মনের বেগ, কম্প বিকার, নিশ্বাস, চাপল্য ও চিন্তা এই দ্বাদশটী বলয় শোভা পাইতেছে, কৃষ্ণ মাধুর্য্যে লোভরূপ ঝুলী মস্তকে বাঁধিয়াছেন। ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষীণ কলেবর। ব্যাসশুকাদি যে সকল যোগী নির্ম্মল আত্মারূপ কৃষ্ণের ব্রজলীলা সকল ভাগবতাদিশাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, আমার

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে লোভের ঝুলনী মাথে। ঝুলনী শব্দে শিরোদেশস্থ আবরণযোগ্য বসন ॥ ৪৫ ॥

মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর জঙ্গম,
বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল মূল পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যগণে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণগুণ রূপ রস, গন্ধ শব্দ পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তাসবার গ্রাস শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মনোযোগী তাঁহাদের কৃত তরজা সকল সতত পাঠ করিয়া থাকেন। বাউল যোগীগণ যেরূপ দশদশটী শিষ্য করেন আমার মনযোগী মহা-বাউল নাম ধরিয়া দশটী ইন্দ্রিয়কে শিষ্যকরতঃ আমার দেহরূপ নিজা-লয়, বিষয়-ভোগরূপ মহাধন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছেন। বৃন্দাবনে স্থাবর জঙ্গম রূপ যত প্রজাগণ এবং বৃক্ষলতাপ্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমী-গণ তাঁহাদের ঘরে ভিক্ষাটন করতঃ ফলমূলপত্র সেবনরূপবৃত্তি শিষ্যগণ করিতেছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণরূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই সকল সুধা সর্ব্বদা আস্বাদন করেন, তাঁহাদের ভোজনাবশেষ আনিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ পঞ্চশিষ্য সেই প্রসাদ ভক্ষণ দ্বারা জীবন রক্ষা করেন। সামান্যযোগীগণ যেরূপ এক কোণে বসিয়া ধ্যান করেন আমার মনযোগীও

শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥ ৫০॥
মনঃ কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মনঃ হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মনঃ গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আউলায়॥ ৫১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণশূন্য কুঞ্জমণ্ডপের কোণে শিষ্যগণের সহিত কৃষ্ণধ্যানে যোগাভ্যাস করেন। কৃষ্ণ নির্ম্মল আত্মা স্বরূপ আমার মনযোগী তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে চায়, না পাইয়া ধ্যানে, রাত্রি জাগরণ করে। মন কৃষ্ণবিয়োগী হইয়া অতি দুঃখে এই যোগীদশালাভ করতঃ সেই কৃষ্ণবিচ্ছেদ-অবস্থায় দশদশা প্রাপ্ত হয়, সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মন আর যোগী হওয়া বিফল দেখিয়া পলায়ন করিলেন, আমার শরীর শূন্য হইয়া রহিল, এই শেষ আলঙ্কারিক প্রয়োগে প্রলয়াবস্থা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল॥ ৪৩-৫১॥

অনুভাষ্য।

কাপালিকগণ যোগীবিশেষ। তাহারা নরকপাল অর্থাৎ মস্তকের খুলি লইয়া বিচরণ করে। তাহাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাবলীর সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে। কাপালিকগণ অবৈদিক ও অস্পৃশ্য সুতরাং অবৈষ্ণব। তাঁহাদের ব্যবহারের উপমামাত্র গৃহীত হইয়াছে॥ ৫১॥

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥ ৫২॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ৬৫ শ্লো শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং]

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশটী দশা॥ ৫৩॥

অনুভাষ্য।

অত্র প্রবাসাখ্যে বিপ্রলম্ভে দশ দশাঃ কথিতাঃ। চিন্তা অভীষ্টলাভোপায়ধ্যানং জাগরঃ নিদ্রারাহিত্যং উদ্বেগঃ মনঃকম্পবিশেষঃ তানবং কৃশতা মলিনাঙ্গতা অঙ্গমালিন্যং প্রলাপঃ অসম্বদ্ধবচনং ব্যাধিঃ উন্মাদঃ বিভ্রমচেষ্টাসম্পন্নঃ মোহঃ চিত্তবিভ্রান্তিঃ মৃত্যুঃ স্পন্দনাভাবঃ॥ ৫৩॥

উদাহরণ মালা। চিন্তা—হংসদূতে।

যদা যাতো গোপীহৃদয় মদনো নন্দসদনান্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীং। তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈরগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধা বিরহিণী॥ অক্রূরের অনুরোধে নন্দ গৃহ হতে। গোপীমদানন্দ যবে গেল মথুরাতে॥ তবে বিরহিণী রাধা উন্মথিতমনা। তীব্র পীড়া জলরূপা উৎকট ভাবনা॥ নিজের বিনাশ চিন্তা ব্যাকুলতা ভরে। ডুবিল অতল স্পর্শ চিন্তানদী তলে॥ আমার সন্ধান লাগি প্রিয়তম কৃষ্ণ। ভাবিকালে ব্রজে আসি হইয়া সতৃষ্ণ॥ আমার মরণ কথা যবে লোকমুখে। শুনিবে হৃদয়ে কভু না পাইবে সুখে॥ দয়িতের

প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥৫৩॥

অনুভাষ্য।

দুঃখ তার বিচার করিয়া। কভু মৃত্যু বাঞ্ছা নাহি, করে মোর হিয়া ॥

জাগরঃ—পদ্যাবল্যাং। যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ। অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী ॥ প্রিয়সখী বিশাখাকে রাধা ঠাকুরাণী। নিজে ভাগ্যহীনা জানি কহিলেন বাণী ॥ প্রিয়তম দরশন স্বপনের কালে। যে নারীর ঘটে তার ধন্য লিখে ভালে ॥ কৃষ্ণের গমন হলে নিদ্রা রূপা অরি। ছাড়িয়াছে মম সঙ্গ সাধিতেছে বৈরি ॥

উদ্বেগঃ—হংসদূতে। মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ। ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধা সপদি তমুপায়ং কথয় মে পরামৃশ্যে যস্মাদ্ধৃতিকণিকয়াপি ক্ষণিকয়া ॥ ললিতাকে কহে রাধা সুমুখি ললিতে। দহিছে হৃদয় মম না পারি বলিতে ॥ হায় কি করিব দেখি জলধি অপার। নমি আমি তব পদে করহ বিচার ॥ উপদেশ দাও মোরে কিবা আমি করি। ক্ষণিকের তরে কিছু ধৈর্য্য কিসে ধরি ॥

তানবং— উদঞ্চদ্বক্ত্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃকলুষিতা সদাহারাভাব-গ্লপিতকুচকোকা যদুপতে। বিশুষ্যন্তী রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং নিদাঘে কুল্যেব কৃশিম পরিপাকং প্রথয়তি। উদ্ধব ফিরিয়া যবে কৃষ্ণ সন্নিধানে। রাধিকা বিশাখা বার্ত্তা কৃষ্ণ তার স্থানে। জিজ্ঞাসিল, তদুত্তরে উদ্ধব কহিল। মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র সাগ্রহে শুনিল ॥ যদুপতে কি বলিব সেই সব কথা। তোমার বিরহে রাধা পায় যে যে ব্যথা ॥ মলিন বৈবর্ণ তাঁর বদন কমল। সুবিষাদ দৈন্যে ঢাকা অন্তরের স্থল ॥

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে।

অনুভাষ্য।

আহার অভাবে বক্ষচকোরিকা-দ্বয়। প্রাণিযুক্ত দেখিয়াছি শুন রসময়॥ নিদাঘে সলিল যেন শুকাইয়া যায়। তোমার বিরহতাপে রাধা ক্ষীণ-কায়॥

মলিনাঙ্গতা—হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যাননশ্রীঃ খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধু-জীবোপমৌষ্ঠী। অঘহর শরদর্কোত্তাপিতেন্দীবরাক্ষী তব বিরহবিপত্তি-ম্লাপিতাসাদ্বিশাখা॥ উদ্ধব কহেন শুন অঘহর মম। খরতর বায়ুভয়ে বন্ধুতরু সম॥ বিশাখার ওষ্ঠ শুষ্ক বিরহ কাতরা। হিমপুঞ্জ শীর্ণ পদ্মতুল্য বিম্বাধরা॥ বিরহ বিপত্তি বশে বিশাখা সুদীনা। শারদীয় রবিতপ্ত কুমুদনয়না॥

প্রলাপঃ—ললিত মাধবে॥ ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ ক মন্দমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ। ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধির্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক তব হন্ত হা ধিগ্বিধিঃ। প্রোষিত-ভর্তৃকা রাধা বিলাপ কাতর। বলে সখি কোথা নন্দ কুলশশধর॥ শিখিচন্দ্র অলঙ্কার কোথা গেল বল। গম্ভীর মুরলীরবকারী কোথা গেল॥ ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি পুরুষ উত্তম। রাসরসতাণ্ডবী বা তব সুহৃত্তম॥ মম প্রাণরক্ষৌষধি নিধি কোথা বল। ধিগ্ বিধি ভাগ্যে লিখি ছিলে এই ফল॥

ব্যাধিঃ—ললিতমাধবে। উত্তাপী পুটপাকতোঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশল্যাদপি। তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্মমায়ং বলী মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুল-পতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ॥ বিরহিণী রাধা কহে শুন গো ললিতে। কৃষ্ণের

কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য।

বিরহ জ্বর না পারি বর্ণিতে॥ মৃণ্ময় সম্পুটে তপ্ত যেরূপ কনক॥ গরলাদি হইতেও ক্ষোভের জনক॥ বজ্র হইতে সুদুঃসহ চিত্ত বিদ্ধ শল্য। যেন যন্ত্রণায় তীব্র বিসূচিকা তুল্য॥ সজনি আমার মর্ম্ম ভেদিতেছে যেই। অতিশয় পরাক্রম বলে বলী সেই॥

উন্মাদঃ—ভ্রমতি ভবনগর্ত্তে নির্নিমিত্তং হসন্তী প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনাচেতনেষু। লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে বিষমবিরহখেদোদ্গারিবিভ্রান্তচিত্তা॥ উদ্ধব কহেন তব, বিরহে কাতরা। হে মুরারে রাধা অকারণে হাস্যপরা॥ গৃহমধ্যে ভ্রাম্যমাণা প্রশ্ন যারে তারে। সচেতন অচেতনে কিছু না বিচারে॥ বিষম বিরহ খেদে বিধুরা রাধিকা॥ বিভ্রান্তির বশে এবে লুটিছে মৃত্তিকা॥

মোহঃ—নিরুদ্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তা পরিভবং বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীং। ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমূর্চ্ছা সহচরী॥ ললিতা কৃষ্ণের স্থানে লিখিল পত্রিকা। তব সুবিচ্ছেদে মূর্চ্ছা লভিয়া রাধিকা॥ হে কংসারে সাচিব্যের বিধাতা হইয়া। দৈন্যসিন্ধু হরে, চিত্ত বিকার শমিয়া॥ বলে বাষ্পতরঙ্গের স্তম্ভন করিয়া। রাধিকা আছেন তব গুরুচিন্তা লৈয়া॥ নারীরত্নরূপ মহানিধি আশা করি। শ্রীরাধা বিষয়ে তুমি চিন্তা পরিহরি॥ আজি বা আগামী কল্য লভিবে সন্দেশ। সুখে অবস্থান কর আনন্দে বিশেষ॥

মৃত্যুঃ—হংসদূতে। অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যাং নবনবা পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা। স চেন্মুক্তাপেক্ষস্তমসি [illegible]

এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥
স্বরূপ গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুই জনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥ ৫৬ ॥
এই মত অর্দ্ধ রাত্রি কৈল নির্বাপণ।
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন ॥ ৫৭ ॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুহেঁ শুইলেন দ্বারে ॥ ৫৮ ॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি কহে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥ ৫৯ ॥
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে ॥ ৬০ ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।

অনুভাষ্য।

তুলশকলং যদেতস্যা নাসানিহিতমিদমদ্যাপি চলতি ॥ মথুরা প্রবাসী কৃষ্ণে তিরস্কার করি। হংসদ্বারে কহে দেবী ললিতা সুন্দরী ॥ রাস-ক্রীড়া রসময়, রাসের কারণে। বেঁধেছিলে রাধিকাকে প্রণয় বন্ধনে ॥ মম প্রিয়সখী প্রতি নিরপেক্ষ কেন। রাধিকা, এসব কথা সদা স্মরে যেন। নাসারন্ধ্রে তুলখণ্ড পরীক্ষা করিব। শ্বাস রহিলেই ধিক্ তাহাকে জানিব ॥ ৫৩ ॥

প্রভু চাহি বুলে সবে ব্যাকুল হইয়া ॥ ৬১ ॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোসাঞি ॥ ৬২ ॥
দেখি স্বরূপ গোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥ ৬৩ ॥
প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ ৬৪ ॥
একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত ॥ ৬৫ ॥
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥ ৬৬ ॥
চর্ম্ম মাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া ॥ ৬৭ ॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

উত্তান নয়ন,—চক্ষু উপর দিকে উঠিয়াছে ॥ ৬৮ ॥

অনুভাষ্য।

তাত, জীবনের অস্তিত্ব জ্ঞাপক উষ্ণভাব ॥ ৬৫ ॥

স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৯ ॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥ ৭০ ॥
চেতন পাইতে অস্থি সন্ধি লাগিল।
পূর্ব্ব প্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥ ৭১ ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭২ ॥

[স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৪র্থ শ্লোকঃ]

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথৎশ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাকা বিকলবিকলং গদ্গদবচা

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন সময়ে কাশীমিশ্রের বাটীতে কৃষ্ণবিরহে সন্ধি সকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। ভূমিতে কাকুস্বরে বিকল গদগদ বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য।

কচিৎ কুত্রচিৎ মিশ্রাবাসে কাশীমিশ্রগৃহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য উরুবিরহাৎ অত্যন্তবিচ্ছেদাৎ শ্লথৎশ্রীসন্ধিত্বাৎ শ্লথন্ নিজনিজাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিষু যয়োঃ ভুজপদোঃ বাহুচরণয়োঃ অধিকদৈর্ঘ্যং

ক্রন্দন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭৩॥

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
কাহা কর কি এই স্বরূপে পুছিল ॥ ৭৪ ॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজ ঘরে।
তথাই তোমারে সব করিব গোচরে ॥ ৭৫ ॥
এতবলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল ॥ ৭৬ ॥
শুনি মহাপ্রভু বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥ ৭৭ ॥
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান ॥ ৭৮ ॥
হেনকালে জগন্নাথের পাণি শঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল ॥ ৭৯ ॥
এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।

অনুভাষ্য।

কথং স্মারয়ন্ কাক্কা বাণ্যা ভূমৌ লুঠন্ গদগদবচা বিকলবিকলং অতিশয়েন বিকলং ক্রন্দন্ সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ সন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি ॥৭৩॥

কাহা কর কি, কোথা করো, কিউ ॥ ৭৪ ॥

পাণি শঙ্খ, হস্তে ধারণযোগ্য বাদ্যমান শঙ্খ; অথবা দ্বারোদ্ঘাটন কালে করতালি শব্দ। পাঠান্তরে পানী শঙ্খ আচমনীয় শঙ্খ ॥ ৭৯ ॥

যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৮০ ॥

লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।

হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসী চূড়ামণি ॥ ৮১ ॥

শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।

ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥

রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।

তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৮৩ ॥

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।

চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥ ৮৪ ॥

গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।

পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥ ৮৫ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্কন্ধে ২১ অ, ১৮শ্লো শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং]

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ৮৬ ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে।

অনুভাষ্য।

চটক পর্ব্বত, বালুকার পর্ব্বত সদৃশ উচ্চ স্তূপ। বালির চূড়াই ॥ ৮৪ ॥

মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ৩৪ সংখ্যা ॥ ৮৬ ॥

গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে ॥ ৮৭ ॥
ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮৮ ॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রামাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর ॥ ৮৯ ॥
পুরীভারতীগোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥ ৯০ ॥
প্রথমে চলিল প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শকতি ॥ ৯১ ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার ॥ ৯২ ॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৯৩ ॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা ধার ॥ ৯৪ ॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ-প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥ ৯৫ ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯৬ ॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।

বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন ॥ ৯৭ ॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা ॥ ৯৮ ॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ॥ ৯৯ ॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
সুশীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥ ১০০ ॥
এইমত বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
হরিবোল বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ ১০১ ॥
সানন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ॥ ১০২ ॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায় ॥ ১০৩ ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রবণে, কর্ণের নিকট ॥ ১০০ ॥

অর্দ্ধ বাহ্য, সম্পূর্ণ বাহ্য সংজ্ঞা না পাইয়া ॥ ১০৪ ॥

ইহাঁ হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন চারণে॥ ১০৬ ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইলে বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥ ১০৭ ॥
বেণুনাদ শুনি আইল রাধা ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ সঙ্গে করিয়া সাজনি॥ ১০৮ ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥ ১০৯ ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহাঁ হৈতে ধরি মোরে ইহা লঞা আইলা॥ ১১০ ॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥ ১১১ ॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥ ১১২ ॥
হেনকালে আইলা পুরীভারতী দুই জন।
দুই দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম॥ ১১৩ ॥
নিপট্ট বাহ্য হৈলে প্রভু দুহাকে বন্দিলা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কন্দরাতে, গুহাতে॥ ১০৯ ॥

নিপট্ট বাহ্য অনাচ্ছাদিত বাহ্য, সম্পূর্ণ বাহ্য॥ ১১৪ ॥

মহাপ্রভুকে দুই জন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ ১১৪ ॥
প্রভু কহে তুঁহে কেনে আইলা এত দূরে।
পুরীগোসাঞি কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥ ১১৫ ॥
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব সনে ॥ ১১৬ ॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইল।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১৭ ॥
এইত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব।
ব্রহ্মা ও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১৮ ॥
চটক গিরি গমন লীলা রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ১১৯ ॥

(স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৮ম শ্লোকঃ)

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নীলাচলের নিকটে সমুদ্র বালুকা পর্ব্বতরূপ চটকগিরি দেখিয়া ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে-

অনুভাষ্য।

নিপট্ট বাহ্য, সম্পূর্ণরূপে বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিলে পর ॥ ১১৪ ॥

নীলাদ্রেঃ নীলাচলস্য সমীপে নিকটে চটকগিরিরাজস্য সৈকতস্তূপরূপ-পর্ব্বতস্য কলনাৎ ঈক্ষণাৎ অয়ে ইতঃ ক্ষেত্রাৎ গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং

ব্রজন্নস্মাত্যক্তুং প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১২০ ॥

এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা।
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ॥ ১২১ ॥
সংক্ষেপে করিয়া করি দিক্ দরশন।
যে ইহা শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি গমন-
রূপ দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ১২০ ॥

অনুভাষ্য।

লোকিতুং দ্রষ্টুং ব্রজন্ অস্মি ইতি উক্ত্বা প্রমদ প্রমত্ত ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ স্বরূপাদিভিঃ অবধৃতঃ পশ্চাদনুসৃতঃ নিশ্চিতঃ সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি আনন্দয়তি ॥ ১২০ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

উপলভোগের পর মহাপ্রভুর বিলাপ উপস্থিত হইল, কৃষ্ণ রূপের ভাব উদয় হইল। কৃষ্ণ অদর্শনে রাসযাত্রে গোপীগণ যেরূপ বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভুর ও সেই সকল ভাব উদয় হইতে লাগিল। স্বরূপগোস্বামী গীতগোবিন্দ হইতে একটী গান করিলে মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবসাবল্য ও অষ্ট সাত্ত্বিকাদিবিকার উদিত হইয়া পরমাস্বাদ্যের বিষয় হইয়া উঠিল। সমুদ্রতীরস্থ উপবন-দর্শনে বৃন্দাবন স্মৃতি হওয়ায় এই সকলভাব প্রবলরূপে উঠিল।

দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেক প্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

দুর্গমে দুর্বিগাহে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ কৃষ্ণভাবরূপসিন্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা নিমগ্নং উন্মগ্নঞ্চ চেতো যস্য তেন গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা প্রেম্ণঃ মর্য্যাদা ভূরি সুবহুলং দর্শিতা প্রকটীকৃতা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য প্রিয়তম।
জয় শ্রীবাস আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥ ৩ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥ ৪ ॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তি
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥ ৫ ॥
স্নান দর্শন ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক হেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পঞ্চগুণ, চক্ষে রূপ, কর্ণে গীত, নাসিকায় ঘ্রাণ, জিহ্বায় রস, ত্বকে স্পর্শ। কৃষ্ণের এই পাঁচটী অপ্রাকৃতগুণ পাঁচটী অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে

অনুভাষ্য।

কুমারের চাক, ঘটাদি নির্ম্মাণ কালে যেরূপ কুম্ভকারের চক্র পূর্ব্ব প্রদত্ত বলে আপনা হইতে ঘুরিতে থাকে সর্ব্বদা তাহাতে হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকিতে হয় না তদ্রূপ প্রভুর দৈহিক ক্রিয়াসমূহ বাহ্য সংজ্ঞা না থাকা কালেও স্বভাবক্রমে সম্পন্ন হইত ॥ ৬ ॥

পঞ্চগুণ করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৮ ॥
একমন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৯ ॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল ॥ ১০ ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুহাঁর কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা কারণ ॥ ১২ ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুহাঁকে করিয়া বিলাপ ॥ ১৩ ॥

[গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৩য় শ্লো বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং]

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যুগপৎ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত করিল। মনকে এই পাঁচ বিষয়ে এক সময় টানিলে মন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ॥ ৮।৯ ॥

যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধুপ্রবাহে নারীদিগের চিত্তপর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক রম্যবচনযুক্ত হইয়া কোটী চন্দ্রের ন্যায় শীতল

সৌরভ্যামৃত সংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ১৪ ॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণরূপ শব্দ স্পর্শ, সৌরভ অধর রস,
মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এবং যিনি সৌরভ্যরূপ অমৃতপ্রবাহ দ্বারা জগৎকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধর হইয়াছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, হে সখি! আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলে আকর্ষণ করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

হে আলি সখি, যঃ সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ সৌন্দর্য্যং এব অমৃতসিন্ধুঃ তস্য সুধার্ণবস্য ভঙ্গৈঃ তরঙ্গৈঃ জলচ্ছটাভিঃ ললনানাং চিত্তরূপাদ্রিং সং সম্যক্ প্লাবয়িতুং শীলং যস্য সঃ কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ কর্ণং আনন্দয়িতুং শীলং যস্য তাদৃশেন নর্ম্মেণ স্মিতেন চ সহ রম্যং বচনং যস্য সঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ কোটিচন্দ্রাৎ অপি শীতং সুশীতলং অঙ্গং যস্য সঃ সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ সৌরভ্যমেব অমৃতং তস্য সংপ্লবঃ সাগরঃ তেন আবৃতং আচ্ছাদিতং জগৎ যেন সঃ পীযূষরম্যাধরঃ পীযূষতঃ অমৃতাদপি রম্যঃ অধরো যস্য সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ বলাৎ প্রসভেন মে মম পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদীনি কর্ষতি স্বরূপবংশীধ্বনিসৌরভ্যাস্বাদস্পর্শাদিষু নয়তি ॥ ১৪ ॥

চড়ি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায় ॥ ১৫ ॥

সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।

মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট দস্যুগণ,

সবে কহে হর পরধন ॥ ধ্রু ॥ ১৬ ॥

এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বচন মুরলীধ্বনি ইত্যাদি শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ ও অধর রস এই পাঁচটী মহামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, আমার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তত্তদ্বিষয় দর্শনে লুব্ধ হইয়া প্রত্যেকেই আমার মনরূপ একটী অশ্বের উপর চড়িয়া যুগপৎ পাঁচদিকে দৌড়িতে চাহে, সখিহে, দুঃখের কথা কি বলিব, আমার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় নিতান্ত বিষয়লম্পট ও দস্যুপ্রায়। কৃষ্ণ যে পর, তাহা জানিয়াও সেই সেই কৃষ্ণগুণরূপ বিষয় হরণ করিতে প্রবৃত্ত। আমার মন একটী মাত্র অশ্ব। প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই অশ্বটীকে লইয়া পাঁচ পাঁচদিকেই টানাটানি করে এরূপ যুগপৎ টানিতে গেলে লাভের মধ্যে যেরূপ ঘোড়ার প্রাণ যায় তাহা কিরূপে সহিতে পারি; যদি বল তোমার ইন্দ্রিয়গণকে তুমি দমন না কর কেন, সখিহে, ইন্দ্রিয়গণকেই বা কিরূপে দোষ দিব। কৃষ্ণ রূপাদি পাঁচটী বিষয় স্বভাবতঃ মহা আকর্ষণযুক্ত। রূপাদি পাঁচজন পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আপন আপন দিকে টানিতে থাকে, মনরূপ অশ্বারোহী জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয়, ঘোড়ার প্রাণ নাশ হইলে আমারও প্রাণ যায়।

এক মন কোন দিকে ধায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায়॥ ১৭॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ, পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন॥ ১৮॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ বিন্দু,
এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চ গিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥ ১৯॥
কৃষ্ণের বচন মাধুরী, নানা রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥ ২০॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন॥ ২১॥
কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভভর, মৃগমদ মনোহর,

নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব ধন।
জগত নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণের করে আকর্ষণ ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ত্রিজগতে যত নারী আছে তাঁহাদের চিত্ত উচ্চগিরির ন্যায় বটে, কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধুর তরঙ্গবিন্দু সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। কৃষ্ণ রসনর্ম্ম স্বরূপ-বচনচাতুরী নারীদিগের প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করে যে বলা যায় না, নারীগণের কর্ণপ্রবিষ্ট হইয়া মাধুর্য্যগুণে বন্ধন করতঃ টানাটানি করায় কাণের প্রাণ যায়। কৃষ্ণের অঙ্গ অতিশয় সুশীতল, তাহার শীতল কিরণে কোটী কোটী ইন্দু ও চন্দনকে পরাজয় করে। নারীগণের সশৈলবক্ষ আকর্ষণে অতিশয় দক্ষ এবং নারীগণের মন আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ মনোহর মৃগমদ ও নীলোৎপলের গর্ব্ব নাশ করে। জগতের নারীগণের নাসিকায় প্রবেশ করতঃ তথায় বাসা করিয়া নারীগণকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অধরামৃত কর্পূরও মন্দ হাস্য মিশ্রিত হইয়া স্বীয় মাধুর্য্যে নারীগণের মন হরণ করে; তাহা অন্য বিষয়ের লোভ ছাড়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বয়ং দুর্লভতা বশতঃ অপ্রাপ্য হইয়া মনের ক্ষোভ উৎপত্তি করে সেই অধরামৃতই ব্রজনারীগণের মূলধন ॥ ১৫-২৩ ॥

এত কহি গৌরহরি, দুই জনার কণ্ঠ ধরি,
কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাও, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাও,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥ ২৪ ॥
এই মত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥ ২৫ ॥
সেই দুই জন প্রভুকে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোক পঠন ॥ ২৬ ॥
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক গীতের প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৭ ॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে ॥ ২৮ ॥
বৃন্দাবন ভ্রমে তাহাঁ পশিল ধাইয়া।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ ২৯ ॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল ॥ ৩০ ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা।
শ্লোক পড়ি চাহি বুলে যথা তথা ॥ ৩১ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্কন্ধে ৩০ অ ৯ ম শ্লোকে বৃক্ষাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং)

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-

জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩২ ॥

(তত্রৈব ৭ম শ্লোকে তুলসীং প্রতি গোপীবাক্যং)

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেহতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ ॥ ৩৩ ॥

(তত্রৈব ৮ম শ্লোকে মালত্যাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং)

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চূত আম্র জাতিবিশেষ, পিয়াল, কাঁঠাল, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপকদম্ববিশেষ এবং অন্যান্য যমুনোপকূলবাসী পরমঙ্গলচিহ্নক বৃক্ষসকল রহিতাত্মস্বরূপ আমাদিগকে, কৃষ্ণ কোথায় আছেন তাহা বলুন ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য।

চূত প্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ হে আম্র হে প্রিয়াল হে কণ্টকীফলবৃক্ষ হে পীতশাল হে কোবিদার হে জম্বো হে অর্ক হে বিল্ব হে বকুল হে আম্রফল হে কদম্ব হে নীপ যে অন্যে চ বৃক্ষাঃ পরার্থভবকাঃ পরার্থমেব ভবঃ জন্মঃ যেষাং তে যমুনোপকূলাঃ যমুনায়াঃ কালিন্দ্যাঃ উপকূলে তটভূমৌ বর্ত্তমানাঃ তরবঃ তে ভবন্তঃ রহিতাত্মনাং শূন্যমনসাং নঃ অস্মাকং কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণমার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু ॥ ৩২ ॥

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩৪ ॥

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা পাইলা দরশন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন ॥ ৩৬ ॥
উত্তর না পাইয়া পুনঃ করে অনুমান।
এই সব পুরুষ জাতি কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ওহে কল্যাণি, গোবিন্দচরণ প্রিয়ে, তুলসি, তুমি অচ্যুতের অতিপ্রিয় তুমি কি, অলিকুলের সহিত আমাকে ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ ॥ ৩৩ ॥

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, যূথিকে তোমরা কি তোমাদিগকে করস্পর্শ করিয়া এবং তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ ॥ ৩৪ ॥

অনুভাষ্য।

হে কল্যাণি সৌভাগ্যশালিনি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে গোবিন্দস্য চরণপ্রিয়ে তুলসি অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ তে তব অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ গোবিন্দঃ কচ্চিৎ ত্বয়া দৃষ্টঃ হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে করস্পর্শেন বঃ যুষ্মাকং প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ প্রস্থিতঃ বঃ যুষ্মাভিঃ কচ্চিৎ অদর্শি দৃষ্টঃ ॥ ৩৩।৩৪ ॥

এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।
এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখী প্রায় ॥ ৩৮ ॥
অবশ্য কহিবে পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদি গণে ॥ ৩৯ ॥
তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ॥ ৪০ ॥
তুমি সব হও আমায় সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ ॥ ৪১ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এহ কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে ॥ ৪২ ॥
আগে মৃগগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩০ অ ১২শ শ্লোকে হরিণীং প্রতি গোপীবাক্যং।

অপ্যেণ পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখী সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

কহ মৃগি রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা না কর অন্যথা ॥ ৪৫ ॥

রাধা প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।
দূরে হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ গন্ধ ॥ ৪৬ ॥
রাধা অঙ্গ সঙ্গে কুচ কুঙ্কুম ভূষিত।
কৃষ্ণ কুন্দমালা গন্ধে বায়ু সুবাসিত ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ ইহ ছাড়ি গেলা ইহঁ বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী ॥ ৪৮ ॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে ॥ ৪৯ ॥
কৃষ্ণে দেখি এই সব করেন নমস্কার।
কৃষ্ণ গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥ ৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কান্তার অঙ্গসঙ্গ দ্বারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত-কুন্দমালাধারী কৃষ্ণের এই দিক্ হইতে গন্ধ আসিতেছে। হে মৃগি রাধিকার সহিত কৃষ্ণ তোমাদের চক্ষের আনন্দবৃদ্ধি করিয়া এইপথে কি গিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখি এণপত্নি হরিণি প্রিয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ অচ্যুতঃ কৃষ্ণঃ গাত্রৈঃ অঙ্গসঙ্গৈঃ বঃ যুষ্মাকং দৃশাং সুনির্বৃতিং নয়নানাং সুখং তন্বন্ বর্দ্ধয়ন্ ইহ উপগতঃ অপি ইহ কুলপতেঃ কৃষ্ণস্য কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কান্তাঙ্গসঙ্গোত্থবক্ষস্থকুঙ্কুমরাগেণ বিভূষিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুন্দপুষ্পমালায়াঃ গন্ধঃ সুরভিঃ বাতি প্রবহতি ॥ ৪৪ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩০ অ ১২ শ্লোকে তরুন্ প্রতি গোপীবাক্যং)

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৫১ ॥

প্রিয়া মুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥ ৫২ ॥
তোমার প্রণাম কি করিয়াছে অবধান।
কিবা নাহি করে কহ বচন প্রমাণ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে তরু সকল, রামানুজ কৃষ্ণ রাধিকার স্কন্ধে বাহু ন্যাসকরতঃ হস্তে পদ্মধারণ পূর্ব্বক তুলসিকার মদান্ধ অলিগণের দ্বারা অন্বিত হইয়া প্রণয়াবলোকন দ্বারা চলিতে চলিতে তোমাদের প্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক তিনি কি অভিনন্দন করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য।

হে তরবঃ বৃক্ষাঃ গৃহীতপদ্মঃ দক্ষিণভুজধৃতলীলাকমলঃ মদান্ধৈঃ রসপান-মদেন অন্ধৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ তুলসিকায়াঃ অলিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ অনুগম্যমানঃ রামানুজঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়াংসে প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে বাহুং বামভুজং উপধায় ইহ চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ বঃ যুষ্মাকং প্রণামং কিং অভিনন্দতি বা ॥ ৫১ ॥

কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সম্বিৎ ॥ ৫৪ ॥
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৫৫ ॥
কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগতের নেত্র মন ॥ ৫৬ ॥
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৭ ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল।
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি করাইল চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥ ৫৯ ॥
কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইনু দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্রমন ॥ ৬০ ॥
পুনঃ কেন না দেখিয়া মুরলী-বদন।
তাঁহার দর্শন লোভে ভ্রময় নয়ন ॥ ৬১ ॥
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

(গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৪র্থ শ্লোকে শ্রীরাধিকা-বাক্যং)

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।

ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাং ॥৬৩॥

নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।
জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৬৪ ॥
কহ সখি কি করি উপায় ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নবীন মেঘে শোভা পাইতেছে যে নববিদ্যুৎ তাঁহার ন্যায় মনোজ্ঞ পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর মুরলীবদন, শরৎশোভিচন্দ্রমুখ, ময়ূর দল-ভূষিত, সুভগতারহারপ্রভাযুক্ত, সেই, মদনমোহন, হে সখি, আমার নেত্রস্পৃহাকে বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখি সলদম্বুদ-লসদ্দ্যুতিঃ নবাম্বুদাৎ নবমেঘাদপি লসন্তী শোভমানা দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য সঃ নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ নবতড়িতঃ নবীন-সৌদামিন্যাঃ অপি মনোজ্ঞে রুচিরে অম্বরে বসনে যস্য সঃ সুচিত্রমুরলীস্ফুর-চ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ সুষ্ঠু চিত্রয়া মনোজ্ঞয়া মুরল্যা শোভমানং শরদি অমন্দা-ক্ষীণচন্দ্র ইব আননং যস্য সঃ ময়ূরদলভূষিতঃ শিখিপিচ্ছশোভিতঃ সুভগ-তারহারপ্রভঃ সুভগেন সুদীপ্তেন তারা ইব হারস্য প্রভা যস্য সঃ মদন-মোহনঃ মদনরতি-সম্ভোগরসপুষ্ট্যর্থং বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়িত্বা সম্ভোগপুষ্টিং করোতি চ ইতি মদনঃ তাভ্যাং স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ স চাসৌ স চ ইতি মে মম নেত্রস্পৃহাং নয়নদিদৃক্ষাং তনোতি বর্দ্ধয়তি ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ধ্রু ॥৬৫॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥ ৬৬ ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥৬৭ ॥
লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা পবনে, মেঘ নিল অন্য স্থানে,

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণকান্তি অঞ্জনের চিক্কণতা পরাজয় পূর্ব্বক নবীন মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ, নীলপদ্ম অপেক্ষা সুকোমল, এবং সকল উপমার অতীত ॥ ৬৪ ॥

হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতমেঘস্বরূপ। আমার নেত্রচাতক সেই মেঘ না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের যে পীতবসন তাহা সেই মেঘের সৌদামিনী স্বরূপ। তাহা অস্থির। তাঁহার গলায় যে মুক্তাহার আছে তাহা মেঘের নিম্নভাগে বকশ্রেণীর ন্যায় শোভা

মরে চাতক পিতে না পাইল॥ ৬৮॥

পুনঃ কহে হায় হায়, পড় পড় রামরায়,

কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে।

রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,

আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে॥ ৬৯॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৯অ ৩৩শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং)

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-

গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পাইতেছে। তাঁহার যে শিখিপুচ্ছ, তাহা মেঘের ইন্দ্রধনুর ন্যায় বৈজয়ন্তী মালা ধনুসদৃশ। কৃষ্ণ মুখে যে মুরলীর কলধ্বনি তাহা কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জনস্বরূপ; তাহা শুনিয়া বৃন্দাবনের ময়ূরগণ নাচিতেছে। কৃষ্ণের লাবণ্যজ্যোৎস্না অকলঙ্ক পূর্ণকলা অপূর্ব্বচন্দ্রের ন্যায় উদয় হইয়াছে কৃষ্ণ মেঘের লীলামৃত বরিষণ চৌদ্দভুবনকে সিঞ্চিত করিতেছে। সেই মেঘ যখন দেখা দিল, আমার দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবাত সেই মেঘকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। মেঘ না দেখিয়া নেত্রচাতক জলাভাবে মৃত প্রায়॥ ৬৫-৬৮॥

বলাহক—মেঘ॥ ৬৫॥

অকলঙ্ক পূর্ণকল,—বিচিত্র চন্দ্র কলঙ্কহীন এবং পূর্ণকলায় উদয় হইয়াছে॥ ৬৭॥

ঝঞ্ঝাবাত,—ঘূর্ণি বাতাস॥ ৬৮॥

দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥ ৭০ ॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণ জিনি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী,
ছাড়ি লাজ পতি ঘর দ্বার॥ ৭১ ॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী মৃগী মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার॥ ধ্রু ॥ ৭২ ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ বাণে, তাসবার হৃদয়ে হানে,
নারী বধে নাহি কিছু ভয়॥ ৭৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণ চন্দ্রও পদ্মকে জিনিয়া মুখ ফাঁদ পাতিয়াছেন সেই ফাঁদে মধুর হাসিরূপ চার অর্থাৎ মৃগ ভুলাইবার কপটখাদ্য রাখা হইয়াছে। ঘর দ্বার ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজনারীগণ সেই ফাঁদে পড়িয়া দাসী

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদ ৪৮ সংখ্যা॥ ৭০॥

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তাঁসবার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৭৪ ॥
সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজ যুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে;
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হইতেছে। ওহে, বান্ধবকৃষ্ণ, এরূপ ব্যাধের আচার করিয়া থাকেন। সেই ব্যাধ ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না, ব্রজরমণীরূপ মৃগীগণের মর্ম্মহরণ করিবার নানা উপায় করে। গণ্ডস্থলে মকরকুণ্ডল ঝলমল করিয়া নাচিয়া নারী-গণের মন হরণ করে। সহাস্য কটাক্ষবাণ তাহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া নারীবধের কোন ভয় করে না। কৃষ্ণের যে প্রশস্ত বক্ষ যাহাতে লক্ষ্মী ও শ্রীবৎস চিহ্ন অলঙ্কারস্বরূপ আছেন তাহা লক্ষ লক্ষ ব্রজদেবী এবং তাহাদের মন ও বক্ষকে আকর্ষণ করিয়া হরিদাসী করিয়া ফেলে। অতি সুন্দর সুদীর্ঘ অর্গলস্বরূপ কৃষ্ণের কৃষ্ণসর্পকায় প্রায়, ভুজদ্বয় নারী-দিগের দুই পর্ব্বতরূপ স্তনছিদ্রে প্রবেশ করিয়া হৃদয় দর্শন করে।

অনুভাষ্য।

লক্ষ্মী, বক্ষবামে স্বর্ণ চিহ্ন।

শ্রীবৎস, বক্ষদক্ষিণে শ্রীবৎস চিহ্ন বা দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলী ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন ।
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষনাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী মন ॥ ৭৬ ॥
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
দুই অর্থে পড়ে এক শ্লোক ।
এই শ্লোক পাইয়া রাধা, বিশাখাকে কহে বাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ ৭৭ ॥

[গোবিন্দলীলামৃতে ৮ ম সর্গে ৭ ম শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং]

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃ কলুষহারিদোরর্গলঃ ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

কৃষ্ণের করপদতল কর্পূর, বেণামূল ও চন্দনকে পরাজয় করিয়া কোটীচন্দ্র সুশীতল হইয়াছে । একবার যাহাকে স্পর্শ করে তাহার কন্দর্প জ্বালা বিষ নাশ হইয়া যায় ॥ ৭১-৭৬ ॥

ডাকাতিয়া বক্ষ, যে বক্ষ, ডাকাতের ন্যায় সকল নারীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লয় ॥ ৭৪ ॥

শৈল ছিদ্রে, স্তনরূপ হৃদয় ছিদ্রে ॥ ৭৫ ॥

অনুভাষ্য ।

বেণামূল, খশখশ ॥ ৭৬

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং ॥ ৭৮ ॥
প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥ ৭৯ ॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যাঁহার ইন্দ্র নীলমণি-কবাটিকার ন্যায় বিস্তৃত মনোহর বক্ষস্থল, যাঁহার ভুজদ্বয় কামার্ত্ত তরুণীগণের মনকলুষ হরণ করে, যাঁহার অঙ্গ সুধাংশু, হরিচন্দন ও উৎপলের শীতলতা ধারণ করে সেই মদনমোহন হে সখি, আমার বক্ষস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখি হরিন্মণিকবাটিকা-প্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ হরিন্মণিভিঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ রচিতায়াঃ কবাটিকায়াঃ প্রততিঃ বিস্তৃতিঃ তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তথাভূত বক্ষঃস্থলং যস্য সঃ স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ স্মরার্ত্তানাং মদনপীড়িতানাং তরুণীনাং যুবতীনাং মনঃ কলুষং মনস্তাপং হর্ত্তুং ভুজরূপার্গলঃ যস্য সঃ সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ সুধাংশুঃ শশধরঃ চ হরিচন্দনং চ উৎপলং কুবলয়ং পদ্মং কমলং চ সিতাভ্রঃ কর্পূরঃ চ এভ্যোপি শীতলং অঙ্গং যস্য সঃ মদনমোহনঃ মে মম বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি ॥ ৭৮ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৯ অ, ৪২ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং)

তাসাং তৎ-সৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮১ ॥

স্বরূপ গোসাঞিকে কহে গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়েত সম্বিৎ ॥ ৮২ ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা ॥ ৮৩ ॥

(গীতগোবিন্দে ২য় সর্গে ৩য় শ্লোকে সখীং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং)

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তাহাদিগের সৌভগাহঙ্কার দেখিয়া কৃষ্ণ তাহা প্রশমন করিবার জন্য ও উহাদিগের প্রতি প্রসাদ করিবার জন্য সেই স্থানে অন্তর্দ্ধান হইলেন ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য।

কেশবঃ কৃষ্ণঃ তাসাং গোপীনাং তৎসৌভগমদং সৌভাগ্যমূলগর্ব্বং মানং চ বীক্ষ্য তস্য প্রশমায় প্রসাদায় তত্র রাসস্থল্যাং এব অন্তরধীয়ত অপ্রকটো বভূব ॥ ৮১ ॥

সম্বিৎ, ব্যাকুল চিত্তে স্থির জ্ঞান লাভ ॥ ৮২ ॥

হে সখি ইহ রাসে রাসক্রীড়ায়াং মম মনঃ বিহিতবিলাসং বিহিতো সম্পাদিতো বিলাসো যেন তং কৃতপরিহাসং কৃতঃ বিহিতঃ পরিহাসো যেন তং হরিং স্মরতি ॥ ৮৪ ॥

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥ ৮৪ ॥
স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে তবে নাচিতে লাগিলা ॥ ৮৫ ॥
অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল ॥ ৮৬ ॥
ভাবোদয় ভাব-সন্ধি ভাব-সাবল্য।
ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য ॥ ৮৭ ॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে করেন নর্ত্তন ॥ ৮৮ ॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন ॥ ৮৯ ॥
বোল বোল বলি প্রভু কহে বারবার।
না গায় স্বরূপগোসাঞি প্রেম দেখি তাঁর ॥ ৯০ ॥
বোল বোল প্রভু বোলে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকেতে সবে মেলি করে হরিধ্বনি ॥ ৯১ ॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই রাসে বহুবিলাসযুক্ত এবং পরিহাসরত হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে ॥ ৮৪ ॥

ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল ॥ ৯২ ॥
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইলা পুনঃ লঞা আইলা ঘরে ॥ ৯৩ ॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজ স্থান ॥ ৯৪ ॥
এইত কহিল প্রভুর উদ্যান বিহার।
বৃন্দাবন ভ্রমে যাহাঁ প্রবেশ তাঁহার ॥ ৯৫ ॥
বিলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন।
শ্রীরূপগোসাঞি ইহা করিয়াছে লিখন ॥ ৯৬ ॥

[স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্তবে ষষ্ঠ শ্লোকঃ]

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালিকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দর্শন করতঃ মুহুর্মুহু বৃন্দারণ্য স্মরণ প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন, প্রচল রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ কৃষ্ণ

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিয়ে সূচন ॥ ৯৮ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বলিতেছেন এবম্ভূত চৈতন্যদেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন ॥ ৯৭ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ পয়োরাশেঃ সমুদ্রস্য তীরে তটে বালুকাখণ্ডে স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া স্ফুরন্তীনাং সুশোভিতানাং উপবনালীনাং উপবনপুঞ্জানাং কলনয়া অবলোকনেন মুহুঃ অনুক্ষণং বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ বৃন্দাবন-চিন্তোদয়াৎ প্রেম্না কৃষ্ণপ্রেমলালসয়া বিবশঃ অভূৎ কচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচল-রসনঃ কৃষ্ণেতি নাম্নঃ সদা কীর্ত্তনেন প্রচলা রসনা যস্য সঃ ভক্তিরসিকঃ সঃ চৈতন্যঃ মে মম দৃশোঃ নয়নয়োঃ পদং মার্গং পুনরপি কিং যাস্যতি ॥ ৯৭ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ষোড়শ পরিচ্ছেদের কথাসার।

গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস আসিয়াছিলেন। কালিদাস গৌড়-দেশস্থ সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়াছিলেন, ঝড়ুঠাকুরের অধরামৃত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। সেই সুকৃতিবলে মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পাইলেন। সপ্তবর্ষবয়সে কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও দিয়াছিলেন। বল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভু ফেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করাইয়া কৃষ্ণের অধরামৃত পানে নিমগ্ন হইলেন।

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া, এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া, প্রেমদীক্ষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেম বিহ্বলে ॥ ৩ ॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥
তাসবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তিহোঁ নাহি জানে আন ॥ ৫ ॥
মহাভাগবত তিহোঁ সরল উদার।
কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥ ৬ ॥
কৌতুকেতে তেহোঁ যদি পাশক খেলায়।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করি পাশক চালায় ॥ ৭ ॥
রঘুনাথ দাসের তিহঁ হয় জ্ঞাতি খুড়া।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালয় ব্যবহার,—ব্যবহারিক কার্য্য কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত নির্ব্বাহ করেন ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ মহাপ্রভুঃ কৃষ্ণভাবামৃতং স্বয়ং আস্বাদ্য ভক্তান্ নিজাশ্রিতান্ আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং শুদ্ধপ্রীতিমূলাং ভজনপ্রণালীং চ অশিক্ষয়ৎ উপদিদেশ তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং অহং বন্দে ॥ ২ ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেহঁ হৈল বুড়া ॥ ৮ ॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেহঁ করিলা ভোজন ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥ ১০ ॥
তাঁর ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাহাঁও না পায় তবে রহে লুকাইয়া ॥ ১১ ॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।
লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায় ॥ ১২ ॥
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।
এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥ ১৩ ॥
ভূমিমালি জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্রফল লঞা তেহোঁ গেলা তার স্থান ॥ ১৪ ॥
আম্র ভেট দিয়া তার চরণ বন্দিল।
তার পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভূমিমালি,—ভুঁইমালী। হড্ডীতুল্য জাতিবিশেষ ॥ ১৪ ॥

অনুভাষ্য।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, শৌক্র ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব ॥ ১০ ॥

শূদ্র বৈষ্ণব, শৌক্র শূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব ॥ ১৩ ॥

পত্নী সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া॥ ১৬॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতোক্ষণ করি তার সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তারে মধুর বচনে॥ ১৭॥
আমি নীচজাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন প্রকারে করিব তোমার সেবন॥ ১৮॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাহাঁ তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥ ১৯॥
কালিদাস কহে ঠাকুর কৃপাকর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে॥ ২০॥
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন।
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন॥ ২১॥
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।
পাদরজ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর॥ ২২॥
ঠাকুর কহে ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।
আমি নীচজাতি তুমি সুসজ্জন রায়॥ ২৩॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।
শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল॥ ২৪॥

(হরিভক্তি বিলাসস্য ১০ম বিলাসে ৯১ শ্লো ইতিহাস সমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যং)

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥ ২৫ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৯ম শ্লোকে প্রহ্লাদবাক্যং)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থং
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ২৬ ॥

(তত্রৈব ৩য় স্কন্ধে ৩৩অ ৭ম শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ২৭ ॥

শুনি ঠাকুর কহে শাস্ত্র এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা ১৯ পরিচ্ছেদ ৫০ সংখ্যা ॥ ২৫ ॥

মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ ৫৯ সংখ্যা ॥ ২৬ ॥

মধ্যলীলা ১১ পরিচ্ছেদ ১৯২ সংখ্যা ॥ ২৭ ॥

মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়। শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥ অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়। স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।

আমি নীচজাতি, আমায় নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয়, আমার নাহি ঐছে শক্তি ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য।

ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥ এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা। শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং ॥ বনপর্ব্ব ২১১ অধ্যায়। শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ। আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে ॥ ভাগবতে। সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুত-গোত্রতঃ। যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাদিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাঃ তে তু ভাগবতাঃ নরাঃ। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং। শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্। গারুড়ে। ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ। তত্ত্বসাগরে। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥

শাস্ত্র হইতে এই সত্য জানা যায় যে নীচকুলোদ্ভব কৃষ্ণভক্তিমান্ হইলে তাঁহার নীচজাতিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু আমি ভক্তিহীন এবং নীচ কুলোদ্ভূত, বৈষ্ণব নহি। ঝড়ু ঠাকুরের ইহা 'বৈষ্ণবোচিত উদারতা এবং আপনার নিরভিমানীত্ব' জ্ঞাপন মাত্র, বাস্তবিক ভক্তের ইহাই স্বভাব। আমি ব্যতীত অন্য ব্যক্তির শাস্ত্রীয় সত্যানুসারে উত্তমাধিকার। আমার উচ্চাধিকার লাভের শক্তি নাই ॥ ২৮।২৯ ॥

তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা ।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তার অনুব্রজি আইলা ॥ ৩০ ॥
তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা ।
তাহার চরণ চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা ॥ ৩১ ॥
সেই ধূলী লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ।
তার নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিল ॥ ৩২ ॥
ঝড় ঠাকুর ঘর যাই দেখি আম্রফল ।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল ॥ ৩৩ ॥
কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকশিয়া ।
তার পত্নী তারে দেন খায়েন চুষিয়া ॥ ৩৪ ॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে ।
তারে খাওয়াইয়া তার পত্নী খায় পশ্চাতে ॥ ৩৫ ॥
আঁটি চোকা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া ।
বাহির উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইলা লঞা ॥ ৩৬ ॥
সেই খোলা আঁটি চোকা চুষে কালিদাস ।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস ॥ ৩৭ ॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে ॥ ৩৮ ॥

অনুভাষ্য ।

অনুব্রজি, পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ॥ ৩০ ॥

সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা॥ ৩৯ ॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে॥ ৪০ ॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ পহাচ তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে॥ ৪১ ॥
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদপ্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন॥ ৪২ ॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন॥ ৪৩ ॥
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল॥ ৪৪ ॥
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বাইশ পহাচ,—বাইশ পাহাচ। উড়িয়াগণ শিড়ির এক এক ধাপকে পাহাচ বলে। সিংহদ্বার দিয়া উঠিতে হইলে বাইশ পাহাচ দিয়া উঠিতে হয়॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য।

বর্ত্তমানকালে এই সকল স্থান পড়িয়া নাই। গর্ত্তাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ে, গর্ত্তে॥ ৪১ ॥

এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল ॥ ৪৬ ॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবতা পূর্ণ বাঞ্ছা করিল তোমার ৪৭ ॥
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ ৪৮ ॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তারে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাহারে করিল ॥ ৪৯ ॥
বাইশ পহাচ পাছে উত্তর দক্ষিণ দিগে।
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে ॥ ৫০ ॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বারবার ॥ ৫১ ॥

(নৃসিংহ পুরাণং)

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ী নরসিংহকে নমস্কার। হিরণ্যকশিপুর বক্ষ-শিলাছেদক নামধারী নৃসিংহকে নমস্কার ॥ ৫২ ॥

অনুভাষ্য।

হিরণ্যকশিপোঃ কশ্যপতনয়স্য প্রহ্লাদপিতুঃ অবৈষ্ণবস্য বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে বক্ষঃ এব শিলা তস্যাঃ টঙ্কঃ পাষাণ-বিদারকোস্ত্রবিশেষঃ। টঙ্কঃ

(নৃসিংহ পুরাণং)

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৩ ॥

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করিল ভোজন ॥ ৫৪ ॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এদিকে নৃসিংহ, উদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ, সেই আদি নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৫৩ ॥

অনুভাষ্য।

এব নখানাং আলিঃ শ্রেণীর্যস্য তস্মৈ প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে হিরণ্যকশিপোস্তনয়স্য বৈষ্ণবস্য আনন্দদাত্রে নরসিংহায় নৃসিংহদেবায় তে তুভ্যং নমঃ ॥ ৫২ ॥

ইতঃ অস্মিন্ স্থানে দেবীধাম্নি নৃসিংহঃ পরতঃ পরব্যোম্নি নৃসিংহঃ যতঃ যতঃ যত্র যত্র প্রতিযামি ততঃ তস্মিন্ স্থানে নৃসিংহঃ স্ফুরতি বহিঃ প্রাকট্যে নৃসিংহঃ হৃদয়ে অন্তর্জ্জগতি নৃসিংহঃ অতঃ আদিং আদিদেবং সর্ব্বমূলং নৃসিংহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৫৩ ॥

প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ ৫৬ ॥
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা সীমা ॥ ৫৭ ॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৮ ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥ ৫৯ ॥
ভক্তপদধূলী আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল ॥ ৬০ ॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ ৬১ ॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥ ৬২ ॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥ ৬৩ ॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তিন সাধনের বল,—ভক্তের পদধূলীগ্রহণ, ভক্তের পদজল গ্রহণ এবং ভক্তের অধরামৃতগ্রহণ এই তিনটী সর্ব্বসাধনের বলস্বরূপ ॥ ৬০ ॥

কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে ॥ ৬৪ ॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গে আনিল ॥ ৬৫ ॥
পুত্র সঙ্গে লঞা তিঁহো আইল প্রভু স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ৬৬ ॥
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু বলে বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥ ৬৭ ॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল ॥ ৬৮ ॥
প্রভু কহে আমি নাম জগতে লওয়াইল।
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল ॥ ৬৯ ॥
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে।
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥ ৭০ ॥
তুমি কৃষ্ণনাম মন্ত্র কৈলে উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে ॥ ৭১ ॥
মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।

অনুভাষ্য।

শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্তমন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না। শ্রীগদাধরপণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা তাহা পূর্ব্বেই জানিয়াছি ॥ ৭১ ॥

এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥ ৭২ ॥
আর দিন কহে প্রভু পড় পুরীদাস।
এই শ্লোক করি তিহোঁ করিল প্রকাশ ॥ ৭৩ ॥

(কর্ণপূরকৃতাচার্য্যশতকে ১ম শ্লোকঃ)

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ॥
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭৪ ॥

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন ॥ ৭৫ ॥
চৈতন্য প্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭৬ ॥
ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে রহে চারি মাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিল সবে গেলা গৌড়দেশে ॥ ৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

যিনি শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্র মণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ সেই হরি জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রবসোঃ কর্ণয়োঃ কুবলয়ং নীলোৎপলং তথা অক্ষ্ণোঃ চক্ষুষোঃ অঞ্জনং কজ্জলশোভনং উরসঃ বক্ষসঃ মহেন্দ্রমণিদাম ইন্দ্রনীলমণিমালা বৃন্দাবন-রমণীনাং ব্রজললনানাং অখিলং সর্ব্ববিধং মণ্ডনং অলঙ্কাররূপঃ হরিঃ জয়তি ॥ ৭৪ ॥

তাসবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তারা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান॥ ৭৮ ॥
রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধ রস।
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণ উপস্পর্শ॥ ৭৯ ॥
একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সিংহদ্বারে দলই আসি করিল বন্দনে॥ ৮০ ॥
তারে বলে কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি ধরে তার হাত॥ ৮১ ॥
সেই কহে ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাও দর্শন॥ ৮২ ॥
তুমি মোর সখা দেখাহ কাহাঁ প্রাণনাথ।
এতবলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত॥ ৮৩ ॥
সেই বলে এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন॥ ৮৪ ॥
গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।
দেখে জগন্নাথ হয় মুরলী-বদন॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দলই,—দ্বার পালক॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য।

ইহা হয়, ইহি হ্যায়, এখানে আছেন॥ ৮২ ॥

এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৮৬ ॥

(স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৭ম শ্লোকে রঘুনাথদাসবাক্যং)

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছন্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃততদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮৭ ॥

হেনকালে গোপাল বল্লভ ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥ ৮৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখে, দ্বারপাল, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাহাকে শীঘ্র দেখাও। দ্বারপালকে উন্মত্তের ন্যায় এরূপ বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণ দেখিবার জন্য দ্রুত চলিলেন। এবম্ভূত গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করুন্ ॥ ৮৭ ॥

বল্লভভোগ,—যাহাকে এ প্রদেশে বালভোগ বলে। ৮৮ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখে মে মম কান্তঃ কৃষ্ণঃ ক কুত্র ইহ অস্মিন্ স্থানে সময়ে বা ত্বং তং কান্তং কৃষ্ণং এব লোকয় দর্শয় ইতি এবম্ভূতেন বাক্যেন উন্মদ ইব উন্মত্ত ইব অভিবদন্ কথয়ন্ প্রিয়ং কৃষ্ণং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ আগচ্ছ ইতি তদুক্তেন ধৃততদ্ভুজান্তঃ ধৃতঃ তদ্ভুজান্তং তস্য করপ্রান্তং যেন সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৮৭ ॥

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।
প্রসাদ লঞা প্রভু ঠাঞি কৈল আগমন ॥ ৮৯ ॥
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।
আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে ॥ ৯০ ॥
বহু মূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।
তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন ॥ ৯১ ॥
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥ ৯২ ॥
কোটি অমৃত স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক-নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৯৩ ॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহাঁ হৈতে আইল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥ ৯৪ ॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সম্বরণ কৈল ॥ ৯৫ ॥
সুকৃতি-লভ্য ফেলামৃত বলে বারবার।
ঈশ্বর সেবক পুছে কি অর্থ ইহার ॥ ৯৬ ॥
প্রভু কহে এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত ॥ ৯৭ ॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯৮ ॥

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥ ৯৯ ॥
সুকৃতি শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা-হেতু পূণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥ ১০০ ॥
এত বলি প্রভু তাসবারে বিদায় দিলা।
উপল ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥ ১০১॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ॥ ১০২ ॥
বাহ্য কৃত্য করে প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন॥ ১০৩ ॥
সন্ধ্যা কৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥ ১০৪ ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল।
পুরী ভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইল॥ ১০৫ ॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

যে পবিত্র কর্ম্মে কৃষ্ণকৃপা জন্মায়, তাহাকে সুকৃতি বলে॥ ১০০ ॥

অনুভাষ্য।

সামান্য ভাগ্য, কর্ম্মফলজন্য সৌভাগ্য॥ ৯৯ ॥

প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥১০৭॥
প্রভু কহে এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লঙ্গ গব্য ॥ ১০৮ ॥
রসবাস গুড়ত্বক আদি যত সব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥ ১০৯ ॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ গন্ধে লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত ॥ ১১০ ॥
আস্বাদ দূরে রহু গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥ ১১১ ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ১১২ ॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মারণ।
মহা মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১১৩ ॥
অনেক সুকৃতে ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥ ১১৪ ॥
হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥ ১১৫ ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৬ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩১ অ, ১৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং]

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং ॥ ১১৭ ॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

(গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৮ম শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং)

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর-
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে বীর, তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্ত বেণু দ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর রাগবিস্মারক, যে তোমার অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে দেও ॥ ১১৭ ॥

হে সখি, ব্রজের অতুল কুলাঙ্গনাদিগের ইতর রস সমূহে তৃষ্ণাহরণকারী যাঁহার অধরামৃত অর্থাৎ সুকৃতিলভ্য ফেলাকণ, সুধাজয়কারী পর্ণবীটিকা

অনুভাষ্য।

হে বীর দানবীর সুরতবর্দ্ধনং সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তি যত্তৎ শোকনাশনং অপ্রাপ্তিজন্যদুঃখবিধ্বংসকং স্বরিত-বেণুনা স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং বাসিতং ইতররাগবিস্মারণং ইতরেষু কৃষ্ণেতরবস্তুষু যঃ রাগঃ তস্য বিস্মারণং তে তব অধরামৃতং অধর এব অমৃতং নঃ অস্মাকং বিতর দেহি ॥ ১১৭ ॥

হে সখি যঃ ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরপ্রদীব্যদধরামৃতঃ ব্রজে যা অতুলা নিরুপমাঃ কুলাঙ্গনাঃ ব্রজবধ্বঃ তাসাং ইতরেষু রসালিষু যা

সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাং ॥১১৯॥

এত কহি গৌর প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১২০ ॥

যথা রাগঃ।

তনু মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
হর্ষ শোকাদি ভার বিনাশয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চর্ব্বণশীল সেই মদনমোহন আমাদিগের জিহ্বা-স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ১১৯ ॥

হে নাগর, তোমার অধরের চরিত্র বর্ণন করিতেছি, তুমি শুন॥ ইনি লোকের তনু ও মনকে ক্ষোভিত করেন, কন্দর্পলোভকে বৃদ্ধি করেন হর্ষশোকাদির ভার বিনাশ করেন, অন্য রস ভুলাইয়া দেন, জগতকে আত্মবশ করেন, লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্যকে ক্ষয় করেন, নারীগণের মন মত্ত

অনুভাষ্য।

তৃষ্ণা তাং হর্তুং শীলং যস্য তৎ প্রদীব্যৎ প্রকৃষ্টরূপেণ সর্ব্বোপরি শোভমানং অধরামৃতং যস্য সঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ সুকৃতিভিঃ সৌভাগ্যবদ্ভিঃ লভ্যঃ প্রাপণীয়ঃ ফেলায়াঃ অধরসুধায়াঃ লবঃ স্বল্পাংশঃ যস্য সঃ সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ সুধাজিৎ অমৃতনিন্দিতং তথা অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী তস্যাঃ সুদলৈঃ শোভনপত্রৈঃ নির্ম্মিতা যা বীটিকাঃ তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বণং যস্য সঃ মদনমোহনঃ স্বফেলয়া জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি বর্দ্ধয়তি ॥ ১১৯ ॥

পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ ১২১ ॥
নাগর শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ধ্রু ॥ ১২২ ॥
আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন
অন্য রস সব পাসরায় ॥ ১২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

করেন ও জিহ্বায় লালসা বৃদ্ধি করাইয়া আকর্ষণ করেন, বিচার করিবার সময় সকলই বিপরীত দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ তুমি পুরুষ তোমার অধরামৃতে নারীর মন আকর্ষণ করিবে, ইহাই নিয়ম। তাহা পুরুষরূপ বেণুকে আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পিয়াইয়া তাহার অন্যরস ভুলাইয়া দেয়। সচেতন দূরে থাকুক, অচেতনকে সচেতন করে, অতএব তোমার অধর বড় বাজিকর।

আরও বিপরীত দেখ, তোমার যে বেণু সে শুষ্ক কাষ্ঠমাত্র। তোমার অধরামৃত আপনাকে পিয়াইয়া, তাহার ইন্দ্রিয় মন প্রস্তুত করতঃ তাহাকে

অনুভাষ্য।

হর্ষশোকাদি ভার বিনাশয়, পাঠান্তরে ভাব বিলাসয়, পাঠান্তরে ভাব বিনাশয় ॥ ১২১ ॥

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১২৪ ॥
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়াইয়া,
গোপীগণে জানায় নিজপান।
ওহে শুন গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১২৫ ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করবিঞা পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥ ১২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সুখ দেয়। সেই বেণু ইষ্টপুরুষরূপে গোপীজনকে পুরুষাধর পিয়াইয়া নিজ পান বিজ্ঞান করে। এই কথা বলে, ওহে গোপীগণ, তোমাদের যদি স্ত্রী অভিমান থাকে, পুরুষাধরামৃতরূপ তোমার নিজধন পান কর। রাধিকা কহিতেছেন, আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া বলে, তুমি লজ্জাভয় ছাড়িয়া ইহা পান কর, আমি ছাড়িয়া দিব। তুমি যদি লজ্জাভয় না ছাড় তাহা হইলে আমি নিরন্তর পান করিব। তোমার কৃষ্ণাধরামৃতে বিশেষ অধিকার দেখিয়া বিশেষ একটু ভয় হয়। অন্য সকলকে আমি তৃণের সমান দেখি। সেই বেণু অধরামৃতের নিজের স্বরে অর্থাৎ তাহার

অধরামৃত নিজ স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগত জন।
আমরা ধর্ম্মে ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥ ১২৭ ॥
নীবি খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করায় তোমার দাসী, শুনি লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায় ॥ ১২৮ ॥
শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌনধরি,
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাঞি ॥ ১২৯ ॥

অমৃত প্রবাহ ভাষ্য।

সহিত একতা করিয়া এইরূপ ত্রিজগতকে আকর্ষণ করে। আমরা গোপীগণ যদি ধর্ম্মভয় করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশেষ বিড়ম্বনা করে। এমন কি আমাদের লজ্জা ধর্ম্ম ছাড়াইয়া গুরু-জনের সম্মুখে নীবি অর্থাৎ কটীবন্ধ খশাইয়া দেয়। আমাদিগকে যেন কেশে ধরিয়া লইয়া যায়। আমাদিগকে তোমার দাসী করিয়া দেয়।

অনুভাষ্য।

নীবি, কটিবন্ধ, বস্ত্রবন্ধন।

খসায়, উন্মোচন করে ॥ ১২৮ ॥

অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় কৃষ্ণ-ফেলা॥ ১৩০॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে, তবে সুকৃতি নাম ধরে,
সে সুকৃতি তার লব পায়॥ ১৩১॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

লোকে তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকে। বাঁশী শুষ্ক বাঁশের কাটি মাত্র হইয়া আমাদিগকে এইরূপ অপমান করিয়া দশাগ্রস্ত করে। আমরা ইহা সহ্য না করিয়া আর কি করিতে পারি? চোরকে দণ্ড করিলে তাহার মা যেরূপ ডাকিয়া চিৎকার করিয়া কান্দিতে পারে না, সেইরূপ মৌন ধরিয়া থাকি। অধরেরও এই রীতি। অধরের সহিত যাহার মিলন তাহার আবার কুনীতি শ্রবণ কর। সেই অধর স্পৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য অমৃত সমান হইয়া কৃষ্ণফেলা নাম ধরে। সেই

অনুভাষ্য।

পাতিয়ায়, প্রতীতি হয়॥ ১৩১॥

তার যেবা উদ্গার, তারে কয় অমৃতসার,
গোপীর মুখ করে আলবাটী ॥ ১৩২ ॥
এসব তোমার কুটি নাটি, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী,
দেহ নিজাধরামৃত দান ॥ ১৩৩ ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ অংশ শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ ১৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ফেলার এক লবও দেবতাগণ আরাধনা করিয়া পান না। ফেলার এরূপ দম্ভ যে তাহা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারে না। কেননা বহুজন্মের পুণ্য-ক্রমে যে ভক্তি সুকৃতি লাভ হয় সেই সুকৃতি বলে কৃষ্ণফেলার লব বা কণ পাইয়া থাকে। কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল অমূল্য বলিয়া কথিত হয় তাহাতে বিশেষরূপ দম্ভ পরিপাটী দেখা যায়। সেই তাম্বূল প্রসাদের উদ্গারকে অমৃতসার বলে। তাহা রাখিবার আলবাটী অর্থাৎ পিকদানী গোপী-গণের মুখ। তোমার এই কুটীনাটীর পরিপাটী পরিত্যাগ কর, বেণু দ্বারা গোপীদিগের প্রাণ নাশ করিও না। হাসিয়া হাসিয়া নারীর বধভাগী হইও না নিজের অধরামৃত দান কর ॥ ১২১-১৩৩ ॥

আপনার হাসি লাগি—প্রথমার্থ নারীর বধভাগী হইলে আপনার নিন্দা হইবে, সেরূপ না করিয়া নিজাধরামৃত দান দেও। দ্বিতীয়ার্থ নিজের কৌতুকের জন্য নারী বধ করিও না ॥ ১৩৩ ॥

পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত ॥ ১৩৫ ॥
যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ ॥ ১৩৬ ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে ॥ ১৩৭॥
তাথে জানি কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল ॥ ১৩৮ ॥
কহ রামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপীর বচন ॥ ১৩৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২১অ, ৯ম শ্লোকে)

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দ্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥১৪০॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল, যে গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা-ভোগ করিতেছে। যেহেতু আর্য্য ব্যক্তিরা যেরূপ মহৎসন্তানের জন্য করিয়া থাকেন সেইরূপ এই বেণু যে জলে পুষ্ট হইয়াছে এবং যে তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে সকলেই আনন্দ স্বরূপে অশ্রুমোচন করিতেছে ॥ ১৪০ ॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥ ১৪১॥

যথা রাগঃ।

অহো ব্রজেন্দ্র নন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যাকে জানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥ ১৪২॥
গোপীগণ কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন তীর্থ কোন তপ, কোন সিদ্ধ মন্ত্র জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥ ধ্রু॥ ১৪৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোন গোপী অন্যদিগকে বলিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের একি আশ্চর্য্যলীলা দেখ। ইনি অবশ্য ব্রজের কন্যাগণকে পরিণয় করিবেন, অতএব গোপীগণ জানেন যে কৃষ্ণের অধরামৃত তাঁহাদের নিজধন। সেই অধরামৃত অপরের লভ্য নয়।

হে গোপীগণ, বিচার করিয়া দেখ এই কৃষ্ণবেণু জন্মান্তরে কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধমন্ত্র জপ করিয়াছিল যে, এরূপ কৃষ্ণাধর সুধা, যাহার

অনুভাষ্য।

হে গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিং স্ম কুশলং পুণ্যং আচরৎ অনুষ্ঠিতবান্ যৎ যস্মাৎ গোপিকানাং দামোদরাধরসুধাং কৃষ্ণাধরামৃতং স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ অবশিষ্টরসং ভুঙ্‌ক্তে হ্রদিন্যঃ নদ্যঃ হৃষ্যত্বচঃ জাতঃ রোমহর্ষাঃ বভূবুঃ। তরবঃ আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ অশ্রু মুমুচুঃ॥ ১৪০॥

হেন কৃষ্ণাধর সুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর পুরুষজাতি,
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৪৪ ॥
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়ে জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৪৫ ॥
মানস গঙ্গা কালিন্দী, ভুবন পাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু ঝুটাধর রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

জন্য গোপীগণ প্রাণ ধারণ করিতেছে, তাহা নিজের অমৃতমুদ্রা করিয়া লইয়াছে? এই বেণু অতিশয় অযোগ্য স্থাবর বংশজাতি, তাহাতে আবার পুরুষাকার, কৃষ্ণাধর সুধা সর্ব্বদা পান করিয়া থাকে। তাহা গোপীদিগের ধন তাহাদিগকে না বলিয়া বলাৎকারে পান করে এবং গোপীদিগকে উচ্চরবে পান করিতে আহ্বান করে। আবার এই বেণুর তপস্যাফল ও ভাগ্যবল দেখ, ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনগণ খাইতেছেন। কৃষ্ণ যখন ভুবন পাবনী কালিন্দী ও মানসগঙ্গাতে স্নান করেন তখন তাঁহারা বেণুর উচ্ছিষ্ট অধর রস লোভপরবশ হইয়া হর্ষে পান করেন। নদীর কথা দূরে

এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর উপকারী।
নদীর শেষ রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি॥ ১৪৭॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,
মধু মিশে বহে অশ্রুধার;
বেণুকে মানি নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র নাতি,
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ বিকার॥ ১৪৮॥
বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ অযোগ্য আমরা যোগ্যনারী।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥ ১৪৯॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

থাকুক, সেই নদীতীরস্থ তাপস ও পরোপকারী বৃক্ষসকল নদীর শেষ রস মূল দ্বারা কি জন্য যে আকর্ষণ করে তাহা বুঝিতে পারি না। নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প বিকাশরূপে হাস্য বিকশিত হইয়া মধু-মিষে অর্থাৎ মধুচ্ছলে অশ্রুধার নিক্ষেপ করে। বোধ হয় আর্য্যপুরুষ-দিগের পুত্রপৌত্র বৈষ্ণব হইলে তাহারা যেরূপ আনন্দ বিকারলাভ করেন, বৃক্ষগণ স্বীয়বংশীয় বৃক্ষজাতিরূপ বেণুকে সেইরূপ মানিয়া কার্য্য করিতেছেন। এখন কথা এই যে বেণু নিতান্ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যানারী; বেণুর যে কি তপ তাহা জানিতে পারিলে সেইরূপ

এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ রামরায়।
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি দিন যায়॥ ১৫০॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস॥ ১৫১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

•••। আমাদের মনের কথা এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি। এই জন্যই বেণুতপস্যা বিচার করিতেছি॥ ১৪২-১৪৯॥

মহাজনে,—মানসগঙ্গা, যমুনা ইঁহারা পুণ্যা নদী বলিয়া মহাজন॥ ১৪৫॥

পবিত্রনদী হইলেও ইহা নদী, অতএব তাহার এ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে॥ ১৪৭॥

এ অযোগ্য,—এ বেণু স্থাবর বস্তু সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃত পাইতে অযোগ্য॥ ১৪৯॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——+:*:+——

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩ ॥
একদিন প্রভু স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যে রাত্রে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাপ্রভু তেলাঙ্গাগাইর মধ্যে কূর্ম্মাকারে পড়িয়াছিলেন। ইহা এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ চেষ্টা লিখিতেছি ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য।

যৈঃ সৌভাগ্যবদ্ভির্দামোদররঘুনাথপ্রমুখৈঃ ভক্তৈঃ শ্রীলগৌরেন্দোঃ গৌরচন্দ্রস্য অদ্ভুতং অশ্রুতচরং অলৌকিকং অদৃষ্টচরং দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং মহাভাবোন্মত্তেহিতং দৃষ্টং তন্মুখাৎ তৎ শ্রুত্বা ময়া লিখ্যতে ॥১॥

অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥ ৪ ॥
যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥ ৫ ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥ ৬ ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥
এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হৈলা।
গোসাঞি শয়ন করাই দুঁহে ঘরে গেলা ॥ ৮ ॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন ॥ ৯ ॥
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ-বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥ ১০ ॥
তিন দ্বারে কপাট ঐছে আছেত লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া ॥ ১১ ॥
সিংহদ্বার দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভিগণ।
তাহাঁ যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥ ১২ ॥
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥ ১৩ ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।

দিউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ ॥ ১৪ ॥
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভিগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥ ১৫ ॥
পেটের ভিতর হস্ত পাদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৬ ॥
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল ॥ ১৭ ॥
গাভি সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ সঙ্গ ॥ ১৮ ॥
অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥ ১৯ ॥
উচ্চ করি শ্রবণে করে নামসংকীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন ॥ ২০ ॥
চেতন হইলে হস্ত পাদ বাহির আইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২১ ॥
উঠিয়া বসিলেন প্রভু চাহে ইতি উতি।
স্বরূপে কহে তুমি আমা আনিলে কতি ॥ ২২ ॥
বেণু শব্দ শুনি আমি গেলাও বৃন্দাবন।

অনুভাষ্য।

দিউটি, দীপকাষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩ ॥
সঙ্কেতে বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২৪ ॥
তার পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষণ ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ ২৫ ॥
গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৬ ॥
হেন কালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহা লঞা আইলা বলাৎকার করি ॥ ২৭ ॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি ॥ ২৮ ॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্গদ বাণী।
কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি পড় রসামৃত শুনি ॥ ২৯ ॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ ৩০ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ২৯অ ৩৭শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং)

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাং।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কর্ণতৃষ্ণায়, কৃষ্ণগুণ শ্রবণ পিপাসায় ॥ ২৯ ॥

ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৩১ ॥
শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩২ ॥

যথা রাগঃ।

হৈল গোপী-ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা বচন।
কৃষ্ণের মুখ হাস্যবাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ ৩৩ ॥
নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ॥ ধ্রু ॥
কৈলে জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি-যোগিনী-
দূতী হঞা মোহে নারী-মন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোপীভাবের আবেশ হওয়ায় রাসলীলায় প্রবেশপূর্ব্বক কৃষ্ণের উপেক্ষা বচন, অর্থাৎ ঔদাসীন্য বাক্য শ্রবণ করতঃ কৃষ্ণত্যাগ করিলেন, ইহা সত্য মানিয়া কৃষ্ণকে সরোষ বাক্য কহিতেছেন। ওহে নাগর, বল দেখি এই ত্রিজগতে যত যোগ্যানারী আছে, তোমার বেণু কাহাকে আকর্ষণ

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদ ৫২ সংখ্যা ॥ ৩১ ॥

মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, 'আর্য্যপথ 'ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ ৩৫ ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় কর রোষ, কহি পতিত্যাগে দোষ,
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও ॥ ৩৬ ॥
অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ পরিপাটি।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটী নাটী ॥ ৩৭ ॥
বেণুনাদ অমৃত ঘোলে, অমৃত সমান মিঠা বোলে,
অমৃত সমান ভূষণ শিঞ্জিত।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

না করে। জগতে বেণুধ্বনি করিলে সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী দূতী হইয়া নারীগণের মন মোহন করে তাহাদের মহা উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ করাইয়া তোমার নিকটে সমর্পণ করে। সেই বেণু আমাদিগকে কটাক্ষ কামশর দ্বারা বিদ্ধ করতঃ ধর্ম্মপথ ও লজ্জা ভয় ছাড়াইয়া তোমার নিকট আনিয়াছে। পতিত্যাগাদি দোষ দেখাইয়া ধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছ। তোমার মনে এক প্রকার, কথায় অন্য প্রকার ও আচরণ তৃতীয় প্রকার। এই সব শঠতায় পরিপাটী। তুমি পরিহাস জান, তাহাতে নারীর সর্ব্বনাশ হয়। বেণুনাদরূপ অমৃত

তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ॥ ৮ ॥
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী, পড়ি আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৩৯ ॥

(গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে পঞ্চম শ্লোকঃ)

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসৎশিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিকবরাঙ্গনা-হৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং ॥ ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বোলে বাক্যামৃতরূপ মিষ্ট দিয়া আবার অমৃত সমান ভূষণধ্বনি এই তিন-প্রকার অমৃতে কাণ, মন ও প্রাণ হরণ করিতেছে ॥ ৩৩-৩৮ ॥

শিঞ্জিত,—ধ্বনি ॥ ৩৮ ॥

হে সখি যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর যাঁহার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নর্ম্মবাক্যে অনেক ভঙ্গী আছে, যাঁহার মুরলীধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন ॥ ৪০ ।

অনুভাষ্য।

হে সখি নদজ্জলদনিস্বনঃ নদতঃ গর্জ্জনশীলস্য জলদস্য মেঘস্য নিস্বনঃ ইব গম্ভীরকণ্ঠধ্বনিঃ যস্য সঃ শ্রবণকর্ষিসৎশিঞ্জিতঃ গোপীকর্ণং কর্ষণে

পুনর্যথা রাগঃ।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন ধ্বনি জিনি,
যার গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতি কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি না আয়॥
কহ সখি কি করি উপায়।
কৃষ্ণের সে শব্দ গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥ ধ্রু॥ ৪১॥
নূপুর কিঙ্কিণী ধ্বনি, হংস সারস জিনি,
কঙ্কণ ধ্বনি চটক লজ্জায়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নবীনমেঘের ধ্বনিকে পরাজয় করিয়া যাহার কণ্ঠের গভীর ধ্বনি বিরাজমান, যাঁহার মিষ্ট গানে কোকিল লজ্জা পায় তাহার কিছুমাত্র কর্ণগত হইলে জগতের কাণকে নিমগ্ন করে, যে কাণ আর ফিরিয়া

অনুভাষ্য।

শীলং যস্য তৎসৎ সুমধুরং শিঞ্জিতং ভূষণানাং ধ্বনির্যস্য সঃ সনর্ম্মরসসূচকা-ক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ নর্ম্মণা সহ বর্ত্তমানৈঃ রসসূচকৈঃ অক্ষরৈঃ, পদার্থানাং ভঙ্গী পরিপাটী যস্যাং তথাভূতা উক্তির্যস্য সঃ; রমাদিকবরাঙ্গনা-হৃদয়হারিবংশীকলঃ রমাদিক-বরাঙ্গনানাং লক্ষ্ম্যাদিশ্রেষ্ঠরমণীনাং বংশ্যাঃ হৃদয়হারিহৃদয়াকর্ষি কলঃ শব্দঃ যস্য সঃ মদনমোহনঃ মে মম কর্ণস্পৃহাং শ্রবণাভিলাষং তনোতি বর্দ্ধয়তি॥ ৪০॥

একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে,
অন্যশব্দ সে কাণে না যায় ॥ ৪২ ॥
সে শ্রীমুখ ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।
শব্দ অর্থ দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত ॥ ৪৩ ॥
সে অমৃতের এক কণ; কর্ণ চকোর জীবন,
কর্ণ চকোরী জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥ ৪৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আসিতে পারে না, হে সখি, কৃষ্ণের সেই শব্দ গুণে আমার কর্ণ অপহৃত হইয়াছে। এখন তাহা না পাইয়া তৃষ্ণায় মরিতে হইতেছে। তাহার হংস-সারস-পরাজয়ী নূপুরকিঙ্কিণী ধ্বনি, কঙ্কণধ্বনি চটকপক্ষীকে লজ্জা দেয়। যাহার কাণে একবার প্রবেশ করে অন্য কোন শব্দকে সে কাণে প্রবেশ করিতে দেয় না। কৃষ্ণের বচন মাধুরী অমৃত অপেক্ষা পরমামৃত। তাহাতে হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত। তাঁহার শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি নানারসের ব্যঞ্জনা করে। প্রতি অক্ষরে নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস-ভূষিত। কর্ণরূপ চকোরের জীবনস্বরূপ সেই অমৃতের এক কণ। তাহারই আশায় কর্ণচকোরী জীবিত থাকে। কখন ভাগ্যে প্রাপ্ত হয়, কখন অভাগ্যবশে পায় না। যখন পায় না তখন পিপাসায় মরণাপন্ন।

যেবা বেণু কলধ্বনি, "একবার তাহা শুনি,
জগন্নারী চিত্ত আউলায়।
নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনামূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণ পাশে ধায় ॥ ৪৫ ॥
যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তিঁহো যে কাকলী শুনি,
কৃষ্ণ পাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা তরঙ্গ,
তপ করে তবু নাহি পায় ॥ ৪৬ ॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি সম সেই কাণ ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আবার তাঁহার বেণুকলধ্বনি একবার শুনিলে জগন্নারীর চিত্ত এলাইয়া পড়ে, নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে এবং বিনামূল্যের দাসী হইয়া বাতুলিনীর ন্যায় কৃষ্ণের নিকট ধাবমানা হয়। আবার লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তাঁহার কাকলীরব শ্রবণ করতঃ প্রত্যাশাপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কৃষ্ণসঙ্গ না পাইয়া তাঁহার তৃষ্ণা-তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়। সেই আশায় তিনি তপ করিয়াও কৃষ্ণলাভ করিতে পাবেন না।

এই চারিপ্রকার শব্দামৃত অর্থাৎ নূপুরশব্দ, কঙ্কণশব্দ, কণ্ঠধ্বনি ও মুরলীধ্বনি ভাগ্যবান লোকের কর্ণেই প্রবেশ করে। যাঁহার কর্ণে এই শব্দা-

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ বিষাদ মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি,
নানা ভাবে হইল মিলন ॥ ৪৮॥
ভাবসাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুক হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥ ৪৯ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪২ শ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং)

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মৃত প্রবেশ করে নাই, সেই কাণের জন্ম বৃথা। কাণাকড়ির ন্যায় তাহা নিরর্থক ॥ ৪১-৪৭ ॥

চটক,—পক্ষীবিশেষ ॥ ৪২ ॥

শব্দ অর্থ দুই শক্তি,—অভিধা ও লক্ষণা এই দুই শব্দশক্তি। অর্থ-শক্তি, অর্থালঙ্কার প্রভৃতি ॥ ৪৩ ॥

লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল গোস্বামী ॥ ৪৯ ॥

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে লীলাসুখে ॥ ৪৯ ॥

মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৫০ ॥

যথা রাগঃ।

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আমি কি করিব। কাহাকেই বা বলিব! তাঁহার আশায় যাহা করিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত, এখন অন্য ধন্য কথা বল। তিনি আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছেন, তাঁহার কথা কিরূপে ছাড়ে সেই মধুর হাস্যমূর্ত্তি মনোনয়নোৎসব স্বরূপ কৃষ্ণে আমার তৃষ্ণা দৈন্যভাব অবলম্বন করিতেছে ॥ ৫০।

অনুভাষ্য।

হে সখ্যঃ ইহ বিপ্রলম্ভে বৈশসে তৎ কিং কুর্ম্মঃ যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ কস্য ব্রূমঃ যূয়ং অপি তুল্যাবস্থা এব আশয়া কৃষ্ণলাভাশয়া যৎ কৃতং অনুষ্ঠিতং তৎ কৃতং অন্যাং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুঃ মম হৃদয়মধ্যে বসতি ন ত্যাজ্যঃ অয়ং স্মরতি কিং কৃষ্ণঃ। বত খেদে মধুরমধুরস্মেরাকারে মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরঃ মদনমদাদিভিঃ উৎফুল্লশ্চ আকারঃ আকৃতির্যস্য তস্মিন্ মনোনয়নোৎসবে মনোনয়নয়োরুৎসবো যস্মাৎ তস্মিন্ কৃষ্ণে কৃপণকৃপণা কৃপণাদপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়া সুকাতরা তৃষ্ণা চিরং অনুক্ষণং লম্বতে বর্দ্ধতে ॥ ৫০ ॥

হাহা সখি কি করি উপায়।
কাহা করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥ ৫২ ॥
ক্ষণে মনঃ স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদ্গম।
পিঙ্গলার বচন স্মৃতি, করাইল ভাব মাত,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥ ৫৩ ॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে কৃষ্ণ হয় বিস্মরণ ॥ ৫৪ ॥
কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে,
যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুইয়া আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

পিঙ্গলার বচন স্মৃতি,—পিঙ্গলা বেশ্যা বলিয়াছিল যে, "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং" সেই কথা স্মরণ হইয়া তাহাতে ভাবোদয় পূর্ব্বক অর্থনির্দ্ধারণ হইতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরি না দেয় পাসরিতে ॥ ৫৬ ॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভৎসনে ॥ ৫৭ ॥
মন মোর বামদীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মনে নেত্র রসায়নে,
কৃষ্ণ তৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ ৫৮ ॥
হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্গুণ সাগর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান,—কৃষ্ণকে কন্দর্পবোধ করায় ॥ ৫৬ ॥

বামদীন,—বাম্যভাব প্রযুক্ত দীন।

মন ও নেত্রের রসায়নস্বরূপ মধুর হাস্যবদনযুক্ত কৃষ্ণে দ্বিগুণ তৃষ্ণা বাড়ায় ॥ ৫৮ ॥

হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস নাগর ॥ ৫৯ ॥
কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি চলিলা ধাইয়া।
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
নিজস্থানে বসাইল নিয়া ॥ ৬০ ॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি; গীত গোবিন্দ গীতি,
শুনি প্রভুর যুড়াইল কান ॥ ৬১ ॥
এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে।
উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে ॥ ৬২ ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥ ৬৩ ॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগদরশন ॥ ৬৪ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদচেষ্টাবিনয়িণী লীলা বর্ণন করিতে সহস্রমুখে অনন্ত শক্তিমান অনন্তদেব ও সমর্থ হন না। আমি দীন শক্তিহীন জীব নিতান্ত অসমর্থ সুতরাং সম্যগ ভাবে গৌরলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ

ইহা যেই শুনে তার যুড়ায় মনকান।
অলৌকিক গূঢ়চেষ্টা প্রেম হয় জ্ঞান ॥ ৬৫ ॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা ॥ ৬৬ ॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য ॥ ৬৭ ॥
সর্ব্ব ভাবে ভজ লোক চৈতন্য চরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত ধন ॥ ৬৮ ॥
এইত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি ভাব।
উন্মাদ চেষ্টিত তাথে উন্মাদ প্রলাপ ॥ ৬৯ ॥
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭০ ॥

(স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ৫ম শ্লোকে শ্রীরঘুনাথদাসবাক্যং)

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।

অনুভাষ্য।

হই নাই তথাপি দিক্ নিরূপণ করিবার জন্য শাখাচন্দ্রন্যায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছি ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বভাবে, সর্ব্বতোভাবে, একান্তভাবে ॥ ৬৮ ॥

তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭১ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো নাম সপ্তদশপরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তেলঙ্গাগাভীদিগের মধ্যে নিপতিত শরীর সমস্ত সঙ্কোচপূর্ব্বক বিরহে কমঠাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

অনুভাষ্য।

অম্বে কাশীমিশ্রগৃহে দ্বারত্রয়ং অনুদ্ঘাট্য অনুচ্চৈঃ উন্নতঞ্চ ভিত্তিত্রয়ং প্রাচীরত্রয়ং চ উচ্চৈঃ বিলঙ্ঘ্য উল্লঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে তৈলঙ্গদেশান্তর্গত-করিঙ্গদেশোদ্ভবগোমধ্যে নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ কৃষ্ণস্য বিষমবিচ্ছেদাৎ তনূদ্যৎ সঙ্কোচাৎ তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ পূর্ব্বত্বং তস্মাৎ কমঠঃ কূর্ম্মঃ ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

গোদাবরী যে স্থানে সমুদ্রে সঙ্গতা হইয়াছেন তথায় তৈলঙ্গদেশের রাজধানী করিঙ্গ বা দক্ষিণ কলিঙ্গ। তৈলঙ্গ গাইকে সংস্কৃত ভাষায় কালিঙ্গিক সুরভি বলিয়া লিখিত হইয়াছে ॥ ৭১ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ॥ ১॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

শরজ্জ্যোৎস্নারাত্রিতে কোনদিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে যমুনাভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। রাধা-কৃষ্ণের জলকেলিলীলা আস্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য্য। সেইরূপে ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিলেন। কোন জালিয়া বড় মাছ বলিয়া তাঁহাকে জালদ্বারা টানিয়া দেখিল যে আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার প্রেমাবেশ হইল। সে ভয় করিল যে আমাকে এই ভূতটা পাইয়াছে। এই মনে করিয়া সে ওঝার নিকট যাইতেছিল, এমত সময় মহাপ্রভুকে নানাস্থানে নানাপ্রকারে অন্বেষণ করিয়া স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি তীরে তীরে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসাক্রমে সে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বলায় স্বরূপগোস্বামী দেখিলেন যে জালিয়া প্রভুকে তুলিয়াছে। কৃষ্ণনামের চাপড় দিয়া জালিয়ার ভয়-

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ ৩ ॥
শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য

রূপ ভূত ছাড়াইলেন। পরে মহাপ্রভুকে নামকীর্ত্তনের দ্বারা সচেতন করতঃ উঠাইয়া তাঁহার লীলা শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে গৃহে আনিলেন।

যিনি শরজ্জ্যোৎস্না সময়ে সমুদ্রকে যমুনাভ্রমে হরিবিরহ তাপার্ণবে নিমগ্নপ্রায় জলমধ্যে পড়িয়া সমস্তরাত্র মূর্চ্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই শচীনন্দন নিজ লীলাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন ॥ ১ ॥

অনুভাষ্য

যঃ শচীনন্দনঃ শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোঃ শরদি শরৎকালীয়মেঘরহিতে ব্যোম্নি যা জ্যোৎস্না তয়া বিভাবিতঃ যঃ সিন্ধুঃ তস্য অবকলনয়া সন্দর্শনেন জাত-যমুনাভ্রমাৎ জাতঃ যো যমুনায়া ভ্রমঃ তস্মাৎ ধাবন্ হরিবিরহতাপার্ণবে কৃষ্ণবিচ্ছেদক্লেশসমুদ্রে ইব অস্মিন্ পয়সি মূর্চ্ছানঃ নিমগ্নঃ সন্ অখিলাং সমস্তাং রাত্রিং নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ প্রাপ্তঃ সঃ শচীসূনুঃ গৌরাঙ্গঃ ইহ নঃ অস্মান্ পাতু রক্ষতু ॥ ১ ॥

উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥ ৫ ॥
প্রভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ॥ ৬ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু পড়ি যায়॥ ৭ ॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে॥ ৮ ॥
এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে পায় প্রভু হর্ষ শোক॥ ৯ ॥
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার॥ ১০ ॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্য ভয়ে গ্রন্থ না কৈল লিখনে॥ ১১ ॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিক্‌দরশন।
তৈছে জানিহ বিকার প্রলাপ বর্ণন॥ ১২ ॥
সহস্র বদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
এক দিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥ ১৩ ॥
কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
এক দিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ॥ ১৪ ॥

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত কেবা ছার আর ॥ ১৫ ॥
ভক্ত প্রেমার যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনে নাচয়ে তিনি নাচে একঠাঞি ॥ ১৮ ॥
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন ॥ ১৯ ॥
বায়ু যৈছে সিন্ধু জলের হরে এক কণ।
কৃষ্ণ প্রেম কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥ ২০ ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তাহার পাইবেক অন্ত ॥ ২১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ ॥ ২২ ॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয়ে এক কণ ॥ ২৩ ॥
এইমত রাসের শ্লোক সকলি পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৪ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৩ অ ২৩ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং]

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২৫ ॥

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥ ২৬ ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥ ২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গজীগণসহ গজরাজ যেরূপ জলক্রীড়া করে, তদ্রূপ লোকধর্ম্মাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া গোপীগণের সহিত গন্ধর্ব্বপালিগণের দ্বারা অনুগত হইয়া শ্রম অপোহন করিবার আশয়ে জলে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে গোপীর কুচকুঙ্কুম রঞ্জিতমালা অঙ্গ সঙ্গ ঘৃষ্ট হইয়াছিল॥ ২৫॥

অনুভাষ্য।

অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ অঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা স্রক্ কুন্দমালা, তস্যাঃ কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ গন্ধর্ব্বপালিভিঃ গন্ধর্ব্বপা ইব গায়ন্তি যে অলয়স্তৈঃ অনুদ্রুতঃ শ্রান্তঃ তাভিঃ যুতঃ সঃ কৃষ্ণঃ শ্রমং অপোহিতুং অপনেতুং ভিন্নসেতুঃ বিদারিতবপ্রঃ গজীভিঃ ইভরাট্ গজেন্দ্রঃ ইব বাঃ জলং আবিশৎ॥ ২৫॥

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধু জলে ঝাঁপ দিলা ॥ ২৮ ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ ২৯ ॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ॥ ৩০ ॥
কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু ভাসায়ে লঞা যায় ॥৩১॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ ৩২ ॥
ইহাঁ স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাহাঁ গেলা প্রভু কহে চমকিত হঞা ॥ ৩৩ ॥
মনোবেগে গেলা প্রভু দেখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোণার্ক,—অর্কতীর্থ যাহাকে আজকাল কণারক বলে ॥ ৩১ ॥

অনুভাষ্য

কোণার্ক উত্তর অক্ষাংশ ১৯।৫৩।২৫ পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রতটে স্থিত। ত্রয়োদশ শক শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে স্থাপত্য নৈপুণ্য সহ সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণের প্রয়াস হয় ॥ ৩১ ॥

জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা॥ ৩৫॥
গুণ্ডিচা মন্দিরে কিবা কিবা নরেন্দ্রেরে।
চটক পর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেরে॥ ৩৬॥
এতবলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা॥ ৩৭॥
চাহিয়ে বেড়াইতে ঐছে শেষ রাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান হৈল প্রভু নিশ্চয় করিল॥ ৩৮॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥ ৩৯॥

(অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে ৪র্থ পরিচ্ছেদে শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদা-বাক্যং)

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি। ৪০॥

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরায়ু পর্ব্বত দিকে কতজন গেলা॥ ৪১॥
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভু অন্বেষণ॥ ৪২॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

বন্ধু হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কা করে॥ ৪০॥

বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমে বুলে করি প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪৩ ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি ॥ ৪৪ ॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছে সমাচার ॥ ৪৫ ॥
কহ জালিয়া এই দিকে দেখিলে এক জন।
তোমার এই দশা কেনে কহত কারণ ॥ ৪৬ ॥
জালিয়া কহে ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ ৪৭ ॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোরে ভয় হৈল মনে ॥ ৪৮ ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৯ ॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ ৫০ ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥ ৫১ ॥
শরীর দীর্ঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত ॥ ৫২ ॥

অস্থি সন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড় বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে ॥ ৫৩ ॥
মড়া রূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন ॥ ৫৪ ॥
সাক্ষাৎ দেখেছো মোরে পাইল সেই ভূত।
মো মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত ॥ ৫৫ ॥
সেইত ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৬ ॥
একা রাত্র্যে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত আমার না লাগে নৃসিংহস্মরণে ॥ ৫৭ ॥
এই ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥ ৫৮ ॥
ওথা নাঞি যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাহাঁ গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥ ৫৯ ॥
এতশুনি স্বরূপ গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥ ৬০ ॥
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথাতে ॥ ৬১ ॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ বলি সুস্থির করিল ॥ ৬২ ॥

একে প্রেম আরে সভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই হইল কিছু ধীর॥ ৬৩ ॥
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেহোঁ কৃষ্ণ-চৈতন্য ভগবান্॥ ৬৪ ॥
প্রেমাবেশে পড়িল তিহোঁ সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে॥ ৬৫ ॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
ভূত প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥ ৬৬ ॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাহাঁ তাঁহারে উঠাঞাছ দেখাহ আমারে॥ ৬৭ ॥
জালিয়া কহে প্রভুকে দেখিয়াছো বার বার।
তিহোঁ নহে এই অতি বিকৃতি আকার॥ ৬৮ ॥
স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার॥ ৬৯ ॥
শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।
সবা লঞা গেলা মহাপ্রভু দেখাইল॥ ৭০ ॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেততনু বালু লাগিয়াছে গায়॥ ৭১ ॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আনান না যায়॥ ৭২ ॥

আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ছাড়াইয়া ॥ ৭৩ ॥
সবে মেলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে ॥ ৭৪ ॥
কতক্ষণে প্রভু কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল ॥ ৭৫ ॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে।
অর্দ্ধবাহ্য ইতি উতি করে দরশনে ॥ ৭৬ ॥
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্য দশা অর্দ্ধ বাহ্য আর ॥ ৭৭ ॥
অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর কিছু বাহ্য জ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম ॥ ৭৮ ॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আকাশে কহেন প্রভু শুনে ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
কালিন্দী দেখিয়ে আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮০ ॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে এক মেলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি ॥ ৮১ ॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ॥ ৮২ ॥

সখী রাগঃ ।

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান ।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিল সুঠান ॥ ৮৩ ॥
সখিহে দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে ।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল কর পুষ্কর,
গোপীগণ করি নিজ সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥ ৮৪ ॥
আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার ।
সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ ৮৫ ॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্ঘন, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে ।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

করপুষ্কর,—করকমল ॥ ৮৪ ॥

স্থির তড়িতের ন্যায় গোপীগণ শ্যামনবঘন কৃষ্ণকে জলবর্ষণপূর্ব্বক সিঞ্চন করিল। শ্যামনবঘন পুনরায় তড়িদ্গণের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৮৬॥

প্রথমে যুদ্ধ জলাঞ্জলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল বাদাবাদি,
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি ॥ ৮৭ ॥
সহস্র কর জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র পাদ নিকটে গমনে।
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র রিপু সঙ্গমে,
গোপীমর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে ॥ ৮৮ ॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠলগ্ন জলে,
ছাড়ি তাহা যাহা অগাধ পানী।
তিঁহো কৃষ্ণ কণ্ঠধরি, ভাসে জলের উপরি,
গজোদ্ঘাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৯ ॥
যত গোপী-সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনা জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥ ৯০ ॥
পদ্মিনী লতা সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলি ধরিল ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণের কলহ রাধাসনে; গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জবন গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্ম মুখে না পারি চিনিতে ॥ ৯২ ॥
এথা কৃষ্ণ রাধা সনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্ম মতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৩ ॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি আসি করয়ে মিলন।
নীলাব্জ হেমাব্জ ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুকে দেখে তীরে গোপীগণ ॥ ৯৪ ॥
চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

অঙ্গ আবরণের জন্য পত্র—পদ্মিনী পত্র।

কেহ কেশপাশ মুক্ত করিয়া অধোবক্ষ কল্পনা করিলেন। কেহ কেহ হস্তকে কল্পনা করিলেন ॥ ৯১ ॥

হেমাব্জ গোপী। নীলাব্জ কৃষ্ণ।

সেবাপরা গোপীগণ তীরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥

উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ ৯৫ ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ ।
পদ্ম চাহে লুটি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে,
চক্রবাক লাগি দুহাঁর রণ ॥ ৯৬ ॥
পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
চক্রবাক পদ্ম আস্বাদয় ।
ইহা দুহাঁর উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে অন্যায় হয় ॥ ৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

গোপীগণের স্তনসকল চক্রবাকমণ্ডল, সকলই পৃথক্ পৃথক্ যুগলরূপে জল হইতে উঠিল, সেই সময় পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণের নীলপদ্মস্বরূপ করদ্বয় চক্রবাকগুলিকে আচ্ছাদন করিল। গোপীদিগের হস্তগুলি রক্তোৎপল, যুগল যুগল উঠিয়া নীলপদ্মগুলিকে নিবারণ করিতে লাগিল। নীল-পদ্মগুলি চক্রবাকগুলিকে লুটিতে চায়, রক্তোৎপলগুলি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায়, সুতরাং দুঁহে বিবাদ হইতে লাগিল। নীলপদ্ম ও রক্তোৎপল প্রেমে অচেতন, চক্রবাকগুলি সচেতন হইলেও নীলপদ্ম চক্রবাক গুলিকে আস্বাদন করিতে লাগিল। ইহাতে বিপরীত ধর্ম্ম এই যে, চক্রবাক পদ্ম আস্বাদন করে। কৃষ্ণের লীলায় অচেতন পদ্ম সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করিল। সূর্য্যমিত্র পদ্ম সহজে চক্রবাকের

মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রু মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এবড় বিরোধ অলঙ্কার।। ৯৮ ।।
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সহবাসী সুতরাং মিত্র হওয়ায় ও চক্রবাককে লুট করে। উৎপল অর্থাৎ কুমুদ রাত্রে ফুটে বলিয়া চক্রবাকের অপরিচিত শত্রু হইলেও গোপীর হস্তরূপ সেই কুমুদ চক্রবাককে রক্ষা করে ইহাই বড় চিত্র, অতএব বিরোধালঙ্কার ।। ৯৫-৯৮ ।।

অনুভাষ্য।

সূর্য্যোদয়ে পদ্মের বিকাশ হওয়ায় পদ্মের মিত্র সূর্য্য। সূর্য্যের উদয়ে চক্রবাকের মিলন হয়। কিন্তু এস্থলে পদ্ম সূর্য্যের মিত্র হইয়াও নিজ মিত্র সূর্য্যের মিত্র চক্রবাক্‌কে লুণ্ঠন করিতেছে। চক্রবাক্ চেতন পদার্থ, পদ্ম অচেতন। কিন্তু এস্থলে কৃষ্ণকররূপ পদ্ম অচেতন হইয়াও গোপী-বক্ষরূপ সচেতন চক্রবাক্‌কে আক্রমণ করিতেছে ইহাই বিরোধভাসালঙ্কার সূর্য্যোদয়ে উৎপল মুদ্রিত হয় বলিয়া উৎপলের শত্রু সূর্য্য। রাত্রে উৎপল প্রস্ফুট হয় বলিয়া চক্রবাকের অপরিচিত। এস্থলে উৎপলের শত্রু সূর্য্য সেই শত্রুর মিত্র চক্রবাক্। গোপীবক্ষরূপ চক্রবাক্ এস্থলে গোপীকররূপ উৎপল কর্ত্তৃক রক্ষিত ইহাও বিচিত্র বিরোধালঙ্কার ॥ ৯৮ ॥

উপমেয় পদার্থের পরিবর্ত্তে উপমানকে অভিন্ন নিশ্চয়ে ব্যবহার করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে ।। ৯৯ ।।

যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণ যুগ্ম জুড়াইল ॥ ৯৯ ॥
ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ তৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ১০০ ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্ক বস্ত্র পরিধান,
রত্ন মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
বন্য বেশ করিল রচন ॥ ১০১ ॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল ॥ ১০২ ॥
উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালী ভরি,
রত্ন মন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০৩ ॥

অনুভাষ্য।

উদ্বর্ত্তন, আবাটা যদ্দারা অঙ্গ মার্জ্জিত হয় ॥ ১০০ ॥

সম্ভার, পুষ্পগন্ধ সজ্জাবেশাদি উপায়ন সমূহ ॥ ১০১ ॥

এক নারিকেল নানাজাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা কোলী বিবিধ প্রকার।
পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতারা,
দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর ॥ ১০৪ ॥
খরমুজা ক্ষারিলি তাল, কেশরি পানীফল মৃণাল,
বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্র জাতি লেখা যায় কত ॥ ১০৫ ॥
গঙ্গাজল অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি কর্পূরকেলি,
সরপূপী অমৃত পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষিরিসার বৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি ॥ ১০৬ ॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি কৈল বন্য ভোজন।

অনুভাষ্য।

সংস্কার, ভোজনোপযোগী অস্থি ত্বগাদি বিশ্লেষণ, গ্রাসোপযোগী খণ্ড খণ্ড করণ, ধৌত করণ ইত্যাদি ॥ ১০৩ ॥

কোলি, কুল, বদরী। পনস, কাঁটাল। দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। সমতারা, শরদা। মেওয়া, শীতপ্রধানদেশের উপাদেয় সুস্বাদু ফল সমূহ।

দাড়িম, মস্কটী বেদানা ॥ ১০৪ ॥

সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দুহেঁ কৈল মন্দিরে শয়ন ॥ ১০৭ ॥
কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন ॥ ১০৮ ॥
হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সে সুখে ভঙ্গ করাইলা ॥ ১০৯ ॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিকে দেখি তাহাকে পুছিলা ॥ ১১০
ইহা কেনে তোমরা আমারে লঞা আইলা।
স্বরূপ গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥ ১১১ ॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রের তরঙ্গে আসি এত দূর আইলা ॥ ১১২ ॥
এই জালিয়া জালে করি তোমায় উঠাইলা।

অনুভাষ্য।

খণ্ড ক্ষিরিসার, জলগোজা ॥ ১০৬ ॥

তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১১৩ ॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি পাইনু আসিয়া ॥ ১১৪ ॥
তুমি মূর্চ্ছা ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পায় পীড়া ॥ ১১৫ ॥
কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।
তাথে যে প্রলাপ কৈলে তাহা যে শুনিল ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে স্বপ্নে দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে ॥ ১১৭ ॥
জলক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে ॥ ১১৮ ॥
তবে স্বরূপ গোসাঞি তারে স্নান করাইয়া।
প্রভু লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥ ১১৯ ॥
এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রে পতন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—‡*‡—

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের কথাসার।

মাতৃভক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রতি বৎসর জগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীনবদ্বীপে প্রসাদী বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়া পাঠাইতেন। জগদানন্দ সেই রূপ একবৎসর নবদ্বীপ গিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের লিখিত তর্জ্জাপ্রহেলী লইয়া আসিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর দশা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ভক্তগণ বিচার করিতে লাগিলেন যে মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্র অপ্রকট হইবেন। এমন কি রাত্রে মুখঘর্ষণ করায় ক্ষতাঙ্গে রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বরূপ গোস্বামী তন্নিবারণার্থে শঙ্করপণ্ডিতকে প্রভুর স্বগৃহে শয়ন করাইলেন। কোন সময়ে বৈশাখ-পূর্ণিমা রাত্রে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাভাব প্রকাশ করিতে করিতে অশোক-বৃক্ষের তলে কৃষ্ণকে হঠাৎ দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উন্মত্ত হইয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য।

যঃ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ প্রলপ্য প্রলাপবচনাদিকং উচ্চার্য্য মুখসঙ্ঘর্ষী মুখং সঙ্ঘর্ষয়িতুং শীলং যস্য সঃ মধূদ্যানে জগন্নাথবল্লভাখ্যে বাসন্তিক-

প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিবসে ॥ ৩ ॥

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ ৪ ॥

প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে ॥ ৫ ॥

নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥ ৬ ॥

কহিও তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

যে মাতৃভক্ত শিরোমণি প্রলাপ করিয়া ভিত্তে মুখঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেমলালসা প্রদর্শনার্থ জগন্নাথবল্লভ রূপ মধূদ্যানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১

অনুভাষ্য।

বিহারকাননে ললাস বিলসিতবান্ তং মাতৃভক্তশিরোমণিং মাতৃভক্তেষু শিরোমণিঃ তং মস্তকভূষণং পরম শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে ॥ ১ ॥

যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেদিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৮ ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥ ৯ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥ ১০ ॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎজীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥ ১১ ॥
গোপলীলায় পাইল যেই প্রসাদ বসনে।
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥ ১২ ॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতাকে পৃথক্ পাঠায় আর ভক্তগণে ॥ ১৩ ॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হয় শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৪ ॥
জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া মাতাকে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা ॥ ১৫ ॥

অনুভাষ্য।

শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ সম্বন্ধীয় প্রসাদ বস্ত্র ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ ভজন করিলে মাতৃপ্রদত্ত লালিত ও পুষ্ট শরীর ধারণ করিয়া হরি ভজন দ্বারা শুদ্ধভাবে মাতৃ-সেবাই হয় ॥ ১৪ ॥

আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া ॥ ১৬ ॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল।
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিল ॥ ১৭ ॥
তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৮ ॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥ ১৯ ॥
বাউলকে কহিও লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

মহাপ্রভুকে কহিও যে লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক কার্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিবে প্রেমোন্মত্ত হইয়া অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক ॥ ২০।২১ ॥

অনুভাষ্য।

পাঠান্তরে। বাউলকে কহিও লোক হইল আউল। আউল শব্দে আতুর অর্থে প্রেমপূর্ণ। কেহ কেহ শিথিল অলগ্ন অর্থও করেন। নিষ্কিঞ্চন আর্ত্ত আতুর প্রভৃতি শব্দেও আউল বুঝায় ॥ ২০ ॥

বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥ ২১॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিলা॥ ২২॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তার যেই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥ ২৩॥
জানিয়া স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল॥ ২৪॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল॥ ২৫॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কত কাল করে নিরোধন॥ ২৬॥
পূজা নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ কিবা তার মন॥ ২৭॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

আবাহনে,—পূজা করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান করা।

নিরোধন,—যেকালপর্য্যন্ত পূজা হইতে থাকে সেকাল পর্য্যন্ত দেবতাকে রাখা॥ ২৬॥

বিসর্জ্জন,—পূজাসমাপ্ত হইলে দেবতাকে স্থানান্তর করা॥ ২৭॥

আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥ ২৮ ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৯ ॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ৩০ ॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥ ৩১ ॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণ মথুরা গমন।
উদ্ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ॥ ৩২ ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীগণ ॥ ৩৩ ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

[ললিত মাধবে, ৩য়াঙ্কে ২০ শ্লোক]

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে সখি, নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? শিখিচন্দ্রকার দ্বারা অলঙ্কৃত বা কোথায়? মন্দমুরলীধ্বনই বা কোথায়? ইন্দ্র নীলমণি বা নীলদ্যুতি

ক রাসরসতাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি-

র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্বিধিং ॥ ৩৫ ॥

। যথারাগঃ ।

ব্রজেন্দ্রকুলদুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,

জন্মি কৈল জগৎ উজোর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কোথায়? রাসরসে নর্ত্তনকারীই বা কোথা? জীবনরক্ষার ঔষধিই বা কোথা? আমার সুহৃত্তমনিধি কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্ ॥ ৩৫ ॥

নন্দেরকুল ক্ষীরসমুদ্র, তাহাতে কৃষ্ণ পূর্ণচন্দ্র উৎপন্ন হইয়া জগতকে আলোকিত করিয়াছেন। ব্রজজনের নয়নচকোর প্রাপ্য কৃষ্ণকান্তি-

অনুভাষ্য।

হে সখি বিশাখে নন্দকুলচন্দ্রমা • নন্দয়তি ইতি নন্দঃ ক্ষীরসিন্ধুঃ ইব তৎকুলঃ তস্মিন্ কুলে জাতঃ চন্দ্রমা নন্দবংশশশধরঃ ক বর্ত্ততে শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ শিখিচন্দ্রকং ময়ূরপিচ্ছকং অলঙ্কৃতির্ভূষণো যস্য সঃ ক কুত্র তিষ্ঠতি মন্দমুরলীরবঃ মন্দঃ অনুচ্চঃ অস্ফুটঃ মুরলীরবো যস্য সঃ ক কুত্র বর্ত্ততে সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ সুরেন্দ্রঃ ইব ইন্দ্রনীলমণিরিব নীলা দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ ক রাসরসতাণ্ডবী রাসে ক্রীড়ায়াং রসেন তাণ্ডবং নৃত্যং যস্য সঃ ক জীবরক্ষৌষধিঃ জীবস্য জীবনস্য রক্ষায়ৈ পরিত্রাণায় ঔষধিস্বরূপো যঃ সঃ ক মম সুহৃত্তমঃ পরমপ্রিয়তমঃ নিধিঃ সর্ব্বসম্পৎপ্রদঃ ক বত খেদে হা হন্ত বিধিং বিধাতারং ধিক্ ॥ ৩৫ ॥

কান্ত্যামৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজজনের নয়ন চকোর ॥ ৩৬ ॥
সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥ ৩৭ ॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্তকুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৮ ॥
কাহাঁ সে চূড়ার ঠান, শিখীপিচ্ছের উড়ান,
নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

রূপ অমৃত যে নিরন্তর পান করে সেই জীবিত থাকে ॥ ৩৬ ॥

উজোর, আলোকিত ॥ ৩৬ ॥

কামরূপ সূর্য্যোত্তপ্তকুমুদিনী রূপ ব্রজরমণীদিগকে নিজ করামৃত অর্থাৎ কিরণামৃত দিয়া ॥ ৩৮ ॥

অনুভাষ্য।

গোপীগণের কাম অর্কতুল্য। গোপীহৃদয় কুমুদিনী তুল্য। অর্ক-কিরণতপ্তকুমুদিনীরূপা কৃষ্ণকামতাপিতগোপীহৃদয়। নিজ, কৃষ্ণ। কর, কিরণ। কর, পাণি, হস্ত। কর রূপ অমৃত। কৃষ্ণচন্দ্রের কিরণ অথবা রূপ চন্দ্র ॥ ৩৮ ॥

পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু ॥ ৩৯ ॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্রআঠা।
নারী মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৪০ ॥
জিনিয়া তমাল দ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
যে কান্তিতে জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গাররস সার ছানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না ছানি,
জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ ৪১ ॥
কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ গর্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা,—কৃষ্ণ তনুকে সেয়াকুলের কাঁটার সহিত তুলনা করা যায়। তাহার ধর্ম্ম এই যে তাহা একবার লাগিলে ছাড়ান দুষ্কর ॥ ৪০ ॥

ছানি;—সাম্নি, মিশাইয়া ॥ ৪১ ॥

অনুভাষ্য।

বক পাঁতি, বক পংক্তি বা শ্রেণী। ৩৯ ॥

আম্র আঠা, আম্র বৃক্ষের আঠা লাগিলে ছাড়ান কঠিন। যে স্থানে লাগে তথায় ক্ষত পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা ॥ ৪০ ॥

উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পিয়ে কান্ত্যামৃত ধার।। ৪২ ।।
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা মহৌষধি,
সখি মোর তেহোঁ সুহৃত্তম।
দেহ জিয়ে তাহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন ।। ৪৩ ।।
যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জিয়ায়,
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক।
বিধিকে করে ভৎ্সন; কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ।। ৪৪ ।।

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৯ অ, ১৭ শ্লোকে বিধাতারং প্রতি গোপীবাক্যং॥)

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

দেহ জিয়ে তাহা বিনে,—তাঁহাকে ছাড়িয়া দেহ যে এতক্ষণ জীবিত আছে॥ ৪৩ ॥

হে বিধাত, তোমার দয়া নাই। মৈত্রী প্রণয় দ্বারা দেহীদিগকে

অনুভাষ্য।

অহো খেদে বিধাতঃ তব ক্বচিৎ দয়া ন অস্তি। মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ শরীরধারিণঃ অন্যোন্যান্ সংযোজ্য অকৃতার্থান্ চ তান্ বিযু-

তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৪৫ ॥

যথা রাগঃ।

না জানিস্ প্রেম মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৬ ॥
অহো বিধি তো বড়ই নিষ্ঠুর।
অন্যোন্য দুর্লভ জন, প্রেমে করায় সম্মিলন,
অকৃতার্থা কেনে করিস্ দূর ॥ ধ্রু ॥ ৪৭ ॥
অরে বিধি অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলে মোর।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সংযোগ করতঃ অকৃতার্থ অবস্থায় তাহাদিগকে পুনরায় পৃথক্ করিয়া দেও। এইরূপ তোমার চেষ্টিত, শিশুচেষ্টার ন্যায় বলিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

পরস্পর যাহাদের মিলন দুর্লভ, প্রেমে তাহাদের মিলন করাইয়া, মিলন করার যে তাৎপর্য্য; তাহা না হওয়ার পূর্ব্বেই কেন পুনরায় পরস্পরকে দূরে রাখ ? ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

নত্তিক্র অর্ভক-চেষ্টিতং মৌঢ্যাৎ বালকেহিতং যথা তে তব বিচেষ্টিতং অপার্থকং হেতুরহিতং ॥ ৪৫ ॥

ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি নিলে অন্য স্থান,
পাপ কৈলি দত্ত অপহার ॥ ৪৮ ॥
অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুঞি অক্রূর মূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণ নিলে চুরি করি,
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৯ ॥
আপনার কর্ম্ম দোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোয় আমায় সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর ॥ ৫০ ॥
সব ত্যজি ভজি যারে, সেই আপন হাথে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তার লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ওহে দুরাচার বিধি, তুমি যদি একথা বল, যে অক্রূর দোষ করিয়াছে, আমার প্রতি কেন ক্রোধ কর, তবে বলি ॥ ৪৯ ॥

বিদূর—অতি দূরে ॥ ৫০ ॥

অনুভাষ্য।

দত্ত অপহার, কোন দ্রব্য কাহাকে দিয়া পুনরায় কাড়িয়া লইলে দত্তাপহার হয়। ইহা প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপাচরণ ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণের কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥ ৫২ ॥
এইমত গৌররায়, বিষাদে করে হায় হায়,
হাহা কৃষ্ণ তুমি গেলা কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৫৩ ॥
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন মঙ্গল গীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫৪ ॥
এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভু শোয়াইল ॥৫৫॥
প্রভু শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৬ ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গর গর মন।
নামসংকীর্ত্তন করি করে জাগরণ ॥ ৫৭ ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥

মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥ ৫৯॥
সর্ব্ব রাত্রি করে ভারে মুখসংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥ ৬০॥
দীপ জ্বালি ঘর গেলা দেখি প্রভুর মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দুহাঁর হৈল বড় দুঃখ॥ ৬১॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ন করাইল।
কাঁহা কৈলে এই তুমি স্বরূপ পুছিল॥ ৬২॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে॥ ৬৩॥
দ্বার নাহি পাইয়া মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পাই যাইতে॥ ৬৪॥
উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করে যেই বোলে উন্মাদ লক্ষণ॥ ৬৫॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে॥ ৬৬॥
সব ভক্ত মেলি তবে প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল॥ ৬৭॥
প্রভু পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপর করে পাদপ্রসারণ॥ ৬৮॥

প্রভু-পাদোপধান বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুর যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥ ৬৯॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১৩অ ৪র্থ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং)

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥ ৭০॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদসম্বাহন।
ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥ ৭১॥
উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥ ৭২॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র চেতন।
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ॥ ৭৩॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

সহস্রশীর্ষপুরুষের চরণোপাধানস্বরূপ বিনীত বিদুর যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন ভগবৎকথায় আনন্দে হর্ষরোম মৈত্রেয় মুনি বলিতে লাগিলেন॥ ৭০।

উঘাড় অঙ্গ,—অনাবৃত শরীর॥ ৭২॥

অনুভাষ্য।

ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানঃ প্রবর্ত্তমানঃ মুনিঃ মৈত্রেয়ঃ প্রহৃষ্টরোমা প্রহৃষ্টানি রোমাণি যস্য সঃ সহস্রশীর্ষ্ণঃ সহস্রাণাং শীর্ষ্ণাং শ্রেষ্ঠরূপস্য চরণোপধানং বিনীতং বিনয়ান্বিতং ইতি ব্রুবাণং বিদুরং অভ্যচষ্ট অভ্যভাষত॥ ৭০॥

তাহার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্তে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭৪ ॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭৫ ॥

(স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ষষ্ঠ শ্লোকে)

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৬ ॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

নিজ অসংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজবিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি হওয়াপ্রযুক্ত বিকল বুদ্ধি গৌরচন্দ্র অনুদিন চন্দ্রবদন ভিত্তিতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থ রুধির ধারণ করিতেন। তদ্দেগৌরাঙ্গ-দেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

অনুভাষ্য।

স্বকীয়স্য আত্মনঃ প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশস্য অসংখ্য-প্রাণতুল্যস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য বিরহাৎ উন্মাদাৎ দিব্যোন্মাদাৎ হেতোঃ সততং নিরন্তরং অতিপ্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ব্যগ্রমতিঃ সন্ ভিত্তৌ শশ্বৎ নিরন্তরং বদনবিধুঘর্ষেণ মুখচন্দ্রসজ্ঘর্ষণেন ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ ধারয়ন্ গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৭৬ ॥

প্রেমসিন্ধু মগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে ॥ ৭৭ ॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৮ ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ বল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৮০ ॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন।
গুরু হঞা তরুলতা শিক্ষায় নাচন ॥ ৮১ ॥
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৮২ ॥
ছয়ঋতুগণ যাহাঁ বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান ॥ ৮৩ ॥
ললিত লবঙ্গলতা পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ৮৪ ॥
প্রতিবৃক্ষ বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥ ৮৬ ॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া।

ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যানে।
সেই গন্ধ পাইয়া প্রভু হৈল অচেতনে ॥ ৮৮ ॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৯ ॥
কৃষ্ণগন্ধ লুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা ॥ ৯০ ॥

(গোবিন্দলীলামৃতে ৮ম সর্গে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্যং)

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জ গন্ধপ্রথঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

যিনি মৃগমদজয়ী বপুগন্ধের উর্ম্মিদ্বারা স্ত্রীগণকে আকৃষ্টচিত্ত করেন, যিনি নিজের অষ্ট অঙ্গে অষ্টপদ্মযুক্ত এবং কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ প্রচার করেন এবং যিনি মৃগনাভি কর্পূর চন্দন অগুরুসুগন্ধ দ্বারা চর্চ্চিত, হে সখি, সেই মদনমোহন আমাদের নাসাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

অনুভাষ্য।

হে সখি কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ মৃগমদকস্তূরিকাবিজয়ি-বপুষঃ অঙ্গস্য সুগন্ধপ্রবাহেণ কৃষ্টা আকৃষ্টা অঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা যেন সঃ স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে স্বকানাং অঙ্গনলিনানাং নিজাঙ্গপদ্মানাং অষ্টকে মুখনাভিনেত্রদ্বয়করদ্বয়পদযুগকমলাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ কর্পূরযুতস্য

মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং ॥ ৯১ ॥

যথা রাগঃ।

কস্তুরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণে আঁখি করে অন্ধ ॥ ৯২ ॥
সখি হে কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণ পাশ ধরি লঞা যায় ॥ ধ্রু ॥ ৯৩ ॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূর লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে ॥ ৯৪ ॥
হেম কীলিত চন্দন, তাহা করে ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।

অনুভাষ্য।

পদ্মগন্ধস্য প্রথা বিস্তারো যস্মিন্‌; সঃ মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ কস্তুরীকর্পূরশুভ্রচন্দনাগুরুচন্দনানাং সুগন্ধচর্চ্চাভিঃ অর্চ্চিতঃ বিলেপিতঃ সঃ মদনমোহনঃ মে মম নাসাস্পৃহাং তনোতি বর্দ্ধয়তি ॥ ৯১ ॥

কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি তাকে যেন কৈল চুরি ॥ ৯৫ ॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খশায় নীবি ছুটায় কেশবন্ধ ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগত নারী,
হেন ডাকাতি কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ ॥ ৯৬ ॥
সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায় ।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিও পিও তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায় ॥ ৯৭ ॥
মদনমোহন নাট, পসারি চাঁদের হাট,
জগন্নারী গ্রাহক লোভায় ।
বিনি মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

হেমকীলিত,—স্বর্ণবর্ণ নিবন্ধ ।
চুরি—গোপন ॥ ৯৫ ॥
বাউরী,—উন্মত্ত ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য ।

পাঠান্তরে । মিলি তাকা যেন কৈল চুরি ॥ ৯৫ ॥

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মনচুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতা পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধমাত্র পায় ॥ ৯৯ ॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভু বাহ্যস্ফুর্ত্তি কৈল ॥ ১০০ ॥
মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্তে মুখ ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ স্ফুর্ত্তি দিব্য নৃত্য।
এই চারি লীলা ভেদে, গাইল এপরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপ গোসাঞি ভৃত্য ॥ ১০১ ॥
এইমত মহাপ্রভু পাইলা চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কৃষ্ণদাস রূপগোঁসাই ভৃত্য,—এই পদ্য পাঠ করিয়া অনেকের মনে হয়, কৃষ্ণদাস রূপগোস্বামীর মন্ত্র শিষ্য। কিন্তু অন্যান্য স্থানে পাঠ করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। এস্থলে রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া রস বিস্তার করিতেছেন, বলিয়া, তাঁহার কেবল নাম লইয়া থাকিতে পারেন। অথবা গোস্বামীভৃত্য' কৃষ্ণদাসরূপ এই লেখক এই পদ্যরচনা করিলেন এ অর্থও হইতে পারে ॥ ১০১ ॥

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার॥ ১০৩॥
এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥ ১০৪॥

[ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং ১২শ শ্লোকে]

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥ ১০৫॥

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥ ১০৬॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।

অনুভাষ্য।

মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদ ৩৬ সংখ্যা॥ ১০৫॥

শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর গীতাতে। দশম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায়ে॥ ১০৭॥

মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥ ১॥
সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ॥ ২॥

শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য।

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥ ৩ ॥
দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥ ৪ ॥
বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ-
রনুনয় বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা-
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ॥ ৫ ॥
মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥ ৬ ॥
যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্
সকৃদদনবিধূত দ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি ॥ ৭ ॥

মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে ।

অনুভাষ্য ।

বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তা ॥ ৮ ॥
প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে ॥ ৯ ॥
অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্ ।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ১০ ॥

উদ্ধবের আগমনে ব্রজে ব্রজবালা । কৃষ্ণকথা গাহি কাঁদি ত্যজে অশ্রুমালা ॥
সেইকালে গোপী এক ভৃঙ্গ লক্ষ্য করি । উদ্ধবেরে দূতজ্ঞানে বলে প্রিয় স্মরি ॥
গোপী কহে হে ভ্রমর তুমি ধূর্ত্তমিত্র । পদস্পর্শ কার্য্য তব বড়ই বিচিত্র ॥
তব নমস্কারে কভু না হব প্রসন্ন । তব শ্মশ্রু প্রান্তে দেখি কুঙ্কুমের চিহ্ন ॥
সপত্নীর বক্ষদ্বয়ে কৃষ্ণ বনমালা । মর্দ্দিত কুঙ্কুম দেখি হয় মর্ম্মজ্বালা ॥
মানিনীর প্রসন্নতা সংগ্রহে মাধব । ব্যস্ত আছে সেই কার্য্যে মাথুর বান্ধব ॥
ব্রজজনে যার কভু নাই প্রয়োজন । গোপী তুষ্টি তরে তাঁর নাহিক কারণ ॥
তুমি যদুপতি-দূত তোমার কি কায । তবু তারে সভামধ্যে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥১॥

পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ বিশেষে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য।

গোপী স্থানে করে কৃষ্ণ কিবা অপরাধ। যাহা লাগি গোপীচিত্তে হয় এই বাধ ॥
হেতু শুন, 'কৃষ্ণচন্দ্র' 'স্বকীয়' মোহিনী। অধরের 'সুধা' পান করাইয়া যিনি ॥
সঙ্গ ত্যাগ করি, হরি গোপিকার মন। যেরূপ তোমার মত অর্ব্বাচীন জন ॥
সুকুসুম ত্যাগ করি যায় অন্য স্থানে। তদ্রূপ কৃষ্ণের কার্য্য আমাদের সনে ॥
অচতুরা পদ্মা কৃষ্ণপাদপদ্ম কেন। তাঁগ নাহি করি এবে যতনে সেবেন ॥
কৃষ্ণমিথ্যাবাক্যে পদ্মা করেছে প্রত্যয়। পদ্মাসম অবিদগ্ধা গোপী কভু নয় ॥২॥
গোপীতুষ্টি-হেতু ভৃঙ্গ করে কৃষ্ণগান। এই বুঝি কহে গোপী শুনিয়া সুতান ॥
শুন হে ভ্রমর কৃষ্ণ ভবনরহিত। যদুপতি আমাদের চির পরিচিত ॥
শুনিয়াছি তাঁর কথা মোরা বহুবার। তাঁরে জানিয়াছি, গান শুনিব না আর ॥
কৃষ্ণ নিজ প্রিয় জন যাঁহারা এখন। তাঁদের নিকটে গিয়া করহ গায়ন ॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গন যারা লভেছে সুমতি। বক্ষরোগ হৈতে মুক্ত কৃষ্ণ-প্রেমবতী ॥
সেই ধনী প্রিয়বরা তব কৃষ্ণ গান। শুনিয়া আদর করি দিবে তব মান ॥৩॥
হে মধুপ, কৃষ্ণচন্দ্র গোপীকে স্মরিয়া। অনঙ্গ বেদনা খিন্ন ব্যাকুল হইয়া ॥
পাঠায়েছে দূতরূপে মম তুষ্টি তরে। বলিও না এই কথা আমার গোচরে ॥
স্বর্গ, মর্ত তলে আছে যত নারী। সবেই কৃষ্ণের প্রাপ্য তা বলিতে পারি ॥
কপট রুচির হাস্য কৃষ্ণের ভ্রূদ্বয়। বিরাজিত দেখি লক্ষ্মী সদাই সেবয় ॥
লক্ষ্মী দেবী তুলনায় আমরা সামান্য। কপট হলেও কৃষ্ণ সহসা বদান্য ॥
বোলো তাঁরে দীন প্রতি অনুগ্রহ যাঁর। উত্তম-শ্লোকাখ্য শব্দে পরিচয় তাঁর ॥৪॥
ভ্রমরে দেখিয়া গোপী নিজ পদমূলে। ক্ষমাইছে অপরাধ পশি পদাঙ্গুলে ॥
ত্যজ শির পদ হতে ভ্রমর কুশল। মুকুন্দ কি শিখায়েছে মোরে তাহা বল ॥
মিষ্টবাক্য প্রার্থনায় আর দৌত্য ধর্ম্মে। চতুরতা আছে ভৃঙ্গ জানিলাম মর্ম্মে।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।

অনুভাষ্য।

মুকুন্দের অপরাধ কিবা আছে বল। বলিও না এই কথা তুমি ভৃঙ্গ খল॥
পতিপুত্র ছাড়ি আর পরলোক ধর্ম্ম। কৃষ্ণ সেবা বিনা মোর নাহি কোন কর্ম্ম॥
অসংযতচিত্ত কৃষ্ণ অনায়াসে ভুলি। কায নাই কথা তার সন্ধান না তুলি॥৫॥
কৃষ্ণ-পূর্ব্বজন্মকথা যবে উঠে মনে। ওহে ভৃঙ্গ ভয় হয় গোপিকার গণে॥
রাম অবতারে যবে ব্যাধবৎ হরি। অবিচারে ক্রূর হই বালি বধ করি॥
কামপরা শূর্পনখা যবে রাম স্থানে। যায়, তবে সীতা-বাধ্য কাটে নাককাণে॥
বলিরাজ হতে হরি বামনমূর্ত্তিতে। পূজা উপহার লভি তাহাকে বঞ্চিতে॥
কাকবৎ বান্ধিলেন সেই গুণধর। তার সহ সখ্য ভাল নয় হে ভ্রমর॥
তার কথারূপ অর্থ সুদুস্ত্যজ জানি। সেকারণে ত্যাগ কার্য্যে বলহীন মানি॥৬॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম লতা ত্রিবর্গ নাশিনী। কৃষ্ণকথা এত বল ধরে মোরা জানি॥
কৃষ্ণলীলামৃতকণ কর্ণে পান করি। রাগদ্বেষমুক্ত ধর্ম্মী সর্ব্ব পারহরি॥
ভোগহীন পক্ষীতুল্য ভিক্ষাজীবিজন। দুঃখময় গৃহ আর কুটুম্ব ভবন॥
সহসা সকল ত্যজি সর্ব্বতোভাবেতে। উচিত হলেও মোরা অসমর্থ তাতে॥৭॥
ওহে দূত মৃগপক্ষী ব্যাধের সঙ্গীতে। যেরূপ বিশ্বাস করি বাণ বিদ্ধ চিতে॥
ক্লেশ ভোগ করে যথা আমরা তেমন। কৃষ্ণকথা বিশ্বাসিয়া পায়াছি ক্লেশ॥
কৃষ্ণনখস্পর্শে পীড়া সুতীব্র মদন। জারিতেছে মোরে, বল অপর বচন॥ ৮॥
এই সব কথা শুনি ভ্রমরে ফিরিতে। দেখিয়া গোপিকা কহে বিচারিয়া চিতে॥
তুমি প্রিয় কৃষ্ণসখা কৃষ্ণের আজ্ঞায়। তথা হতে আসয়াছ এথা পুনরায়॥
তুমি তবে পূজনীয় মম দূতবর। প্রার্থনা বলহ মোরে কিবা ইচ্ছা ধর॥
শ্রীকৃষ্ণ যুগল ভাব কভু না ছাড়িবে। গোপিকায় তুমি এবে কেন বা লইবে॥
শ্রীকৃষ্ণের বধূ লক্ষ্মী প্রভু বক্ষে রহি। সতত সেবিছে এবে তব পাশে কহি॥৯॥

যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য।

সৌম্য সম্বোধিয়া বলে গোপী হর্ষভরে। 'গুরুকুল হ'তে এবে মথুরা নগরে ॥
সুখে বসে আর্য্যপুত্র ভুলি ব্রজাঙ্গনা। পিতার আবাস কথা মনে কি পড়ে না ॥
কিঙ্করী ছিলাম মোরা আমাদের কথা। মুখে আনে কভু কিবা ভুলিয়া সর্ব্বথা ॥
ক্ষেমাস্পদ মোরে জানি কবে পরশিবে। অগুরু সুগন্ধি কর গোপীশিরে দিবে ১০।
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ৯০ অধ্যায় ॥১০৮॥

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধ-চেতা
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ১ ॥
নেত্রে ন মীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধু-
স্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি।
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং
কিম্বা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুং ॥ ২ ॥
ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ।
কিম্বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ প্রাপ্তাং দশাং ত্বঞ্চ গতো দুরত্যয়াং ॥ ৩ ॥
ত্বং যক্ষ্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো
ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি।
কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং
বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ ॥ ৪ ॥
কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্।
গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্ ॥ ৫ ॥

শ্রদ্ধা করি শুন ইঁহা শুনিতে মহাসুখ।

অনুভাষ্য।

মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং
শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ
স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ॥ ৬॥

প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা।
করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল॥ ৭॥

ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে
ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং
বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্॥ ৮॥

শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশি (র্শি) তা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ
সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্ত্তুঃ।
যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোক-
মপ্রাপ্যমুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম॥ ৯॥

হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা।
কিং বা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং
ক্ষৌদ্রালাপয়কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্॥ ১০॥

খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল দুঃখ ॥ ১১০ ॥

অনুভাষ্য ।

জলক্রীড়া সমাপিয়া, কৃষ্ণচিন্তা-পর হিয়া, চিন্তামগ্ন মহিষীর গণ ।
হে সখি কুররি এবে, নিশায় নিদ্রিত দেবে, মোরা করি কৃষ্ণে জাগরণ ॥
তাঁর নিদ্রাসুখ ভঙ্গ, আমাদের দেখি রঙ্গ, তুমি করিতেছ বিলাপন ।
নাই কেন নিদ্রা তোর, কৃষ্ণচিন্তা সুবিভোর, কিবা বিঁধিয়াছে হাস্যেক্ষণ ॥
কৃষ্ণের মধুর স্মিত, কৃষ্ণদৃষ্টি বিদ্ধচিত, মহিষীগণের ভাবচয় ।
আমাদের মত তব, অবস্থা ঘটেছে সব, মহিষীর উক্তি তারে কয় ॥ ১ ॥
রাত্রে বন্ধু না দেখিয়া, চক্ষুদ্বয় না মেলিয়া, চক্রবাকি তুমি দুঃখভরে ।
কারুণ্যে রোদন কর, কিম্বা তুমি কিবা স্মর, স্পৃহা কর ধরিবার তরে ॥
অচ্যুতচরণ জুষ্ট, মহিষী যাহাতে তুষ্ট, সেই মালা শিরেতে ধরিতে ।
রোদন কারণ তব, স্পষ্ট করি কহ সব, চক্রবাকি মহিষী বুঝিতে ॥ ২ ॥
জলনিধে রাত্রকালে, না নিখেছে তব ভালে, নিরন্তর নিদ্রাসুখসঙ্গ ।
জাগিয়া রোদন কর্ম্ম, পাইয়াছ এই ধর্ম্ম, আমাদের মত চিত্তভঙ্গ ॥
কুঙ্কুমাদি চিহ্ন নাশ, মুকুন্দের সুপ্রয়াস, মহিষীবৃন্দের প্রতি যথা ।
পাইয়া সে ব্যবহার, দমদশা কি তোমার, জলধি কি লভিয়াছ তথা ॥ ৩ ॥
অতিশয় যক্ষ্মাক্রান্ত, অশক্ত নাশিতে ধ্বান্ত, শশধর স্বীয় কান্তিবলে ।
কিবা কৃষ্ণ গানে ভ্রান্ত, বাক্য ব্যয়ে রহ ক্ষান্ত, দেখি মোরা আমাদের দলে ॥ ৪ ॥
আমাদের আচরণ, অনুচিত কি এমন, শুন হে মলয় সমীরণ ।
গোবিন্দকটাক্ষ বিদ্ধ, কন্দর্প প্রেরণে সিদ্ধ, প্রতিশোধ গ্রহণ কারণ ॥ ৫ ॥
শুন মেঘ কৃষ্ণ মিত্র, চিন্তিছ শ্রীবৎস চিত্র, প্রেমবদ্ধ মহিষীর ন্যায় ।
কৃষ্ণপদ ধ্যান করি, উৎকণ্ঠায় দুঃখে মরি, সিঞ্চিতেছ বাষ্পধারা প্রায় ॥ ৬ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ॥ ১১১ ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপ-মুখ-সজ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম ঊনবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতভাষ্য।

সুকণ্ঠ কোকিল শুন, অনুকারে সুনিপুণ, মৃত সঞ্জীবনী তব কথা।
তব প্রিয় আচরণ, মহিষীর সুকরণ, সেইরূপ সাধি, বল তথা॥ ৭॥

উদারধী ক্ষিতিধর, অচঞ্চল মৌনবর, মহদর্থ চিন্তায় মগন।
তুমি আমাদের মত, হৃদয় রাখিতে ব্রত, বসুদেব তনয় চরণ॥ ৮॥

সিন্ধুপত্নী নদী সব, শুষ্ক নীর দেখি তব, অরবিন্দ শোভা নাই আর।
কৃশাঙ্গ হয়েছে তারা, নিদাঘে আনন্দ হারা, সিন্ধু সুখ করে না বিস্তার।
মহিষী সকল দীনা, শুষ্কচিত্ত তনুক্ষীণা, মধুপতি প্রেম রহিত।
তোমরা কি সেই মত, তোয়হীন শোভাহত, তাঁর প্রেমদৃষ্টিবিবর্জ্জিত॥৯॥

সুখে আসিয়াছ হংস এস সমাদরি। কৃষ্ণের সন্দেশ বল দুগ্ধ পান করি॥
কৃষ্ণদূত বলি তোমা মোরা সদা জানি। হরি কিছু আমাদের বলিয়াছে বাণী॥
সুখেতো আছেন কৃষ্ণ জানিবারে চাই। আমাদের কথা তাঁর মনে কিছু নাই॥
একা লক্ষ্মী সেবে তাঁরে আমরা কিঙ্করী। অকামদ বাক্যব্যয়ী জনে কিসে বরি॥

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে॥ ১॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিংশতি পরিচ্ছেদের কথাসার।

এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে দৈন্যোদ্বেগাদি উৎকণ্ঠার সহিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে স্বরূপ-রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু রাত্র যাপন করিতেন, সময়ে সময়ে জয়দেব, ভাগবত, জগন্নাথ বল্লভনাটক, কর্ণামৃত হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর রসাস্বাদনপূর্ব্বক ৪৮ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করেন। ইহার আভাস দিয়াছেন। অন্ত্যলীলার বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন।

গৌরচন্দ্রের প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি মিশ্রিত বিলাপ ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ নিষেবণ করুন॥ ১॥

অনুভাষ্য।

ভাগ্যবদ্ভিঃ প্রেমসম্পন্নৈঃ মহাত্মভিঃ গৌরচন্দ্রস্য প্রেমোদ্ভাবিত-হর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং প্রেম্নঃ উদ্ভাবিতা যাঃ চিত্তোল্লাসাসহিষ্ণুতা-স্থিরতানিঃস্বক্রন্দনকাতরাদিভাবাঃ তাভির্মিশ্রিতং লপিতং প্রলাপঃ নিষেব্যতে আস্বাদ্যতে॥ ২॥

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥
এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥ ৩ ॥
স্বরূপ রামানন্দ এই দুই জন সনে।
রাত্রি দিনে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে ॥ ৪ ॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।
দৈন্যোদ্বেগার্তি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥ ৫ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ ৬ ॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ ॥ ৭ ॥
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তনঃ কলৌ পরম উপায় ॥ ৮ ॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ অ, ৩০ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং)

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০ ॥

অনুভাষ্য।

আদিলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ ৫১-সংখ্যা ॥ ১০ ॥

নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥ ১১॥

(পদ্যাবল্যাং ৭সাঙ্ক ধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ)

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥১২॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্ব-স্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন॥ ১২॥

অনুভাষ্য।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং চেত এব দর্পণঃ আদর্শঃ তস্য মার্জ্জনং মালিন্যস্য অপাকরণং যস্মাৎ ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং ভবঃ সংসার এব মহাদাবাগ্নিঃ তস্য নির্ব্বাপণং যস্মাৎ শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং শ্রেয়াংসি এব কৈরবাণি কুমুদানি তেষাং চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তস্যাঃ বিতরণং যস্মাৎ বিদ্যাবধূজীবনং বিদ্যা এব বধূঃ পত্নী তস্যাঃ জীবনং প্রাণধারণং যস্মাৎ আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং আনন্দঃ প্রেমা এব অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ তস্য বর্দ্ধনং যস্মাৎ প্রতিপদং প্রতিক্ষণং পূর্ণামৃতাস্বাদনং পূর্ণামৃতস্য আস্বাদনং যস্মাৎ সর্ব্বাত্মস্নপনং সর্ব্বেষাং আত্মনাং সর্ব্বতোভাবেন আত্মনো বা স্নপনং যস্মাৎ পরং কেবলং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তে সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে॥১২॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপসংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ ১৪ ॥
উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন-শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক ॥ ১৫ ॥

(পদ্যাবল্যাং ১৯ অ, ধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে ভগবন্ তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য তোমার কৃষ্ণ, গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। স্বীয় সর্ব্বশক্তি সেই নামে তুমি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম স্মরণের তুমি কালাদি নিয়মিত কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া নামকে তুমি সুলভ করিয়াছ তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিল যে তোমার সুলভ নামে ও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না ॥ ১৬ ॥

অনুভাষ্য।

হে ভগবন্ প্রভো ভবতা অহৈতুক্যা কৃপয়া নাম্নাং বহুধা বহুপ্রকারঃ অকারি নিজসর্ব্বশক্তিঃ অনন্তশক্তিমতি ভগবতি তত্তানন্তশক্তয়ঃ তত্র নাম্নি অর্পিতা নিহিতা অতঃ তব কৃপা এতাদৃশী স্মরণে অপি কালঃ ন

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ১৬ ॥

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥ ১৭ ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥ ১৯ ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায় ॥ ২০ ॥

[পদ্যাবল্যাং ২০ অঙ্কধৃতশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্তশ্লোকঃ]

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২১ ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ২২ ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।

অমৃতভাষ্য।

নিয়মিতঃ ভোজনশয়নকালে সর্ব্বকালেঽপি ন বিহিতঃ তথাপি মম অপি দুর্দ্দৈবং ঈদৃশং যদিহ নামসু অনুরাগঃ ন অজনি ন জাতঃ ॥ ১৬ ॥

আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ ৩১ সংখ্যা ॥ ২১ ॥

শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥ ২৩ ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন,
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ২৪ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ ২৫ ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥ ২৬ ॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২৭ ॥
প্রেমের স্বভাব যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

প্রেমের এই এক স্বভাব যে, যে ব্যক্তিতে প্রেমের সত্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তিনি দৈন্য সহকারে মনে করেন যে আমার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও হয় নাই ॥ ২৮ ॥

অনুভাষ্য।

যাহারা প্রেমধনে দরিদ্র তাহারাই কপটতাবশে প্রেম না পাইয়া জগতের নিকট আপনাদিগের প্রেমপ্রাপ্তির কথা মিথ্যা করিয়া প্রচার করে বস্তুতঃ লোকের নিকট প্রকাশকারী কপটদরিদ্রগণের প্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সহজিয়া সম্প্রদায়ে নিজ সৌভাগ্য জ্ঞাপনের জন্য কপটতাশ্রয়ে অনেক স্থলে বাহ্যিক প্রেমের চিহ্ন পরস্পর প্রকাশ করে। শুদ্ধভক্তগণ এই কপটী সহজিয়াকে প্রেমিক বলা দূরে যাক্ তাহার

সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥ ২৮ ॥

[পদ্যাবল্যাং ৮৫ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ]

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হে জগদীশ, আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এই মনে কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ২৯ ॥

অনুভাষ্য।

সঙ্গ ভক্তিনাশের কারণ জানিয়া বর্জ্জন করেন। তাহাকে কপটতা-পূর্ব্বক ভক্ত আখ্যা দেন না। যথার্থ প্রেম উদয় হইলে সেই ব্যক্তি নিজের মহিমা গোপন পূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের জন্যই প্রয়াস করেন। কপটি সহজিয়াদল কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাদি লোভে শুদ্ধভক্তগণকে দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর তত্ত্ববিৎ সূক্ষ্মদর্শী প্রভৃতি সংজ্ঞায় গর্হণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে রসিক, ভজনানন্দি ভাগবতোত্তম, লীলারসপানোন্মত্ত রাগানুগীয় সাধকাগ্রগণ্য, রসজ্ঞ, রসিকচূড়ামণি প্রভৃতি ভূষণে সমলঙ্কৃত করে। বস্তুতঃ তাহারা প্রাকৃতভাবে ভজন প্রণালীকে কলুষিত করিয়া ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া আপনাদিগের বৈষ্ণবত্বের বহুমানন করে। এই শ্রেণীর লেখকগণ অপ্রাকৃত রসের কথা লিখিতে গিয়া নিজ প্রাকৃত ভাবসমূহ কৃষ্ণসেবার অঙ্গীভূত করে। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রসের স্বরূপ না জানিয়া প্রাকৃত সম্ভোগকেই রস বলিয়া জানে ॥ ২৮ ॥

হে জগদীশ জগন্নাথ অহং ধনং ন জনং ন বা সুন্দরীং কবিতাং ন কাময়ে ন প্রার্থয়ে কিন্তু মম জন্মনি জন্মনি ত্বয়ি ঈশ্বরে অহৈতুকীব্যবধান-

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি ॥ ৩০ ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগেঁ৷ দাস্যভক্তি দান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥ ৩১ ॥

[পদ্যাবল্যাং ১৩ অঙ্ক ধৃত শ্রীচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ]

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতিধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৩২ ॥

তোমা নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ ৩৩ ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলী সম।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলী-সদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য।

রহিতা ভক্তিঃ ভবতাৎ ভূয়াৎ। অহং ধর্মার্থকামাত্মিকাং ভুক্তিং ভববন্ধ-মোচনাত্মিকাং মুক্তিং ন প্রার্থয়ে ॥ ২৯॥

অয়ি নন্দতনুজ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিষমে ভবাম্বুধৌ সংসারসমুদ্রে পতিতং কিঙ্করং মাং কৃপয়া অনুকম্পয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং পাদঃ এব পঙ্কজঃ পদ্মঃ তস্মিন্ স্থিতা যা ধূলী তস্যাঃ সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৩২।

তোমার সেবক করে। তোমার সেবন ॥ ৩৪ ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্গম।
কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম নামসংকীর্ত্তন ॥ ৩৫ ॥

(পদ্যাবল্যাং ৯৪ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-শ্লোকঃ)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥ ৩৭ ॥
রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ স্ফুরণ।
উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলাপন ॥ ৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে। বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্ গদ্ স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীরে পুলকাঞ্চিত হইবে ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য।

হে প্রভো তব নামগ্রহণে নামভজনকালে মম গলদশ্রুধারয়া গলন্তী যা অশ্রুধারা তয়া সহ নয়নং গদ্গদরুদ্ধয়া গদ্গদেন স্বরভেদেন রুদ্ধয়া গিরা বচসা বদনং পুলকৈঃ রোমাঞ্চৈঃ সহ নিচিতং ব্যাপ্তং বপুঃ কদা ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

(পদ্যাবল্যাং ৩২৭ অঙ্ক ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত-শ্লোক।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে।। ৩৯ ।।

উদ্বেগ দিবস না যায় ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন।। ৪০ ।।
গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন।। ৪১ ।।
কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে কৃষ্ণ কর উপেক্ষণ।। ৪২ ।।
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়।। ৪৩ ।।
হর্ষ উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার নিমেষ সকল যুগবৎ বোধ হইতেছে। চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে। সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

অনুভাষ্য।

গোবিন্দবিরহেণ ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য বিচ্ছেদেন মে মম নিমেষেণ নিমেষ-পরিমিতকালেন অত্যল্পেন যুগায়িতং যুগপরিমিতকালবৎ চক্ষুষা নয়নেন প্রাবৃষায়িতং বর্ষাকালীনমেঘবৎ বর্ষণেন ভূয়তে জগৎসর্ব্বং শূন্যায়িতং শূন্যবৎ শূন্যং ইব আভাতি ॥ ৩৯ ॥

এতভাব এক ঠাঞি করিল উদয় ॥ ৪৪ ॥
এত ভাবে রাধার মন স্থির হৈল।
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল ॥ ৪৫ ॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইল ॥ ৪৬ ॥

পদ্যাবল্যাং ১৩৪ অঙ্কধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

এই পাদরতা দাসীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন্ অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মহতই করুন, তিনি লম্পটপুরুষ, আমাকে যেরূপেই বিধান করুন্ না কেন তিনি আমার অপর কেহ নন; আমার প্রাণনাথ ॥ ৪৭ ॥

অনুভাষ্য।

সঃ লম্পটঃ নিজেন্দ্রিয়তর্পণসুখাভিনিবিষ্টঃ পাদরতাং চরণ-সেবৈক-পরায়ণাং কিঙ্করীং মাং আশ্লিষ্য গাঢ়তরং সমালিঙ্গ্য বা পিনষ্টু আত্মসাৎ করোতু বা অদর্শনাৎ বিচ্ছেদাৎ মাং মর্ম্মহতাং মর্ম্মসু প্রপীড়িতাং করোতু বা যথা তথা বিদধাতু তু তথাপি সঃ কৃষ্ণঃ এব মৎপ্রাণনাথঃ অপরঃ ন ॥ ৪৭ ॥

আমি কৃষ্ণপদ দাসী,   তিঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ ।
কিবা না দেন দরশন,   না জানে আমার তনুমন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৪৮ ॥
সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয় ।
কিবা অনুরাগ করে,   কিবা দুঃখ দিয়া মোরে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয় ॥ ৪৯ ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ,   মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ।
তাসবারে দেন পীড়া,   আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥ ৫০ ॥
কিবা তিঁহো লম্পট,   শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করে সাথ ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া,   মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তিঁহো মোর প্রাণনাথ ॥ ৫১ ॥
না গণি আপন দুঃখ,   সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য ।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য ।

মোর বশ তনুমন,—কায় মন ॥ ৫০ ॥

মোরে যদি দিলে দুঃখ, তার হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥ ৫২ ॥
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাইয়া কাহে হয় দুঃখী।
মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
ক্রীড়া করাঞা তারে করোঁ সুখী॥ ৫৩ ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প সাধনে ॥ ৫৪ ॥
সেই নারী জিয়ে কেনে, কৃষ্ণ মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।

অনুভাষ্য।

ভক্ত নিজ সুখভোগে গণনা করেন না। যাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয় তাহারই জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজ স্বতন্ত্র সুখ আর কিছুই নাই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়া মহাসুখী হইলে ভক্ত তাদৃশ দুঃখকেই সর্ব্বোত্তম নিজ সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিকাভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া সম্প্রদায়ে নিজ সুখাভিলাষকে ফল মনে করে কেহ বা প্রাকৃতসুখ অপেক্ষা কৃষ্ণের উপলক্ষণে অধিক সুখ স্বয়ং ভোগ করিব ভজনের এইরূপ ফল মনে করে। বস্তুতঃ তাহা ভজনের অনভিজ্ঞতার ফল মাত্র ॥ ৫২ ॥

নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৫৫ ॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তাঁরে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৫৬ ॥
কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

কথিত আছে যে কোন কুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী পতির প্রিয় বেশ্যাকে পতির তুষ্টির জন্য সেবা করিয়াছিলেন, পতির মরণ সময়ে পতিব্রতাবলে সূর্য্যের গতিরোধ পূর্ব্বক আপনার মৃতপতিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া জীবিত করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণের শৃঙ্গার রসোন্মুখজীবে দৃঢ়পাতিব্রত্যই উত্তমধর্ম্ম ॥ ৫৭ ॥

অনুভাষ্য।

যে ভক্ত নিজসুখে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে তার সর্ব্বনাশ হয়, সে প্রাকৃতসম্ভোগপরায়ণ সহজিয়া অভক্ত হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥

আদিত্য পুরাণে উল্লিখিত আছে যে কোন কুষ্ঠরোগাপন্ন ব্রাহ্মণের পতিব্রতামুকুটমণি পত্নী স্বীয় অযোগ্য পতির বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য পাপলিকেতন বেশ্যাভবন সংস্কার করিয়া বেশ্যার সহ নিজ অকর্ম্মণ্য

স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জিয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥ ৫৭॥
কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৫৮ ॥
মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেও দান।

অনুভাষ্য।

কামপুর স্বামির সম্মিলন প্রয়াস করেন। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ায় পতিব্রতা ব্রাহ্মণী কুষ্ঠভর্ত্তাকে তাহার ইচ্ছানুসারে বেশ্যাগৃহে লইয়া যান। কুষ্ঠী পাপময় বিপ্রবন্ধু পতিব্রতার নিষ্ঠাবলোকন পূর্ব্বক পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে রাত্রে প্রত্যাগমনকালে মাণ্ডব্য ঋষির গাত্রে তাহার পদস্পৃষ্ট হওয়ায় অভিশপ্ত হন। পতিব্রতা যখন শুনিলেন যে তাহার পতির অজ্ঞানকৃত কর্ম্মে ঋষি ক্ষুব্ধ হইয়া সূর্য্যোদয়ের পরেই সমাধিভঙ্গকারী পতির প্রাণবিয়োগ হউক অভিশম্পাৎ করিয়াছেন এবং তৎফলে তাহার পতিব্রতার বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী তখন তাহার প্রতিষেধকল্পে সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার প্রয়াসদর্শনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব এই প্রধান দেবত্রয় আগমন পূর্ব্বক পতিব্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া পতির পুনরায় নিরাময় নবজীবন লাভের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপ নিজ স্বার্থবর্জ্জিত হইয়া পাতিব্রত্যই ভক্তজনোচিত। পাঠান্তরে, স্তম্ভিলে ও জিয়াইলে। ৫৭।

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে মোরে প্রাণেশ্বরি,
মোর হয় দাসী অভিমান ॥ ৫৯ ॥
কান্ত-সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণের হৃদি স্থিতি, তবু পাদ সেবায় মতি,
সেবা করে দাসী অভিমানী ॥ ৬০ ॥
এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেম লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধারণ না যায় ॥ ৬১ ॥
ব্রজেশ্বর শুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
আত্ম সুখে যাহে নাহি গন্ধ।
স্বপ্রেম জানাতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে,
পদ কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥ ৬২ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥ ৬৩ ॥
পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোক শিক্ষা দিল।
সেই অষ্ট শ্লোকে আপনে আস্বাদিল ॥ ৬৪ ॥
প্রভু শিক্ষা অষ্ট শ্লোক যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৬৫ ॥

যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর।
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ ৬৬ ॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে।
রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৬৭ ॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে।
সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদনে ॥ ৬৮ ॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে ॥ ৬৯ ॥
সেই রস লীলা সব আপনে অনন্ত।
সহস্র বদনে বর্ণে নাহি পায় অন্ত ॥ ৭০ ॥
জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥ ৭১ ॥
যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি পারাবার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৭২ ॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্র মাত্র কৈল ॥ ৭৩ ॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥ ৭৪

অনুভাষ্য।

জয়দেব; অষ্টপদী, গীতগোবিন্দ ॥ ৬৭ ॥

অতএব সে সব লীলা না পারি বর্ণিবারে।
সমাপ্তি করিল লীলা করি নমস্কারে॥ ৭৫॥
যে কিছু কহিল এই দিগ দরশন।
এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন॥ ৭৬॥
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥ ৭৭॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত্র বর্ণন কৈল সমাপন॥ ৭৮॥
আকাশ অনন্ত তাথে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥ ৭৯॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥ ৮০॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥ ৮১॥
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলায় তেহোঁ হয়ে আদিব্যাস॥ ৮২॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥ ৮৩॥
যে কিছু বর্ণিল সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারে তবু রাখিয়াছে লিখিয়া॥ ৮৪॥

চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে ॥ ৮৫ ॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিল বর্ণনে ॥ ৮৬ ॥
চৈতন্য মঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে আগে ব্যাস করিল বর্ণনে ॥ ৮৭ ॥
চৈতন্য লীলামৃত সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান ॥ ৮৮ ॥
তাঁর ঝারী শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ ৮৯ ॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ৯০ ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৯১ ॥
আমি লিখি ইহ মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর কাষ্ঠ পুতলী সমান ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

রাঙ্গাটুনী,—ক্ষুদ্র টুণ্টুনীপক্ষী ॥ ৯০ ॥

আমি কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য। আমি এই গ্রন্থ লিখিয়াছি ইহা অনুমান করা বৃথা। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান ও ভক্তগণ আমাকে লিখাইতেছেন ॥ ৯২ ॥

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৯৩ ॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়া ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি ॥ ৯৪ ॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ ॥ ৯৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥ ৯৬ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ দাস শ্রীগুরু শ্রীজীব চরণ ॥ ৯৭ ॥
ইহা সবার চরণ কৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয় তেহোঁ অতি কৃপা করে ॥ ৯৮ ॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না যুয়ায় তবু রহিতে না পারি ॥ ৯৯ ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ ॥ ১০০ ॥
তোমা সবার চরণ ধূলী করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য লীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥ ১০১
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ ॥ ১০২ ॥

প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ ॥ ১০৩ ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুক্কুর আইল।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল ॥ ১০৪ ॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥ ১০৫ ॥
তৃতীয়ে হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুর বাক্য দণ্ড ॥ ১০৬ ॥
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস করিল নামের মহিমা স্থাপন ॥ ১০৭ ॥
চতুর্থে শ্রীসনাতন দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিল রক্ষণ ॥ ১০৮ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে করিল পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১০৯ ॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায় দ্বারা কৃষ্ণ কথা তাঁরে শুনাইল ॥ ১১০ ॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি কৈল বিগ্রহ মহিমা স্থাপন ॥ ১১১ ॥
ষষ্ঠে রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ আজ্ঞায় চিড়া মহোৎসব কৈলা ॥ ১১২ ॥

দামোদর স্বরূপ ঠাঞি তারে সমর্পিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল ॥ ১১৩ ॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ ভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তার গর্ব্ব খণ্ডন ॥ ১১৪ ॥
অষ্টমে রামচন্দ্র পুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা সঙ্কোচন ॥ ১১৫ ॥
নবমে গোপীনাথ পট্টনায়ক মোচন।
ত্রিজগতে লোক প্রভুর পাইল দর্শন ॥ ১১৬ ॥
দশমে কহিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘব পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥ ১১৭ ॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের বর্ণন ॥ ১১৮ ॥
একাদশে হরিদাস ঠাকুর নির্য্যাণ।
ভক্ত বাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌর ভগবান ॥ ১১৯ ॥
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন ॥ ১২০ ॥
ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাই আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥ ১২১ ॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১২২ ॥

চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন।
শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥ ১২৩॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি সন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম॥ ১২৪॥
চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন॥ ১২৫॥
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাহাঁ করিল প্রবেশে॥ ১২৬॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥ ১২৭॥
ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল॥ ১২৮॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইল।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥ ১২৯॥
মহাপ্রসাদের তাহাঁ মহিমা বর্ণিল।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল শ্লোক আস্বাদিল॥ ১৩০॥
সপ্তদশে গাভী মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাহাঁই উদ্গম॥ ১৩১॥
কৃষ্ণের শব্দ গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
কাস্ত্র্যঙ্গ তে শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥ ১৩২॥

ভাবসাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলাপন।
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ॥ ১৩৩॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণগোপী জলকেলি তাহাঁ দরশন॥ ১৩৪॥
তাহাঁাই দেখিল কৃষ্ণের বন্য ভোজন।
জালিয়া উঠাইল প্রভু আইলা স্বভবন॥ ১৩৫॥
উনবিংশে ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফুর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন॥ ১৩৬॥
বসন্ত রজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ॥ ১৩৭॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল আবিষ্ট হইয়া॥ ১৩৮॥
ভক্ত শিক্ষাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল॥ ১৩৯।
মুখ্য মুখ্য লীলার অর্থ করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ॥ ১৪০॥
একৈক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্য মুখ্য কহিল কথা না যায় বিস্তার॥ ১৪১॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ চরণ॥ ১৪২॥

শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়িয়ার নাথ ॥ ১৪৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৪৪ ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
গুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীব চরণ ॥ ১৪৫ ॥
নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ১৪৬ ॥
সবার চরণ কৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
তার বাণী শিষ্যে তারে বহুত নাচাই ॥ ১৪৭ ॥
শিষ্যের শ্রম দেখি গুরু নাচান রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল ॥ ১৪৮ ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল নাচি করিল বিশ্রামে ॥ ১৪৯ ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সবার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥ ১৫০ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥ ১৫১ ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥ ১৫২ ॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

চরিতমমৃতমেতৎ শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্‌যঃ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরং ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য।

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই ভগবান চৈতন্যদেবের অমৃতসদৃশ শুভদ এবং অশুভনাশী চরিত্র আস্বাদন করেন এই লেখক তাঁহার অমলপাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ এই রস উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন ॥ ১৫৪ ॥

অনুভাষ্য।

যঃ জনঃ শ্রদ্ধয়া অপ্রাকৃতবিশ্বাসেন শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য এতৎ গ্রন্থরূপং অশুভনাশি অপরাধবিনাশকং শুভদং কল্যাণপ্রদং চরিতং আস্বাদয়েৎ স অয়ং জনঃ তদমলচরণাব্জ তন্নির্ম্মলপদারবিন্দে ভৃঙ্গত্বং মধুপতাং এত্য প্রাপ্য, প্রেমমাধ্বীকপূরং প্রেমমদিরাপূর্ণং রসং উচ্চৈঃ অতিশয়েন রসয়তি আস্বাদয়তি ॥ ১৫৪ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-দেবতুষ্টয়ে গোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনাখ্যদেবস্য তোষায় এতচ্চৈতন্যচরিতামৃতং গ্রন্থং চৈতন্যার্পিতং চৈতন্যে চৈতন্যনাম্নি কৃষ্ণাভিন্নে দেবে অর্পিতং সমর্পিতং অস্তু ॥ ১৫৫ ॥

পরিমলবাসিতভুবনং স্বরসোন্মাদিতরসিকালম্বং।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুং॥১৫৬॥
মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণোর্ম্মদীশ্বরী শ্রীযুতরাধিকায়াঃ।
প্রাণোরুসর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং শ্রীশ্রীল-গোবিন্দমহং প্রপদ্যে॥১৫৭॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

ভুবনকে পরিমলের দ্বারা সৌরভিত করিয়াছেন যে কৃষ্ণ চরণকমল, স্বীয় রসেতে উন্মাদিত করিয়া রসিকদিগের আলম্বন স্বরূপ হইয়াছেন, তাহা কোন্ রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন॥ ১৫৬॥

আমার প্রাণসর্ব্বস্ব পদাব্জরেণুর বলে মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধীকার প্রাণের অধিক সর্ব্বস্বরূপ পদাব্জরেণুকে ধারণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে প্রপত্তি করি॥ ১৫৭॥

১৫৩৪ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল॥ ১৫৮॥

অনুভাষ্য।

কঃ রসিকঃ রসজ্ঞঃ কৃষ্ণভজনশীলঃ পরিমলবাসিতভুবনং স্বরসোন্মাদিত-রসিকালম্বং গিরিধরচরণাম্ভোজং হাতুং সমীহতে॥ ১৫৬॥

অহং মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণোঃ মদীশ্বরীশ্রীযুতরাধিকায়াঃ প্রাণোরু-সর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং শ্রীশ্রীলগোবিন্দকং প্রপদ্যে॥ ১৫৭॥

অয়ং গ্রন্থঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাখ্যঃ বৃন্দাবনান্তরে বৃন্দাবনভূমৌ জ্যৈষ্ঠে অসিতপঞ্চম্যাং কৃষ্ণপক্ষীয়পঞ্চম্যাস্তিথৌ সূর্য্যাহে রবৌ বাসুদেবস্য বারে সিদ্ধ্যগ্নিবাণেন্দৌ ১৫৩৭ শকাব্দনীপাতিররূপাতাব্দে পূর্ণতাং গতঃ সম্পূর্ণতাং যাতঃ॥ ১৫৮॥

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥ ১৫৮॥

অমৃতপ্রবাহভাষ্য।

বিপিনবিহারি হরি, তাঁর শক্তি অবতরি, বিপিনবিহারি প্রভুবর।
শ্রীগুরুগোস্বামী রূপে, দেখি মোরে ভবকূপে, উদ্ধারিল আপন কিঙ্কর॥
তদাজ্ঞা পালনকামে, অমৃত প্রবাহ নামে, চৈতন্যচরিতামৃত অর্থ।
রচিলাম সযতনে, অর্পিলাম ভক্তগণে, পাঠ করি ঘুচাও অনর্থ॥
যে সব আত্মজ মম, করিয়াছে পরিশ্রম, এই গ্রন্থ প্রস্তুত কারণে।
নির্ব্বিঘ্ন জীবনে সবে, সাধুসঙ্গ মহোৎসবে, করু ভক্তি শ্রীহরিচরণে॥

বৈষ্ণব চরণে ধরি, সদৈন্য প্রার্থনা করি,
এ দাসের জীবনাবশেষে
শ্রীগোদ্রুমে সাধুসঙ্গে, চিদানন্দ রসরঙ্গে,
যায় দিন কৃষ্ণনামাবেশে
এ সংসার সার হীন, এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজে, রাধাকৃষ্ণ সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয়॥
গৌর চারিশত দশে মেষ শুক্ল একাদশে,
শ্রীসুরভিকুঞ্জ-বনান্তরে।
সম্পূর্ণ হইল ভাষ্য, ইহাতে পুরিল দাস্য,
দোষ ক্ষমা মাগি অতঃপরে।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্য সম্পূর্ণ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং
নাম বিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

অনুভাষ্য।

১৫৬ হইতে ১৫৮ পর্য্যন্ত শ্লোক অনেক পাঠে দৃষ্ট হয় না।

চারিশত উনত্রিংশাব্দে, জ্যৈষ্ঠ দিনু একত্রিংশে, চৈতন্যাব্দে মাস ত্রিবিক্রম।
শ্রীব্রজপত্তনে থাকি, গৌরহরি বলি ডাকি, দুরিত নাশিল নরাধম ॥ ১ ॥
নবদ্বীপ [illegible], প্রভু গৃহ নাতিদূরে, অনুভাষ্য কৈল সমাপন।
শ্রীগৌরকিশোর দাস, সম্প্রতি কুলিয়া বাস, যাঁর ভৃত্য এই অভাজন ॥ ২ ॥
আজ এই শুভ দিনে, ভকতি বিনোদ বিনে, সুখবার্ত্তা জানাব কাহারে।
অনুভাষ্য শুনি যেই, [illegible] প্রফুল্ল হই, উরুকৃপা বিতরিল মোরে ॥
তাঁহার করুণা কথা, মাধব ভজন প্রথা, তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ, নাহি দিল কৃষ্ণ-[illegible]নে ॥ ৪ ॥
সেই প্রভু শক্তি পাই, এবে অনুভাষ্য গাই, ইহাতে [illegible] কিছু নাই।
যাবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে, নিত্যকাল সেই [illegible]
গদাধর মিত্রবর, শ্রীস্বরূপ দামোদর, সদা কাল কৃষ্ণ-গৌর [illegible]
জগতের দেখি ক্লেশ, ধরিয়া ভিক্ষুক বেশ, [illegible] অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে ॥ ৬ ॥
শ্রীগৌর ইচ্ছায় দুই, মহিমা কি কব মুই, অপ্রাকৃত পারিষদ কথা।
প্রকট হইয়া দেবে, কৃষ্ণ-গৌরাঙ্ঘ্রি সেবে, অপ্রকাশ্য কথা যথাতথা ॥ ৭ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিজজন, ভকতিবিনোদ গণ, অপ্রাকৃত ভাবে যার স্থিতি।
অনুভাষ্য সযতনে, পাঠ কর ভক্ত মনে, লভ কৃষ্ণ যুগল পীরিতি ॥ ৮ ॥
